স্বাধীন-গরীব।

(ত্রয়াঙ্ক সামাজিক চিত্র)

শ্রীজহরলাল দে প্রণীত।

প্রকাশক
শ্রীবিভুতিভুষণ ঘোষ, বি-এস-সি।
সম্পাদক (সাহিত্য বিভাগ)
হাওড়া, সারস্বত সমাজ।
বাজে শিবপুর।

হাওড়া।
৪নং-তেলকলঘাট রোড, "কর্ম্মযোগ প্রেস" হইতে
শ্রীযুগলকৃষ্ণ সিংহ দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ॥০ আনা।

উদ্দেশ্য।

এই নাটকে আধুনিক সমাজের কতকগুলি অনিয়ম ও অযথা উৎপীড়নের মর্ম্মভেদী দৃশ্যে, নিঃস্ব ও অসহায় দরিদ্রের প্রাণে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্র জাগাইয়া, দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার, নির্ধনের উপর ধনগর্ব্বের নিষ্ঠুর পীড়ন প্রতিহত করাই লেখকের উদ্দেশ্য। মানুষ হইয়া মানুষকে ঘৃণা করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে; স্বাবলম্বী চরিত্রবান্ দরিদ্র ব্যক্তিগণও যে সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব ও শীর্ষস্থান লাভ করিতে পারেন ইহাই এই নাটকে আলোচনা করা হইয়াছে। সুধীগণ ইহার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লেখককে উৎসাহিত ও স্বা—ধী—ন—গ—বী—ব—কে স্নেহচক্ষে দেখিলে চরিতার্থ লাভ করিব।

বাজে শিবপুর, হাওড়া।
সারস্বত-কুটীর।

শ্রীকানাইলাল বসু।
সম্পাদক
হাওড়া সারস্বত সমাজ

প্রভু।

অন্যে যাহা কভু নাহি পারে, তুমি তাহা পার।
অন্যে যাহা ভয়ে নাহি করে, তুমি তাহা কর ॥
চন্দ্র, শূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ তোমারি স্থজিত।
সাম্, ঋক্, যজু, অথর্ব্ব তোমারি বিরচিত ॥
(দেব!) তোমারি তুলনা তুমি অন্য কিছু নাই।
তোমাতে সব সবেতে তুমি দেখিতে যে পাই ॥

উৎসর্গ।

আরাধ্য আমার! কল্পনা আমার!! সাধনা আমার!!!
ভক্তি আমার! মুক্তি আমার!! দেবী আমার!!!

তোমার স্বাধীন-পল্লীবকে—
স্নেহ, অনুকম্পা, প্রীতি ও সহানুভূতি লাভার্থে
সাধারণের হস্তে অর্পণ করিলাম।

পদাশ্রিত—

জহুর।

চরিত্র।

পুরুষ।

শ্যামাচরণ	গ্রাম্য জমিদার।
পশুপতি	ঐ পুত্র।
বেচারাম	ঐ সরকার।
পেঁচো ডোম এশো ক্যাওরা	ঐ পাইকদ্বয়।
নৃপেন	মদগর্ব্বী ধনী।
বিজয়	ডাক্তার।
গোপাল	বৈদ্যরাজ।
মুরারীমোহন	সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।
প্রভাত	ডি, এস, পি।
কামদেব	কুটীল ব্রাহ্মণ।
নরেশ	বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
যাদব	গৃহস্থ ব্যক্তি।
নির্ম্মল	ঐ পুত্র।

রমেশ, শৈলেন, শান্তি, সন্তোষ, হরেন, নরেন, ধীরেশ, বোঁচা, নিতাই ও দরয়ানগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

পার্ব্বতী	দরিদ্রা বাল-বিধবা।
কনক	নৃপেনের দূরসম্পর্কীয়া ভগ্নী
কুমুদিনী	বারবনিতা।
মৃণালিনী	ঐ ভগ্নী।
বুঁচি	বৈষ্ণবী।

স্বাধীন-গরীব।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মুরারীমোহনের বহির্ব্বাটী।

রমেশ, শৈলেন ও অন্যান্য দরিদ্র ব্যক্তিগণ আসীন।

গীত।

কিসের দৈন্য, চিন্তা কি জন্য, বৃথা কেন আর ভাবনা।
শাল দোশালা মান্‌ব না, থামের ভয় আর রাখ্‌ব না॥
দেখে ফেটিং জুড়ী, মটর গাড়ী, এ মাথা আর নাব্‌বে না।
দেখে ফ্যাশন্, লম্বা চটক, আর গোলামী ক'র্‌ব না॥
মিষ্টি কথায় গলে' গিয়ে 'মশায় মশায়' কর্‌ব না।
গরীব আছি নিজের ঘরে, নীচ স্বভাবে যাব'না॥
মুখ বেঁকিয়ে ক'ইলে কথা ফিরিয়ে দিতে ছাড়ব না।

(গানখানি শেষ হইলে ধীরে ধীরে মুরারীর প্রবেশ)

মুরারী। কিগো, তোমরা সব কি স্থির ক'রলে?

রমেশ। আজ্ঞে সে কথা আবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন?—আপনার দয়ায় একবার যখন আমরা আলো দেখ্‌তে পেয়েছি, তখন আবার যখন তখন অযথা অত্যাচার আমরা কিছুতেই সহিব না। এতে প্রাণ যাক্—আর থাক্! চোক্ রাঙানি আমরা সহিব না।

শৈলেন। আরে থাম্ থাম্। প্রাণ অমনি গেলেই হ'ল কিনা! ইংরেজের রাজত্বে বাস করি জা'নস? চোক্ রাঙানি কি ব'লছিস্ চোক রাঙানিতে আমরা আর ভয় ক'রছিনা, এবার চোক রাঙালে চোকে আঙ্গুল দিয়ে আক্কেল দিয়ে দোব।

মুরারী। তোমরা কিছু ব'লছ না? চুপ ক'রে ব'সে আছ যে?

সকলে। আপনার মতেই আমাদের মত, আপনি আমাদের যেমন চালা'বেন আমরা ঠিক্ তেমন চ'লবো!

মুরারী। এখনও বুঝে দেখ—বেশ ক'রে চিন্তা কর;—তোমরা যা'দের সঙ্গে লাগ্‌তে যাচ্ছ, তারাই এ গ্রামের সর্ব্বেসর্ব্বা—তোমাদের নানা রকমে কষ্ট দিতে চেষ্টা ক'রবে! অর্থবল, লোকবল, তাদের যথেষ্ট আছে!

শৈলেন। কষ্টত বরাবরই পেয়ে আস্‌ছি—আর বেশী কষ্ট কি পাব বলুন? কষ্ট সহ্য করা আমাদের পক্ষে নূতন নয়।

রমেশ। আমরাও মানুষ, তারাও মানুষ, আমাদের অপরাধ—আমাদের পয়সা নেই, এই তো? গরীব ব'লে যারা আমাদের ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য করে, তাদের সঙ্গে আমাদেরই বা কিসের সম্বন্ধ?

মুরারী। তোমাদের সকলেরই এই এক মত?

সকলে। নিশ্চয়ই।

মুরারী। এ বাঙ্গালার "নিশ্চয়ই" বলার মত "নিশ্চয়ই" নয়, না—প্রাণের অন্তর হ'তে যে "নিশ্চয়ই" ব'লতে পার, সেই নিশ্চয়ই বলে প[illegible] [illegible] সেই বলে প'ড়ে নিশ্চয়ই [illegible] [illegible] [illegible]। অনেক বাধাবিঘ্ন তোমাদের সামনে এসে উপস্থিত হবে। সে সময় পেছুলে চলবে না। তখন ঐ "নিশ্চয়ই" বজায় রাখতেই হবে।

রমেশ। আমরা সবাই আমাদের সম্বলের মধ্যে মুখের কথা, আর এতে আমাদেরই মঙ্গল, নিজেদের মঙ্গলের দিকে নিজেরা নজর রাখ্‌ব না!!! এ কথায় বলে, "যার জবান নষ্ট তার সবই নষ্ট" কথা দিয়ে কথা না রাখ্‌তে পারলে তার আর রইল কি? যাবত জীবনই বৃথা। আপনি দয়া ক'রে আমাদের বিশ্বাস করুন।

মুরারী। আমি তোমাদের যথেষ্ট বিশ্বাস করি; তবে একটা কথা—আমার অনুরোধ, তোমরা সকলে আর আমার মুখাপেক্ষী হ'য়ে থেকো না, নিজেরা নিজেদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শেখো। আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'র্‌লে, তোমরা যে কার্য্যক্ষম হয়েছ, এ আমি বুঝবো কেমন ক'রে? দেখ যখনই যে কোন কায ক'রবে, বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কায ক'রনা—ক্ষতি বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রেখ' না।

সকলে। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে।

রমেশ। তবে আপনি—

মুরারী। আমি তোমাদের কি ভাই? তোমরাও মানুষ আমিও মানুষ;—তোমাদের অপেক্ষা আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেশী—না তোমাদের অপেক্ষা আমার কিছু বেশী? প্রভেদ ত কিছুই নাই! প্রভেদ মাত্র, আমি থাকি দোতালা বাড়ীতে আর তোমরা থাক কুঁড়েঘরে। আমি

জুড়ি মটরে চ'ড়ে রাস্তায় বেরুই, আর তোমরা ভগবান-দত্ত পায়ে হাঁট। আমি পিতৃপিতামহের উপার্জ্জিত অর্থের আয় হ'তে জীবিকানির্ব্বাহ করি, আর তোমরা না হয় সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সংসার প্রতিপালন কর। প্রভেদ ত এই? না আর কিছু আছে?

শৈলেন। আপনি মানুষ নন্—শাপগ্রস্ত দেবতা! তা না হলে আমাদের মতন গরীবদের দুঃখে আপনার প্রাণ কেঁদে উঠ্‌বে কেন? কই, আপনিত অপর লোকের মত আমাদের ঘৃণা করেন না?

মুরারী। না তোমাদের দ্বারা হবে না, তোমাদের এই দুর্ব্বলতা যতদিন না মন থেকে দূর ক'র্‌তে পারবে, ততদিন তোমাদের দ্বারা কোন কার্য্যই হবে না। আমি কে? কেনই বা তোমরা আমাকে এরূপভাবে সম্মানিত ক'রছো, আমি তার কারণ কিছুই বুঝতে পারছি না।

রমেশ। আপনি যাই বলুন; আপনি কে তা আমরা মর্ম্মেমর্ম্মে বুঝেছি। আমাদের জন্য আপনি কত নির্য্যাতন—এমন কি প্রহারের যন্ত্রণা পর্য্যন্ত সহ্য করেছেন. আবার নিত্যানন্দ প্রভুর মত অবহেলে হাসিমুখে তার মার্জ্জনাও করেছেন! আপনি জ্ঞানে বশিষ্ঠ দানে বলিরাজ তুল্য অথচ আত্মশ্লাঘা নাই, আপনার সঙ্গে কি আমাদের তুলনা?

মুরারী। আমি তোমাদের মিনতি ক'রছি—ও অভ্যাসটী তোমরা ত্যাগ কর। ও রকম ব্যবহারে আমার দুঃখ ভিন্ন আনন্দ হয় না।

রমেশ। মনের ভাব যে কোন মতেও চাপ্‌তে পারি না। তবে আপনি যখন নিষেধ ক'রছেন তখন আর কোন কথা ব'ল্‌বো না।

মুরারী। শোন;—কারো মনে কখনও ব্যথা দিও না, কথা দিয়ে

কথা ফিরিয়ে নিও না, দুঃখীকে সাধ্যমত সাহায্য ক'রতে ইতস্ততঃ ক'রো না—প্রাণান্তেও অদপগর্ব্বে গর্ব্বিত ধনীর শরণাপন্ন হ'য়ো না। আর শত সহস্র প্রলোভনেও নিজ চরিত্র হারিও না—তা'হলেই আমি বিশেষ আনন্দিত হব।

শৈলেন। যে আজ্ঞে! আমরা আজ থেকে আপনারই আজ্ঞা প্রতিপালন করব।

মুরারী। তোমরা নিজেকে নিজে ছোট মনে কর, তাইত লোকে তোমাদের পেয়ে বসে। যে তোমাদের তাচ্ছিল্য করবে তাদের সঙ্গে কোন সংশ্রব রেখ' না। যে তোমাদের সাহায্য ক'রবে, তোমরাও তাকে প্রাণপণে সাহায্য ক'রতে যত্নবান্ হবে।

রমেশ। কিন্তু অনেকেই স্বকার্য্য-উদ্ধারে আমাদের "জামাই-আদর" করেন। তোমামোদে স্বর্গের চাঁদ হাতে দেন, আবার কার্য্যোদ্ধারের পরক্ষণেই তাঁদের সে ভাব বদ্‌লে যায়। তখন আমাদের চিনেও চেনেন না। এই যেমন "হরিধন বাবু"। এরকম প্রকৃতির লোকের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবো?

মুরারী। জগতে সবাই "হরিধন বাবু" নন, নগেন বাবুর মত লোকও আছেন। মোটের উপর এবার থেকে তোমরা বিশেষ বিবেচনা ক'রে কায ক'রবে—ভয় জিনিষটাকে মন থেকে মুছে ফেলে সোজা বুকে কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হবে—যে যেমন ব্যবহার ক'রবে, তোমরাও ঠিক্ তেমনি প্রতিদান দেবে। এতে যদি কোন বিপদ্‌গ্রস্ত হও, সে বিপদ্ আমি মাথা পেতে নেবো। তোমরা পরস্পর পরস্পরকে চিন্‌তে শেখো দেখি, দেখ্‌বে, তোমাতে আমাতে সবই সমান কোন পার্থক্যই নাই। যে ধনগর্ব্বী, সে তার ঘরেই ধনের গর্ব্ব করুক, যে বিদ্যাভিমানী তার অভিমান তার ঘরেই থাকুক; যে ক্ষমতালুব্ধ তার ক্ষমতাস্ফালন সে

নিজে নিজেই করুক। তারা যদি তোমাদের ঘৃণা ক'চ্ছিল বা অবজ্ঞা করে, করুক; তাতে তোমাদের কি আসে যায়? হ'তে পারে তাদের নিকট তোমরা পর্ণকুটীরবাসী নির্ধন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অসার উপাধি শূন্য অথবা তাদৃশ বলশালী নও। কিন্তু এ সকলের জন্য তোমরা কি তাদের দ্বারস্থ? তোমরা যদি সকলে একপ্রাণে স্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে নিজেদের কর্ত্তব্যের পথে বুক ফুলিয়ে অগ্রসর হ'তে পার, দেখবে জগতে যারা ধনগর্ব্বী বিদ্যা ও শক্তি অভিমানী, তারা নিজেদের অভিমান ত্যাগ ক'রে সাহায্য আশায় একদিন তোমাদেরই শরণাপন্ন হবে।

শৈলেন। আমরা কোন সম্পর্কই রাখ্‌তে চাই না।

মুরারী। না। না। সেটাও ঠিক নয়। ধনী হোক, নির্ধন হোক, বিদ্বান হোক, মূর্খ হোক, ক্ষমতাবান হোক, বা অক্ষম হোক, যে তোমাদের শরণাপন্ন হবে, তাকেই প্রাণপণে সন্তুষ্ট ক'র্‌তে যত্নবান্ হবে। সকলেই এসেছি এক জায়গা হ'তে—যাবও সেই এক জায়গায়, তখন ভেদাভেদ কেন? তবে হাঁ, কারও চোক রাঙানীতে ভয় পেয়ো না—এই আমার অনুরোধ। (মুরারীর প্রস্থান)

(পূর্ব্বগানটি সকলে গাহিয়া মুরারীর অনুসরণ করিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বাগান বাড়ী।

বেচারাম মদ্যপানে রত।

বেচারাম। ব্যাটারা 'স্বাধীন গরীব" হ'য়েছে, দাঁড়া ছোটলোক নচ্ছার পাজির পাঝাড়া ব্যাটারা, আরো দু চার দিন যাক্‌, তোদের কত

বাড় দেখছি। যখন আমায় ঘাঁটিয়েছিস্, তখন আর তোদের রক্ষে নেই, নাস্তানাবুদ ক'রব—আমি ছাড়বো? কেউটে নিয়ে খেলা, বিষের জ্বালায় ছটপটিয়ে মোর। দেখবো মুরারী দত্ত কি ক'রে বাঁচায়। (বোতলটি সামনে ধরিয়া) প্রিয়ে তুমি আমার সহায় থেকো, আর আমার মাথায় নূতন নূতন বুদ্ধির ঢেউ খেলিয়ে দাও। দরাজ থাক্, কোন ক্ষতি নেই, তুমি আমার ঠিক থেকো, বাস্ আর সকলের সব থাকবে। তুমিই আমায় এত বড় করে তুলেছ, তুমিই আমায় সংসারে ভুলিয়ে রেখেছ, নইলে, না। না!! আবার এসব কথা মনে করিয়ে দাও কেন সুন্দরী? আমিও তোমার প্রেমে মজগুল হ'য়ে, সে কথা অনেক দিন ভুলে গেছি। বলছো সে-কথা মাগ, তা কি ক'রবো বল? সে যে আমায় চিনলে না, ছুলের ছেলের সঙ্গে;—এঃ ছিঃ ছিঃ, আমায় ভুলিয়ে দাও, কেমন যে জোড়হাত করছি কি। আমি একা? একা থাকা ভাল নয়? কে বলে আমি একা নয়। এবার তোমায় লাভ ক'রেছি বাবা। ছুলের ছেলে আমার বুকে ছিঁচকে বিঁধেছে, আমিও বাবা মাহিন্দ্র-ক্ষণে, এ জ্বালার খুব মজার। আহা নবৃশে চক্রবর্ত্তীর মেয়েটা কি সুন্দর, কম এবার বল। আমার পছন্দ নেই? শোধ দোব—কড়ায় গণ্ডায় শোধ দোব।

(কামদেবের প্রবেশ।)

কামদেব। আরে এইখানে—আর আমি খুঁজে খুঁজে সারা।

বেচারাম। এস গো ভট্টাচার্য্য। খবর কি? (মদ্যপান)

কামদেব। শুভ শুভ অতি শুভ, দেব পূজ্য ভবদেব ভট্টাচার্য্যের পৌত্র, বামদেব ঠাকুরের মধ্যাম্বিকা সম্বংশোদ্ভূতা সুপুত্র স্বয়ং কামদেব-শর্ম্মা যখন অগ্রগামী হ'য়ে আপনার কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'রেছে, তখন ও সিদ্ধি "সন্দেহ এব নাস্তি।"

বেচারাম। কবে অ'স্‌ছ? বাজি আছে?

কামদেব। কবে কি "অনুমতি প্রাপ্তেষু" আর রাজি বল্‌ছেন কি, বাজিই থাক্ বিবাজিই থাক "কা চিন্তা মরণে রণে" সেবস্তু আপনার ধ্রুব লভ্য। নরুশে ব্যাটার সর্ব্বনাশ করতেই হবে, বেটা চক্রবর্ত্তী কৈবর্ত্তের বামুন হ'য়ে, কিনা আমাদের বংশ নিয়ে কথা কয়! আমরা কেষ্টনগরের ভট্টাচার্য্য। আমাদের কাটা পায়ের ধুলো নিতে হ'লে ষোলআনা মূল্য দিতে হয়, গোটা পায়ের ত কথাই নেই। কোথাকার কে ব্যাটা, আমার বংশ নিয়ে ঠাট্টা?

বেচারাম। যাক্ ভটচায ওকথা এখন চাপা দাও কি মতলব করেছ বল?

কামদেব। আজ্ঞে মতলব আর কি? গয়লানি, নাপতিনী, আর বোষ্টম্ বৌ আপনার এই তিন মহাঅস্ত্র ক্ষেপণ করেছি।

বেচারাম। বেশ—বেশ।

কামদেব। বলেন কি—ক'রবো না? তুষানল, হোমানল, দাবানল এবম্বিধ যাবতীয় নল যোজনা ক'রে নরুশে ব্যাটা আমার প্রাণে বাড়বানল জ্বালিয়েছে, আমিও ব্যাটাকে চিতেনলে পোড়াব, তবে আমার শোকানল শীতলাভব।

বেচারাম। সাবাস্ সাবাস্ ভটচায ছেড়ো না—ছেড়ো না—শোধ নাও—শোধ নাও।

কামদেব। ছাড়বো—ব্যাটাকে আমরণ ক্ষিপ্ত করে উন্মাদে লিপ্ত করবো।

বেচারাম। আচ্ছা এখন যাও,—এই ভটচায্, একটু থামো?

কামদেব। আজ্ঞে এখনও সন্ধ্যা আহ্নিকটা সমাধা করা হয় নি।

বেচারাম। আরে রেখে দাও না বাবা তোমার ভণ্ডামী। ওসব

সন্ধ্যে ফন্দে বুজরুকি বেখে দাও, তোমার সন্ধ্যে, সকাল, দুপুর, সবই এই ; এর ভেতর সব পাবে—এর ভেতর তোমার বেদ আছে, পুরাণ আছে, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—সব আছে. যেটি খুঁজবে সেইটি পাবে। তোমায় স্বর্গের সিঁড়ির ধাপে ধাপে তুলে দেবে।

কামদেব। আজ্ঞে ব্রাহ্মণের সন্তান,—

বেচারাম। বেখে দাও না বাবা তোমার ব্রাহ্মণের সন্তান। চুপি চুপি লক্ষ্মী ছেলের মত এক ঢোক খেয়ে, সুড়সুড় ক'রে ভাল মানুষটীর মত বাড়ী যাও ; দেখ ভটচায্, কেউ না জানতে পারলেই হ'ল। বলি এই রকমেই ত তোমার সমাজ চল্‌ছে ? যা ইচ্ছে কর কিন্তু যত গোপনে পার। এসব কাযে ঢাকঢোল বাজিও না—চুপি সাড়ে খেয়ে যাও, দেখবে তোমার জয়জয়কার। পেটের ভেতর হারামের ছুরি বেখে, মুখে কেবল মিষ্টি কথা কও, দেখবে চারিদিক হ'তে তোমায় ধন্য ধন্য ক'রবে।

কামদেব। দেখুন আজ আমার একটী খুব পুরাণ কথা হৃদিতন্ত্রে জাগরুক্ হয়েছে—প্রণিধান করুন ; যা বল্লেন লুকিয়ে কোন দোষ নাই, আমি অতি শৈশবকালে আমার বিধবা পিসীমাতার সহিত প্রত্যহ মধ্যাহ্নে অন্নগ্রাসাচ্ছাদনে নিযুক্ত থাকতাম্ একদা কস্মিন্ সময়ে ঐরূপ কার্য্যে ব্যাপ্ত আছি, অকস্মাৎ পিসীমাতার অন্ন স্তুপাকারের মধ্যে এক খণ্ডিকা মৎস্য দৃষ্টিগোচর হ'ল। অনুসন্ধানের পর মুণ্ড হ'তে লেজ পর্য্যন্ত একটী অবয়ব যুক্ত মৎসীকা দর্শন ক'রে কিস্তুতকিমাকার হ'য়েছিলাম তখন পিসীমাতা আমার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে সাদর আহ্বানে বল্লেন, বৎস কামদেব ! একথা যেন কাউকে ব'লনা। গোপনে কোন কার্য্য ক'রলে, তাতে পাপ নাই, এই শিক্ষাটি দিলেন। যতদিন পিসীমাতা জীবিতাবস্থায় ছিলেন, আমি এক কলুবধূ ছাড়া

কুত্রাপি ব্যক্ত করি নাই। আর আজ আপনাকে বল্লাম্। যাক আপনি যেন কাউকে বল্‌বেন না, আমি এখন আসি। (পৈতা মাথায় ছোঁয়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান)

বেচারাম। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবো—বাবা, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবো।

গীত।

বাপ্‌রে কি মজারে আমি বাপের ব্যাটা বাহাদুর।
কাঁটা দিয়ে তুলবো কাঁটা সবায় ক'রব ফতুর॥
খাড়ি বাচ্ছা মানব না জাতের বিচার ক'র্ব্বনা,
জুড়িয়ে ক'রবো জবেজান কার' কথা শুনব'না॥
কইলে কথা ধরে কাণ, দে'ব এক হেঁচকা টান।
ঠেকে শিখে বুঝবে তখন আমি কেমন চতুর।

আঃ তোর স্বাধীন গরীবের মাথার মা'রি, জুতো,তুমি—তুমি—আমার কেবল সাহস দাও, আমি বুক ফুলিয়ে এগিয়ে পড়ি, ব্যাটাদের টুঁটী টিপে মারি, যখন এগাঁয়ে এসেছি তখন কা'কেও আস্ত রাখবো না। আমার আর কে আছে বাবা মলেই বা কি, আর বাঁচলেই কি। (টলিতে টলিতে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

পশুপতি ও শান্তি।

পশুপতি। দেখলে শান্তি! ব্যাটাদের কাণ্ডটা দেখলে?

শান্তি। দেখলুম বই কি!

পশুপতি। এবার আমার কথা বিশ্বাস হ'ল ?

শান্তি। এবার কেন ? তোমার কথা আমি অনেক দিন আগেই বিশ্বাস ক'রেছি আর এরকম যে একটা কিছু হবে, সেটাও আমি অনেক দিন থেকেই ভেবেছি।

পশুপতি। তা' হ'লে এখন উপায় ? দিন দিন বাড়তেই চল্লো। সব ব্যাটারই মুখে ঐ এক কথা "আমরা স্বাধীন-গরিব চোকরাজ্ঞানি মানব না, প্রাণের ভয় ক'রব না।"

শান্তি। কি জান পশু। না থাক—ব'লব না।

পশুপতি। না—না—বল না, বল না, ব'লতে ব'লতে থামলে কেন ? কি ব'লতে চাও বলই না।

শান্তি। ব'লব আর কি বল ? জেনে শুনে তুমি ন্যাকা সাজছ কেন ? মানুষ কি চিরকালই চোক বাঁধা বলদের মত থাকবে মনে করেছ ? আত্মসম্মান জ্ঞান সকলেরই আছে এটা জান না ?

পশুপতি। কে আর বলছে যে আত্মসম্মানে দরকার নেই, তোমার এ কথাগুলো ঠিক যেন "প্রাণ ভানতে শিবের গীত গোচের হ'য়ে গেল" আমি কোথায় পরামর্শ চাচ্ছি কি করা যায়—আর তুমি কেবলই আবল তাবল ব'কছ।

শান্তি। দেখ এক কাষ কর "স্বাধীন-গরীব স্বাধীন-গরীব বলে যে ক'টা ব্যাটা গলাবাজি করছে বেশ করে একদিন সেই কব্যাটা ছোটলোকের বেশ উত্তম মধ্যম জলযোগের বন্দোবস্ত ক'রে ফেল, ব্যস্ সব গোলমাল থেমে যাবে।

পশুপতি। হাঁ—এ একটা কথার মত কথা বটে। কিন্তু—

শান্তি। এর ভেতর আবার 'কিন্তু' কেন পশু। লোক ঠ্যাঙ্গান বিশেষ গরীব মারা-ত তোমাদের নিত্যসেবার মধ্যে।

পশুপতি। আর এক কায করলে হয় না ?

শান্তি। কেন হবে না-- খুব হয়। চুপ্ চুপ্—সেই পাগ্লা বামুনটা এদিকে আসছে, বড় ক্যাঁট কেঁটে কথা কয় ; ও আগে এখান থেকে চলে যাক, তারপর রীতিমত ভাবে গোটাকতক পরামর্শ করা যাবেখ'ন, ব্যাটারা একটা না একটা প্যাঁচে প'ড়বেই প'ড়বে, তখন আর যায় কোথা ?

(গান গাহিতে সন্তোষের প্রবেশ)

সন্তোষ। এটি ঠিক কথা এটি ঠিক কথা এটি ঠিক কথা।

কাযের সময় এমন, আপন বাপখুড়ো তার নয় ক' তেমন,

কায ফুরুলেই ভাঙ্গবে মাথা—

জুতিয়ে তোমার ভাঙ্গবে মাথা।

যখন তুমি হাত বুল'বে পায়,

স্বর্গের চাঁদ হাতে দেবে তোমায় ;

আবার হুকুমে হুজুরে হাজির না হ'লে,

দূর দূর ক'রে তাড়াবে তোমায় পায়ে ঠেলে ;

জেনে শুনে বোকা বনে কেন মিছে পাও ব্যথা,

তেলে জলে মিশ খাবে না বেখ' মনে এই কথা ॥

পশুপতি। যা যা ঘ্যানর ঘ্যানর করিস নি, এখানে ও সব পাগলামি চলবে না।

সন্তোষ। সে কি চতুষ্পদ বাবাজী ! আমি-পাগল হলুম কিসে ধন ! তোমার বাবার বয়সি লোক আমি, আমায় তুমি তুই তোকারি ক'চ্ছ, তুমি হ'লে ভাল, আর আমি ব্যাটার ছেলে হলুম পাগল ! তাজ্জব্ বাব তাজ্জব্।

পশুপতি। চোপ্ রাও ব্যাটা, বেশী কথা কইবি ত' জুতিয়ে লবেজান ক'রব।

সন্তোষ। সাবাস্ সাবাস্ চতুষ্পদ, এইবার বাপের ব্যাটার মতন কথা ব'লেছ; আশীর্ব্বাদ করি—তুমি দীর্ঘজীবি হও, আর এই রকম ক'রে শেয়াল কুকুরের অধম এই আমার মত গরীব বামুনগুলোকে কেবল জুতোও,—ভগবান্ তোমার মঙ্গল ক'রবেন। দোহাই চতুষ্পদ, এ কায করতে যেন ভুল না। তোমাদের বংশপরম্পরায় যে কায চ'লে আসছে, সে কায তুমিও ক'রে বাপ-ঠাকুরদার নাম জাহির কর। তোমার ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবে। জুতোও—যত পার এই হ্যাংলা-কুকুরের মত ল্যাঙ্গনাড়া বামুন গুলোকে জুতোও, দেখ তোমার কত ঘা জুতোয় তাদের সাড়া পাও।

পশুপতি। মর্ ব্যাটা বকর বকর ক'রে। এস হে শান্তি, এস। (প্রস্থান)

সন্তোষ। কি গো শান্তি বাবু! ভাবছ কি? প্রভুটি যে চলে গেল। জোড়াভাঙ্গা হ'ল যে দাদা।

শান্তি। সন্তোষ দাদা—

সন্তোষ। কায ফুরলে সত্য সত্যিই পায়ে ঠেলে কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করছ?

শান্তি। হ্যাঁ—

সন্তোষ। আমার এত বিশ্বাস—ঠেকে শিখেছি কিনা!

শান্তি। কি রকম?

সন্তোষ। এর ভেতর রকমারি কিছু নেই ভায়া, যা সত্যি হয়েছে অবশ্য আমার অদৃষ্টে, তবে কারো অদৃষ্ট যে সমান তাও ত নয়। মোসাহেবি ক'রে কতলোক যে জমিদারি করে নিয়ে আজ সমাজের ওপর চোক রাঙ্গাচ্ছে।

শান্তি হেঁয়ালি রাখ সন্তোষ দাদা, তোমার পায়ে পড়ি ব্যাপারটি কি খুলে বল।

সন্তোষ। ছিঃ ছিঃ ছিঃ শান্তি বাবু তুমি একজন চক্ষুষ্মান জ্ঞানী ব্যক্তি হ'য়ে একটা পাগলা লোক। মানুষকে ব'লতে আছে কি যে পায়ে পড়ি ? ভাগ্যি এখানে কেউ নেই। কেউ যদি আশে পাশে থেকে শুনে ফেলত কি গণ্ডগোলটি হ'ত বল ত' ? তোমার কি মাথা খারাপ হ'য়েছে ? তুমি ভদ্রলোকের নাম ডোবাতে চাও !

শান্তি। কিসের গণ্ডগোল। ব্রাহ্মণ কে বলেছ "পায়ে পড়", এতে আর দোষ কি ? আর কেউ শুনলেইবা, তারা কি আমারই মাথা কেটে নেবে ?

সন্তোষ। আরে দাদা ব্রাহ্মণ কি আর আছে, না হলে কি—

শান্তি। বল কি, ব্রাহ্মণ নেই ?

সন্তোষ। না না নেই, ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালেই ব্রাহ্মণ এ রকম অনেক আছে তবে—

শান্তি। তবে কি ?

সন্তোষ। কাম্‌ক্রোধাদি লোভ ত্যাগ করে নিষ্ঠাবান হওয়া চাই দাদা নিষ্ঠাবান্ হওয়া চাই। পৈতের গোছা পরলেই ব্রাহ্মণ হয় না, যুগীদেরও পৈতে আছে, অনেক কায়েতও পৈতে নিয়েছে।

(এশো, পেঁচোর সহিত পশুপতির প্রবেশ)

এশো। কোন্ শালা তোমায় কি ব'লেছে দাদাবাবু বলত ! শালার মাথার খুলি উড়িয়ে দি।

সন্তোষ। এই আমি, আমি। দে বাবা দে খুলিটা উড়িয়ে দে তোর মহাপুণ্যি হবে।

পেঁচো। কি হ'য়েছে পাগলা ঠাকুর? দাদাবাবুকে তুমি গাল দিয়েছ?

সন্তোষ। দূর বাবা গোদা বাঁদর। আমি গাল দিয়েছি, এ কথা তোকে কে বল্লে? দুঃ বাবা চতুষ্পদ। তোমার এই অকাসুর বকাসুর পিতৃদেব মিথ্যা কথাটা বেমালুম বলে?

পশুপতি। এসো মা। শালা বামুনকে।

সন্তোষ। বেঁচে থাক বাবা—বেঁচে থাক। তোমার গর্ভধারিণী রত্নগর্ভা হ'ক—তাই কর্ বাবা অকাসুর, মার্ বাবা।

শান্তি। পশু এসব কি? তোমার কি জ্ঞান বুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে? এক নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণকে অযথা অপমান ক'রছ?

সন্তোষ। দূর ক্ষেপা, তুই একেবারে নিরেট গাধা। এঃ—তো ব্যাটারা বড় নেমকহারাম। মুখ চাওয়া চাওয়ি কেন বাবা, বাচ্ছা মানবের হুকুম পেয়েছিস যখন, তখন বেশ করে ঘা কতক জুতো মাথায় বসিয়ে দিয়ে বাবুর কাছে বক্‌সিস্ নে। ওরে তোরা কিছু ভাবিস্‌নি, এ রকম ছেঁড়া কাপড় পরা বামুনকে মারলে তোদের কুষ্ঠ ব্যাধি হবে না, ভয় নেই কোন ক্ষতি হবে না, সে সব দিন চ'লে গেছে। নির্ব্বিবাদে যত পারিস জুতো। কেউ কিছু ব'লবে না, গরীব বামুনকে দু' দশ ঘা জুতোলে কেউ এদিকে তাকাবে না। উল্টে তোদের বাহবা দেবে।

পেঁচো। দেখ ঠাকুর ভাল কথায় এখনও বলছি, ভালয় ভালয় এখনি এখান থেকে চ'লে যাও নইলে তোমার অদেষ্টে বড় কষ্ট আছে।

সন্তোষ। দেখ বাবা বকাসুর যদি আমি যথার্থ ব্রাহ্মণ-ঔরসে জন্মে থাকি, তা হ'লে মন খুলে আশীর্ব্বাদ ক'রছি, তোর ধর্ম্মে মতি হ'ক, মার বাবা আমায় না মার্‌লে এখান থেকে আমি কিছুতেই যা'ব না। বাবা চতুষ্পদ, একটু রাগিয়ে হুকুমটা কর। কি রকম মানব তুমি চতুষ্পদ।

পশুপতি। ফিরে, আমার কথা কাণে যাচ্ছে না ?

এশো। দাদাবাবু! বামুন মানুষটা—

পশুপতি। যে শালা যার তার মড়া ব'য়ে বেড়ায়, সে আবার বামুন! ও শালা ডোম্।

শান্তি। পশু! তুমি নামে কাযে যে এক হ'লে হে! এ সব কি ?

পশুপতি। চুপ কর শান্তি, তুমি যেমন মানুষ, ঠিক সেই রকম থাক—এসব কথায় কথা ক'য়ো না।

সন্তোষ। কি গো শান্তি বাবু! অভেদাত্মা বলে কি ?

শান্তি। পশু! আমি জানতুম তুমি মানুষ

পশুপতি। তবে কি আমি জানোয়ার ? খুব সতর্ক হ'য়ে কথা কইতে চেষ্টা কর শান্তি।

শান্তি। তোমায় জানোয়ার ব'ল্লে জানোয়ারদের গাল দেওয়া হয়। বুঝলে ?

পশুপতি। তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার অপমান গুলো সহ্য কর্‌ছিস্ ? দাঁড়া, বাবাকে ব'লে তোদের মজা দেখাচ্ছি।

পেঁচো। দাদাবাবু! শান্তিবাবু তোমার ইয়ার হয়েই সব মাটী, অপর কেউ হ'লে সে শালার মাথাটা এতক্ষণ নোখে ক'রে ছিঁড়ে দিতুম।

শান্তি। তবে রে ছুঁচো (পেঁচোকে মারিতে উদ্যত)।

পশুপতি। ধর্ ধর্ এখনি মারবে।

এশো। তবে রে শালা (প্রহার)

(শান্তির পতন ও মূর্চ্ছা।)

পশুপতি। মার্ পেঁচো, এ বামুনা শালাকেও মার।

সন্তোষ। **গরীব! দেখ ধনীর হাতে আজ তোমার কি দুর্দ্দশা।**

(রমেশ, শৈলেন ও অন্যান্য দরিদ্রগণের প্রবেশ)

রমেশ। এ কি! (মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান)

পশুপতি। এ শালাদেরও ছাড়িস্‌নি।

রমেশ। হরেন! নরেন! সাবধান, কুকুরটা যেন না পালায়!

সন্তোষ। কে হে তোমরা? তোমরা ত' অতি ইতর। রাস্তাদিয়ে কত লোক যাচ্ছে কেউ এদিকে এল না, আর তোমরা অমনি ছোটলোক গুণ্ডার মত এখানে দৌড়ে এসে এদের এত সাধের জুত মারাটা বন্ধ করে দিলে? তোমাদের কি ধর্ম্মভয় নেই? এই ত সবে এক জায়গা থেকে খানিকটা ব্রহ্মরক্ত পড়েছে বইত নয়।

শৈলেন। পুলিস্‌-পুলিস্!

রমেশ। চুপ্ শৈলেন। you stupid (ইউ ষ্টুপিড্), আমি এক কথায় এখনি জানতে চাই, কার অপরাধে এই ব্রহ্মরক্ত পাত হ'ল!

সন্তোষ। নে—বাবা নে—আর দু'এক জায়গা ফাটা, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? চতুষ্পদ! ও ব্যাটারা নেহাৎ ছোটলোক; তুমি ভদ্র সন্তান, আর তোমার জুতোও বেশ দামি, নাও—ঘা কতক বসাও। মার—তোমার পায়ে পড়ছি মার। (পশুপতির পদতলে উপবেশন)

এশো। চলে এ'স দাদা বাবু! বুঝে নেবো।

(এশো, পশুপতি ও পেঁচোর প্রস্থান)

রমেশ। এস' ঠাকুর! ওখানে প'ড়ে কে?

সন্তোষ। ওটী একটি আস্ত পাগল! আমার জন্যে মার খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছে।

রমেশ। শৈলেন ধর ধর! (শান্তিকে লইয়া) এস' এস' ঠাকুর।

(সকলের প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য।

পতিত জমি।

(পেঁচো ও এশো তাড়ি খাইতেছে)

এশো। দেখ্ মামা, সরকার্ মশাইটা আমাদের এদিকে যাই হোক, যে শালা যাই বলুক না কেন, আমরা কিন্তু কিছুতেই তার বদ্‌নাম করতে পারব না।

পেঁচো। মেলা ফ্যাচর্-ফ্যাচর্ কবিস্‌নে বাবা! যা ক'রছিস্ কর্ এখনি আবার সরকার মশাই এসে পড়বে। একে ত' মোটে এই ছোট এক কলসী মাল। এর ভেতর আবার বকরাদার জুটলে চ'লবে কেন? চট্‌পট্ খেয়ে নে বাবা, চট্‌পট্ খেয়ে নে।

এশো। তোর বাপ্ মার আশীর্ব্বাদে রোজ রোজ এই রকম একটা জায়গা দখল কর্‌বার হুকুম পাই, তাহ'লে রস আর বোল মাছের তরকারি খাবার জন্তে ভাবতে হয় না।

পেঁচো। ব্যাটা নেহাৎ ছেঁড়া! যত ব'লছি তাড়াতাড়ি সেরে নে, ব্যাটা আমার ততই বোশিখি-শাল্‌খির মত বুলি কাটতে সুরু করলে! ওরে ব্যাটা! সরকার মশাই এসে যদি দেখে যে তাড়ির কলসী মজুত, তা'হলে আমাদের জন্তে এক ছিটে ফোঁটা রাখবে না। ব্যাটা তাড়ি খাবার যম, এ কলসী তো সে ফুঁয়ে উড়িয়ে দেবে।

এশো। মামা! তবে এক কাষ কর্, আমি হাঁ করি তুই আমার গালে ঢাল, তারপর আমিও তোকে দোব।

পেঁচো। এই দেখ্ দিকি বাবা কেমন ভদ্দোর লোকের ছেলের মত

কথাটি বল্লি, নে—তাই কর্ (এশোর গালে রস ঢালা) এইবার যা রইল, আমার ; বুঝলি ?

এশো। আর একটু দিবিনি মামা ?

পেঁচো। না বাবা আর হবে না (নিজে খাওয়া)

এশো। দেখ্ ভাই মামা ! তো'র ভাগিন্ বৌটা দেখতে শুনতেও যেমন, আর বেটীর রান্না-বান্নাও ঠিক তেমন ! কেমন তরকারি রেঁধেছে দেখ না ! (পেঁচোর মুখে দিল)

পেঁচো। দুর ব্যাটা ছোটলোক ! পরিবারকে বেটী কিরে মুখ্যু ? তো ব্যাটার কবে বুদ্ধি হবে ?

এশো। তাইত রে মামা ! এহে—হে—বড্ড ছোট কথাটা মুখ দিয়ে হড়্কিয়ে বেরিয়ে গেছেত।

পেঁচো। নে আয় ! এগিয়ে দেখি সরকার মশাই আসতে এত দেরি ক'চ্ছে কেন।

এশো। চল্ ! কিন্তু দেখিস্ বাবা, এ কথাটি যেন ভুলে কারও কাছে পের্কাশ করে ফেলিস্‌নি।

পেঁচো। আরে না—না, তুই ভাবিস্‌নি, একি ফোট্‌বার কথা ! এখন আয় একটু এগিয়ে দেখি।

এশো। দেখিস্ মামা, তোর পায়ে পড়ি।

পেঁচো। তুই ঠিক্ তোর বাপের ধাত পেয়েছিস্। সে শালাও অমনি একটু খেলেই মাতাল হ'য়ে যা তা ব'কৃত।

এশো। আচ্ছা মামা ! সত্যিকথা বলিস্ ; বাবার নামে যে একটা কুচ্ছোর কথা শোনা যায়, সেটা কি ঠিক ?

পেঁচো। আমার সাম্‌নে কোন শালা একবার তার নামে কিছু ব'ল্লে তখনি শালার জিবখানা টেনে ছিঁড়ে নি ! দেখ্ এশো ! তোকে একটা

কথা বলে দি শোন ; তোর বাপের মত সাদাসিদে মানুষ আমি আমার এতখানি বয়সে একটিও খুঁজে পাইনি ; অনেক ভদ্দর ভদ্দর লোক দেখেছি, কিন্তু তোর বাপ কেওরার ঘরের ছেলে হয়েও স্বভাব চরিত্তিরে তাদের চেয়ে কিছুতেই কম ছিল না, বরঞ্চ বেশিই। এমন লোকের নিন্দে যে শালা করে, আমায় একবার তাকে দেখিয়ে দিতে পারিস ?

এশো। তা হলে মিছে কথা ?

পেঁচো। তা নয়ত কি ? নাপ্‌তেদের মেয়েটার লাস্‌ পুকুরে ভেসে উঠল, গাঁ শুদ্ধ লোক এসে হাজির হ'ল ; তোর বাপ ঠিক তার আগের দিনে তোর মায়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে কোথায় যে চ'লে গেল, আজ অবধি তার তল্লাস্‌ নেই। শালারা মিছি মিছি রটিয়ে দিলে, যে গোবরা কেওরার সঙ্গে নাপ্‌তেদের মেয়েটার আসনাই ছিল, কাল রাত্তিরে গোবরা কেওরা সেই মেয়েটাকে খুন ক'রে রাতারাতি পালিয়ে গেছে। তোর বাপ কিন্তু এর ভাল মন্দ কিছুই জানে না।

এশো। আয় মামা, একটু এগিয়ে দেখিগে চল্‌ ! (উভয়ের প্রস্থান)

(অপর দিক দিয়া নরেশ্‌, বেচারাম ও
কামদেবের প্রবেশ)

বেচারাম। দেখ ঠাকুর চালাকি রাখ, ও সব বুজরুকি চলবে না।

কামদেব। নারায়ণ ! অচিন্ত হে !

নরেশ্‌। আমি কি ভয়ে বলব ?

বেচারাম। ভয় কেন ? যা সত্য তাই বল্‌বে।

কামদেব। "সত্যম্‌ অপ্রিয়ম্‌ মা বদ" অর্থাৎ বধ কর্‌লেও সত্যকথা বলা উচিত। জনার্দ্দন, বনমালী !

বেচারাম। আমি যে জোর ক'রে দখল কর্‌ছি, এই কথা তুমি লোককে বোঝাতে চাও—নয় ?

নরেশ্‌। নিশ্চয় জোর ; আমি গরীব ব'লে তুমি আমার উপর অত্যাচার ক'রতে সাহস ক'রেছ।

কামদেব। শ্রীশ্রীগীতায় বলেছেন—**বলবন্ত জনস্ত হেতুনাং ভূমি** ; এ সেই জগৎগোঁসাই শ্রীকৃষ্ণের বচন। ব্যাখ্যা ;—ভূমি শব্দ অর্থে মৃত্তিকা ; মৃত্তিকা বলবান্‌ লোকেদের ভোগ দখলের জন্যই। কেশব, কংসনাশী !

বেচারাম। এখন আমি এক কথায় জান্‌তে চাই, তুমি ভালয় ভালয় আমায় দখল দেবে কি না ? (স্বগতঃ) তাইত এখো পেঁচো ছু'ব্যাটা গেল কোথা ?

কামদেব। ওহে নরেশ্‌ বেচারাম বাবুর ন্যায় সদাশয় লোকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'চ্ছ কেন ? যা বলে শোনই না।

নরেশ্‌। তুমি থাম অর্ব্বাচীন, অকাল কুষ্মাণ্ড।

কামদেব। **হে গিরি-গোবর্দ্ধন, মিধুবন, বৃন্দা বনধন,** তুমিই সত্য। মাধব যমুনা বিহারী—

বেচারাম। কি আমি এখানে এই রকম ক'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব ?

নরেশ্‌। অসহ্য হয় চ'লে যাও।

বেচারাম। তুমি আমার সম্পত্তি অপরকে বিক্রয় করবে, আর আমি তাই চোকবুজে সহ্য ক'রব ? বুড়ো বয়সে জুচ্চুরি বিদ্যেটী ছাড় না !

নরেশ্‌। কি ! আমি জোচ্চোর ? এ কথা ব'ল্‌তে তোর জিব খ'সে গেল না ? নে ব্যাটারছেলে ! সাহস থাকে, তোর জমি ব'লে যতটা দাবি কর্‌ছিস্‌, তুই ততটা মাড়িয়ে যা ; তুই যতটা তোর নিজের ব'লে মাড়িয়ে যাবি, আমি ততটাই তোর ব'লে গ্রাহ্য ক'র্‌ব ; যদি না

করি ত আমি অব্রাহ্মণ! নে-নে—ব্যাটা পাষণ্ড! মাতৃগর্ভে দশমাস দশদিন বাস, আর এ মার গর্ভে আমরণ বাস! সেই ভূমি হরণ—

কামদেব। আহা! গোবর্দ্ধনধারি শ্রীহরি, বাঁচালে গোপনারী,
ঝড় ঝাপ্টা না লাগিল গায়। কি মজা মরি মরি!

বেচারাম। (স্বগতঃ) দিক্‌গে ব্যাটা গালাগাল, ছু'টো গালাগাল শুনে এতখানি জায়গা ত' দখল করা যাবে।

নরেশ্। বিলম্ব কেন?

বেচারাম। এই পর্য্যন্ত আমার।

নরেশ্। নে। নারায়ণ। (দ্রুত প্রস্থানে)

কামদেব। ওঃ—আপনার কি সহ্য! আমারত সবিশেষ—ক্রোধ উত্তেজিত হ'য়েছিল।

বেচারাম। ভট্‌চায্! আমি সহ্য করবার ছেলে নয়। ওর গালাগালি-লাফালাফি-দুপোদুপি পাই পয়সা কড়া ক্রান্তিই শোধ দোব।

কামদেব। অবশ্য—অবশ্য, এর প্রতিফল একান্ত-নিতান্ত-অত্যন্ত-উদ্‌ভ্রান্ত ও পরিশ্রান্ত রূপে দেওয়া কর্ত্তব্য।

বেচারাম। ভট্‌চায্। আমি এই অগণ্য অত্যাচারগুলোর দমন করি ব'লে কত লোকে কত কথাই বলে।

কামদেব। তা বলুক্-গে বাবু,—বলুক-গে; বিশ্বনিন্দুক ব্যাটাদের কথায় কানপাত করবেন না; শাস্তরে লিখেছে, পাপীর উদ্ধার তরে অবতার আপনি পুলিনবিহারী, যদুপতি। শ্রীহরি, শ্রীহরি!

বেচারাম। এ কাযটার জন্যে একটা চিন্তা ছিল, আজ যা হোক অব্যাহতি পাওয়া গেল; এবার নরেশের মেয়ে। তুমি ত পারলে না নিজেকেই বেয়ে-চেয়ে দেখতে হবে।

কামদেব। আমি আপনার জন্যে অশেষ-বিশেষ-সবিশেষ-যত্নবতী হয়ে পরিভ্রমণ করেছি জানবেন; কিন্তু অসুবিধার জন্য তদ্রূপ সুবিধার সাবকাশ না পেয়ে অবকাশ মত হরণ করবার জন্য যখন তখন আনাচে কানাচে ভ্রমণ করি। এই দেখুন না, খপ্ করে একদিন অমনি

শ্যামের বামে, রাইকিশোরী ক'রে দি'।

বেচারাম। ঠিক্ বলেছ ভটচায্। হরণ, হরণ! সেই ভাল।

কামদেব। আর একি যে সে হরণ? সুভদ্রা হরণ, রুক্মিণী হরণ, এ হরণের কাছে হড়ুম ভাজা। অনূঢ়া ব্রাহ্মণ কন্যা হরণ—মহাপুণ্য। শ্রীকৃষ্ণ নৈমিষারণ্যে কুন্তিকে বলেছিলেন;—

শত সহস্র গোবধ, স্ত্রীবধ, ব্রহ্মবধে যেই পাতক হয়।
একটী অনূঢ়া ব্রাহ্মণ কন্যা হরণে সেই মহাপাপ ক্ষয়॥

বেচারাম। এ্যা—বল কি ভটচায!

কামদেব। অবশ্য দুঃখ করবেন না সতত আপনার কার্য্য-কলাপ সবই ব্রাহ্মণ কায়স্থেরই অংশাংশ, তবাদ উপদংশ জনিতশ্চ দোষে শাস্ত্র পুরাণ ত আপনার তত আয়ত্ত্বাধীন নয়। আমরা হ'লেম শাস্ত্রর কর্ত্তা, ও আপনার শাস্ত্রর নিয়েই গর্ভস্রাব বা ভূমিষ্ট হ'য়েছ, এ সব অতি গুপ্ত বিষয় শূদ্রের অবশ্য শ্রুতি-গোচরে পাপ, কিন্তু আপনার চোকে মুখে সর্ব্বাঙ্গে ব্রহ্মশক্তির বীজ কণা ভাসমান্ দেখছি ব'লেই বলছি, অবহিত চিত্তে অবধান করুন। পঞ্চবটিকা বনে **সোয়ামিরভীম** খরশানে যখন সুর্পোনখার নাসিকা কর্ণ ছেদিত হয়, তখন সুর্পোনখা কাঁদ্তে কাঁদ্তে লঙ্কায় গিয়ে রাবণের সভাতে না ঢুকে দুঃখগুলো জানাতে সুরু ক'রলে, সীতের চক্‌চকানির কথা বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বল্লে, নাকি সুরের কথা শুনি খনাৎ করে রাবণের পিণ্ডস্থলে প্রবেশ করে গেল। সুর্পো বলে দাদা গো—ছুঁড়ির কি রূপ! ঠিক্ যেন ওগো বিদ্যেধরী! হরণ করে

আন হেথা, তোমার পায়ে পড়ি। রাবণ তাড়াতাড়ি সরে গিয়েই ভাব্‌তে সুরু কর্‌লে, ভাব্‌তে ভাব্‌তে সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা, এমন সময় ব্রহ্মা-ঠাকুরটি চুপিচুপি এসে রাবণের কানে কানে ব'লে গেলেন—

বৃথা চিন্তা ত্যাজ তুমি ওরে বাছা দশানন।
রামের নারী আনহ তুমি করিয়া হরণ ॥
বিবাহিতা নারী হরণে এতেক পুণ্য হয় !
পিতৃপুরুষ তাঁর পায় শ্রীবৈকুণ্ঠে আলয় ॥

বেচারাম। বল কি ! বল কি !! ভটচায্‌ ! তোমার এত শাস্ত্রজ্ঞান, একথা আমায় এতদিন বল নি। ওঃ—তুমি ত দেখছি অসামান্য ব্যক্তি !

কামদেব। বেচারাম বাবু ! আমরা ব্রাহ্মণ ছাই চাপা আগুন ; আছি ত বেশ আছি কিন্তু যখন একবার প্রচার হব তখন আর পায় কে বিশেষ আমরা হচ্ছি কেষ্টনগরী।

বেচারাম। আচ্ছা এখন এস'।

কামদেব। রুক্মিণীমোহন, যশোদানন্দন।

(উভয়ের প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য।

কুমুদিনীর কক্ষ।

শ্যামাচরণ, নৃপেন, বিজয়, গোপাল, কুমুদিনী ও মৃণালবালা।

(গোপাল ব্যতীত সকলে মদ্যপানে রত)

শ্যামাচরণ। যাই বল নৃপেন, কুমুদিনী আমার খুব হুঁসিয়ার।

নৃপেন। সে কথা আবার একবার করে বল্‌তে !

কুমুদিনী। ভুল বলা হ'ল ; শুধু হুঁশিয়ার নয়, তালিমদার আর—

বিজয়। ঠিকেদার কেমন ?

(সকলের হাস্য)।

মৃণালবালা। উঁহু ঠিকেদার হ'লেই ওর সঙ্গে তাঁবেদার কথা জুড়ে দিতে হবে। যেমন এই "যেমন-ই" বল্লেই "তেমন" বল্‌তে হয়— উপকার কল্লেই গালাগালী শুনতে হয়।

গোপাল। শ্যামাচরণ ভায়া, মৃণাল বিবির যে দেখছি বেশ কবিত্ব-শক্তি আছে ! তুমি একটা ল্যাজ জুড়ে দাও।

মৃণালবালা। কেন বঙ্কিমশ ! আপনি কি ল্যাজ আর বইতে পাচ্ছেন না ? বলে :—

লাঙ্গুল ভরেতে হনু রাম প্রিয় অতি।
শ্রীল্যাজ বিহীন হ'লে হইত দুর্গতি ॥

গোপাল। না-না-আমি সে ল্যাজের কথা বলি নি, আমি বল্‌ছিলুম টাইটেল—টাইটেল।

শ্যামাচরণ। আচ্ছা—আচ্ছা -ভেবে চিন্তে তাই একটা দেওয়া যাবে, এখন মৃণাল বিবি একখানা গান চালাও।

বিজয়। বেশ—বেশ, সেই ভাল অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে, (Dispensery) ডিস্পেন্সারিতে ফিরে হয় ত দেখ্‌ব, এক ঝাঁক রুগী বসে আছে। যা কর্‌বার একটু চটপট্ সেরে নাও।

নৃপেন। রাত্তির বেলা আর রুগী দেখে না হে, রুগী দেখে না।

বিজয়। এখন যে রুগী দেখ্‌ছ, তাই মন দিয়ে দেখ।

বিজয়। না—না, কটা (Serious Case) সিরিয়স কেস্ হাতে আছে, রাত্তিরে (Attend) এ্যাটেণ্ড্ কর্‌তেই হবে।

কুমুদিনী। গোটাকতক কমে রোগীর মাত্রা একটু পাতলাই হোক

না ডাক্তার বাবু! কেন আর বেচারিদের ধনে প্রাণে মারবেন? ও প্রাণেই মরুক; মরতেই ত হবে তবে দু'দিন আগে নয় দু'দিন পরে।

নৃপেন। ঠিক ঠিক, "জন্মিলে মরিতে হবে—অমর কে কোথা ভবে;"

কুমুদিনী। খাওয়া কি এই খানেই হবে? না অন্য ঘরে বন্দোবস্ত করব?

নৃপেন। হ্যাঁ, আর এ ঘর ও ঘর করা যায় না—এইখানেই হোক্।

গোপাল। তবে কুমুবিবি, সদর দরজায় কাউকে বসিয়ে রাখ, কোন ব্যাটা খপ্ ক'রে যদি সেঁধিয়ে পড়ে, তা'হলেই এক মহা-ফ্যাসাদ হ'য়ে যাবে।

বিজয়। আর ও খাওয়াখায়ি কেন, এইবার উঠলেই ত হয়।

কুমুদিনী। কেন ডাক্তার বাবু জাত যাবে নাকি? ভয় নেই।

বিজয়। না তা নয়; অনেক রাত হ'ল তাই—

মৃণালবালা। কেন মশায়, আপনাদের ত সাত খুন মাপ। আপনারা ডাক্তার মানুষ, রাতের ভয় আপনাদের কেন? এনারা যখন বেরুবেন, ওদের বরং চারদিক্ দেখে তবে গাড়ীতে উঠতে হবে; আপনি ত বুক ফুলিয়ে বেরুবেন। চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হ'য়ে পড়ে, জিজ্ঞাসা কল্লেই বলবেন—"এ বাড়িতে একটা (Case) কেস ছিল দেখতে এসেছি" আমি কত ডাক্তারকে এই রকম ব'লতে শুনেছি, মনে ক'রবেন না যে তারা হেঁজি পেঁজি ডাক্তার, তাদেরও খুব পসার;

শ্যামাচরণ। কেন মিছি মিছি মৃণালকে ঘাটাচ্ছ বিজয়? যাবই ত! যখন আসা গেছে, তখন একটু ব'সোই না! নাও বিবি, তুমি একখানা গান-গাও। কুমু! তুমি ততক্ষণ খাবার যোগাড় কর।

মৃণালবালা। কি গান গাইব?

নৃপেন। যা দিল্ চায়। মৰ্জ্জি ক'রে, বাহাল তবিয়তে গেয়ে ফেল, শুনে মেজাজ সরিফ করে মস্‌গুল্ হয়ে বাড়ী ফিরি।

মৃণালবালার গীত।

মেহেরবান্ আল্লা তোমায় করি সেলাম হাজার হাজার।
ইডিয়ট্ কেষ্টকে ছেড়ে তোমার প্রেমে হ'য়েছি গুল্‌জার॥
দিন দুনিয়ার মালিক-খোদা বহুৎ খুব তোমার মৰ্জ্জি,
ভারুটি কাফেরগুলোয় তরাও হুজুরৎ এই আমার আর্জ্জি;
কালীটাকে কোরাণ পড়িয়ে করে নাও দেণ তোমার সাথী,
মাগী সয়তানীর ধাড়ি, যখন তখন কেবল ছোড়ে লাথি;
স্যালা ক্ষ্যাপা শিবটার দিকে দেখ' একটু নেক নজর,
ইস্‌লামিতে এনে তারে দেখাও তোমার মৰ্জ্জির বহর।
এনায়েৎসে ব্রহ্মা বিষ্ণু দুটির হুজুরআলী ক'র উদ্ধার।
বল সবে বদ্দর বদ্দর আল্লা মোদের ভব কর্ণধার॥

শ্যামাচরণ। যা বলেছ মৃণাল, আল্লার যুগই এসেছে বটে! যথেচ্ছাচার পুরমাত্রায় চ'লেছে। এবার থেকে আল্লাই ভজা যাবে।

কুমুদিনী। শ্যামাচরণ বাবু! মৃণালকে আর দিও না ভাই—ও বড় অল্পতেই মাতাল হ'য়ে পড়ে। এখুনি আবল তাবল কত কি ব'কতে সুরু ক'রে দেবে।

মৃণালবালা। দিদি গুণিতে বল মোরে এক দুই তিন,
অথবা সংখ্যা ততোধিক।
দেখিবে অনায়াসে গুণিব তাহা;
না হইবে তার এদিক ওদিক॥

নৃপেন। বেশ রসিকা আমাদের মৃণালবিবি। ও চলে গেলে রসভঙ্গ হ'য়ে যাবে।

মৃণালবালা। অথবা—ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে রাম-সেনাগণ,
শক্তিশেল লয়ে যবে পড়িবে লক্ষ্মণ।

গোপাল। এরা দু'জন যেন সাপ আর নেউল।

মৃণালবালা। বদ্যিমশায়, আপনার কি অদ্ভুত মেধা! আর না হবেই বা কেন, ধন্বন্তরী-বংশে জন্ম কি না!

কুমুদিনী। দেখেছ? আমি বল্‌ছি শ্যামাচরণ, ওকে আর দিও না! যা মৃণাল, তোর ঘরে যা ভাই।

মৃণালবালা। ওগো দিদি জ্বলে গেল বুক,
ইচ্ছা হয় লুকাই এ মুখ।
কিন্তু ভাই কোথা স্থান পাই,
যথা আমি এ জ্বালা জুড়াই। (ধীরে প্রস্থান)

(নিতায়ের ব্যস্ততা সহকারে প্রবেশ)

নিতাই। দিদিমণি! খাবার সব ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল।

কুমুদিনী। যা—এইখানে নিয়ে আয়।

নিতাই। এইখানেই আনব?

কুমুদিনী। হ্যাঁ।

নিতাই। আলাদা—আলাদা আনব ত?

কুমুদিনী। ওরে না-না, খিচুড়ি একটা জায়গায় আর মাংসটা আর একটা জায়গা ক'রে নিয়ে আয়, তারপর সোডা দিয়ে যাস্।

নিতাই। আচ্ছা। (প্রস্থান)

বিজয়। আমি বল্‌ছিলুম কি, ও খাবারটা নিয়ে আস্‌বে?

গোপাল। আমিও ঐ কথা ব'লব ব'লব মনে করেছি, আর তুমি ব'লেছ যা হ'ক তবু একটা সঙ্গী হ'ল।

বিজয়। হাজার হোক অন্ন ত' বটে! একটা ছোটলোক খাবার ছোঁয়া ছোঁয়ি করবে?

কুমুদিনী। বিজয় বাবু! আপনি এক কায করুন, একটু গঙ্গাজল স্পর্শ করে আপনিই নিয়ে আসুন।

বিজয়। বাপরে! ও কাযে আমি নেই।

শ্যামাচরণ। তবে কি হবে?

গোপাল। কুমুদিনি! তোমার মাকে দিয়ে যেতে বল।

বিজয়। সেই ভাল কথা।

কুমুদিনী। মা ভারি লাজুক—কিছুতেই আসবে না। এই যে এত বচ্ছর তোমরা আনাগোনা ক'চ্ছ, একদিনও কি মা তোমাদের সামনে এসেছে? আমার মা অন্য অন্য লোকেদের মায়ের মতন এ সব বড় ভালবাসে না।

নৃপেন। আহা সতীলক্ষ্মী! সতীলক্ষ্মী!! কর্ম্মদোষে বেশ্যা হ'য়েছে বলতে হবে।

বিজয়। দু'শোবার, আমার স্ত্রীটাকে আমি এত নিষেধ করি যে দেখ,—যার তার সামনে বেরিও না, লোকজন এলে গলা ছেড়ে কথা ক'য়ো না, তা উত্তরে কি বলে জান "ভগবান্ গলা দিয়েছে কথা কইব না? ভগবানের যদি কথা কওয়াবার ইচ্ছে না থাকত, তাহলে আমায় বোবা করত।"

শ্যামাচরণ। **Up to date fashion** (আপ টু ডেট্ ফ্যাসন) লোকজনের সামনে বেরোবার কি বলে?

বিজয়। সে কথা আর বল কেন? বলে এবার তাহলে কুকুর

বেড়ালের কাছেও বেরুব না, তাদের দেখ্‌লে সাত হাত ঘোমটা টেনে ঘরে গিয়ে খিল দোব।

নৃপেন। সতীলক্ষ্মী, সতীলক্ষ্মী, তবে ইনি হ'চ্ছেন কারুণ্যরূপিণী, আর কুমুদিনীর মা হ'চ্ছেন ছলনারূপিণী।

কুমুদিনী। তা ভাই ঠাট্টাই কর আর যাই কর, সত্যি যা তাই বল্লুম। এখন কি হবে বল ?

শ্যামাচরণ। আসুক—ও-ই—খাবারটা আসুক, তোমার ঘরে জগন্নাথের ছবি আছে কুমু ?

কুমুদিনী। কেন ? আছে!

শ্যামাচরণ। বাস্! তবে আবার কি! শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব যখন বিরাজমান, তখন আর ভাবনা কি ? এ আমাদের আনন্দবাজার।

(নিতায়ের খাবার লইয়া প্রবেশ)

নৃপেন। এ'স বাবা, এইখানে রাখ।

নিতাই। (খাবার রাখিয়া) এই যে বাবু। দিদিমণি! সোডা নিয়ে আসি ?

কুমুদিনী। যা। (নিতায়ের প্রস্থান)

নৃপেন। কে (distributer) ডিষ্ট্রিবিউটার্ হবে বল, এ যে রকম সুগন্ধ ছেড়েছে মনে হচ্ছে এই পাঁটার ঝোলে ডুবে থাকি।

শ্যামাচরণ। জায়গাটা মাঝখানে এগিয়ে দাও; সবাই একসঙ্গে খাওয়া যাক্।

নৃপেন। সেই ঠিক্! তোমরা খাবে তো এস, নৈলে আমি এখনি অসামাল হ'য়ে খেতে আরম্ভ ক'রে দোব।

শ্যামাচরণ। আচ্ছা তুমি খাও-খাও।

(নিতায়ের সোডা লইয়া প্রবেশ)

নিতাই। (স্বগতঃ) ওঃ—ব্যাটা গোগ্রাসে গিল্‌ছে!

নৃপেন। এস'-না বিজয়, শ্যামাচরণ হাত লাগাও।

বিজয়। এ'স না হে গোপাল!

গোপাল। তোমরা খাও আমি যাচ্ছি।

শ্যামাচরণ। গোপাল! ফুরিয়ে যাবে এই সময় এস'।

বিজয়। ঝোল্‌টা বড় পরিষ্কার হ'য়েছে।

নৃপেন। আরে যার ব্যাটার বে তার পাতেই দই নেই!

(বিজয়—সরিয়া গিয়া কুমুর মুখে দিল)

নাও—তুমি এবার হাত খোল।

কুমুদিনী। আমায় খেতে ব'ল না, তোমাদের পায়ে পড়্‌ছি।

শ্যামাচরণ। আচ্ছা—আচ্ছা—এখন একটু একটু এর সঙ্গে চালাও। কি বল হে তোমরা?

বিজয়। মন্দ কি!

কুমুদিনী। (উঠিয়া গিয়া গোপালের মুখে খাবার দিয়া) দেখ-দেখ খেয়েই দেখ।

নৃপেন। বেশ হ'য়েছে-বেশ হ'য়েছে—টেনে নিয়ে এস, টেনে নিয়ে এস।

নিতাই। (স্বগতঃ) এঃ শালারা কে গো?

নৃপেন। তুই যে গো নন্দরাণী, আমরা তোর নয়নমণি।

কুমুদিনী। (সকলের ঘাড় ধরিয়া এক এক গাল খাওয়াইল) নাও

চল এবার হাত মুখ ধোবে চল। নৃপেন বাবু ওতে আর কিছু নেই গামলা চাটলে্ কি হবে ?

নৃপেন। কোথাও এক আধ বাট লুকোনা নেই কুমু্ ?

কুমুদিনী। আছে খাবে ?

নৃপেন। কোন্ শালা না খায়। এই তোমার মাথায় হাত দিযে ব'লছি খাবো।

কুমুদিনী। (খাটের তলায পান্তা ভাত ঢাকা দেওযা ছিল সেই দিকে দেখাইয়া দিল) ওইখানে আছে।

নৃপেন। (দৌড়িযা গিযা ঢাকা খুলিযা আহার ও ভাতের ডিস্ লইয়া সকলকে ভাত দিতে লাগিল) বেশ-টক্-টক্ হ'য়েছে।' পিঁযাজও আছে।

বিজয। কাঁচা লঙ্কা নেই ?

কুমুদিনী। ছিঃ—ছিঃ—কি ঘেন্না, তোমাদের ভাত খাবার যদি এতই ইচ্ছে হ'যেছিল তা আগে-বল্লেই হত'। এ এঁটো-আড়া-সক্ড়ি ভাত-গুলো খেতে আরম্ভ ক'রলে ? সকাল বেলা খেতে বসে পেট্টা খুঁচ্‌তে লাগল ব'লে দু'একগাল খেযেই ভাত গুলোয জল ঢেলে রেখেছিলুম ; মনে করেছিলুম রাত্তিরে একটু দৈ দিয়ে বেরালটাকে দোব।

নৃপেন। আরে রেখে দাও তোমার এঁটো ভাত। মহাপ্রসাদ —মহাপ্রসাদ। কি বল শ্যামাচরণ ?

কুমুদিনী। খুব ক'রেছ, এখন চল হাত মুখ ধোবে চল, ঘরময় ভাতের ছড়াছড়ি, বিছানা মাদুর সব কাচ্‌তে হবে।

নৃপেন। কুড়িয়ে খাচ্ছি কুমু, কুড়িয়ে খাচ্ছি।

কুমুদিনী। নাও—এস' (হাত ধরিয়া টানিযা লইয়া গেল)।

(নিতাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান)।

নিতাই। দূর তোর শালারা! তোদের মুখে মারি জুতো, এঃ—ছিঃ—ছিঃ—এই ক'শালাই গাঁয়ের মাথা, এক শালা জমিদার হ'য়েছে চাঁই, আর বাকি ক'শালা হ'য়েছে তার পা চাটা কুকুর! ছি! ছি! কি কাণ্ডকারখানা গা! এ শালারা হ'ল ভদ্দর! ওরে বাবা! এ রকম ভদ্দর আর কত আছে তারি বা ঠিক কি? ছিঃ—ছিঃ—কি ঘেন্না—কি লজ্জা!

(নিতায়ের অঙ্গভঙ্গী সহকারে গীত।)

আমি হ'য়ে গেছি বোকা।
বাবুদের ব্যাপার দেখে একদম ভ্যাবাচ্যাকা।
(যত) সিঁতি কাটা ঘড়ি আঁটা—
ভদ্দর লোকের খোকা।
চক্ষু মিলে মেরে দিলে পান্তা পেঁয়াজ মাখা।
এদের কেউবা করেন বদ্দিগিরি—
কেউ বা মোড়ল পাকা।
এদের বাইরেতে খুব লম্বা কোঁচা
ভেতরে সব ফাঁকা।
এরা মানুষ নয়কো কোন কালে—
গাড়োল বাচ্ছা ছাঁকা।
আজব সহর!—তোমাকে গড়, লাগিয়ে দিলে ধোকা।
হাত পা গেল পেটের ভেতর
হ'ল না আর থাকা।
দেশে চলে যাব এবার—
মাথায় থাকুক টাকা।

(পটক্ষেপণ)

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাস্তা।

পশুপতি।

পশুপতি। এ বামুনটার জ্বালায় অস্থির, ব্যাটা রোজ দেব ক'রে আসবে, একটু সকাল্ সকাল্ যে যাব' তা এ ব্যাটার জন্যে হবে না, ঐ যে—ছাপা টাপা কেটে চিতে সাঘটি সেঙ্গে আসছে—এ আবার কি ভোল !!

(কামদেবের প্রবেশ)

কি ঠাকুর ! এত দেরি করলে যে ?

কামদেব। কি জান খোকাবাবু, আমরা হচ্ছি—দেশপূজ্য জাতি-সেরা ব্রাহ্মণ, মহাভারত পড়লে দেখতে পাবে—

পশুপতি। যে বামুনগুলোর এই রকম জানোয়ারি বেশভূষা ?

কামদেব। আহা-তা কেন ?—দেখবে এই ব্রাহ্মণ ভগবানের বুকে লাথি মেরেছেন।

পশুপতি। তা বেশ ক'রেছেন, এখানে দাঁড়িয়ে বক্‌লে কি হবে, আবার দশটার ভেতর ফিরতে হবে ত' ?

কামদেব। তা হবে বৈ কি ;—আহা মৃণাল আমার হাপুব-নয়নে পথেব দিকে চেয়ে বসে' আছে ;—কত হেদুচ্ছে বাছা আমাব।

পশুপতি। তবে একটু পা চালিয়ে চল।

কামদেব। খোকাবাবু পা চালিযে কি ব'লছ, ইচ্ছে হয উড়ে যাই, আমি যে এখানে দাঁড়িযে আছি এ তো শুধু কাযা—মন-বিহঙ্গম্‌ বহু পূর্ব্বে সেখানে হাজিব হ'য়েছে।

পশুপতি। ও সব ভাড়ামি বাখ। নাও এস'—

কামদেব। সবুব—সবুব, এগিযো না খোকাবাবু এগিয়ো না, পথে শত্রু ভয়ঙ্করী।

পশুপতি। কি বলছ ?

কামদেব। তোমার মুবাবী বাস্তার মাঝে একেবাবে স্বাধীন—গরীবের কোম্পানি বসিয়ে দিয়েছে, বাপরে তাদেব সামনে দিয়ে কি এখন যাওযা যায ?

পশুপতি। চল না অন্য বাস্তা দিযে ঘুরে যাই।

কামদেব। আহা অত' উতলা হ'বার দরকার কি ? এখনি ত ওবা চ'লে যাবে।

পশুপতি। হ্যাঁ—তুমিও যেমন! ও ব্যাটাদের 'এখনি' মানে দু'ঘণ্টা।

কামদেব। না—না—আজ বক্তিমের জন্য নয়।

পশুপতি। তবে কি ওদেব গুষ্টির পিণ্ডি চটকাবে ব'লে দল বেঁধেছে ?

কামদেব। অপগণ্ড গর্ভস্রাবদেব কথা বল কেন! অনন্তবাবুর বাড়ীতে একটা ছোঁড়া ম'রেছে, তারি সৎকার ক'রতে ব্যাটারা দল বেঁধে চলেছে!

পশুপতি। বল কি! অনন্তবাবুর বাড়ী যে এখান থেকে দু'কোশ

হবে' তত-দুর থেকে একটা ছোট জাতের মড়া ব'য়ে নিয়ে আসবে! ওঃ ব্যাটারা ভিট্‌কেল্‌মিতে বড় কম নয় দেখ্‌ছি। দলের গোঁড়া মুরারীটাও আছে ত?

কামদেব। ওঃ বাবা—সে নেই আবার! একেবারে সেজেগুজে বেরিয়েছে। সুনীতি ঘোষও দেখলুম Cycle (সাইকল) নিয়ে হাজির!

পশুপতি। য়্যাঁ! সুনীতি? সেটাও ওদলে মিশেছে! এঃ-ছিঃ-ছিঃ কায়েস্থের ছেলে মড়া বইতে গেল একটা ছোট জাতের!! ছোক্‌রা বি, এস, সি, পাশ ক'রে দেখ্‌ছি একটা ষাঁড়েরনাদ হ'য়েছে!

কামদেব। খোকাবাবু, খোকাবাবু! এস' এস' গা-ঢাকা দি, ব্যাটারা গাধার ডাক্ ডাক্‌তে ডাক্‌তে দল বেঁধে এইদিকেই আস্‌ছে। এত লোক মরে, এ ব্যাটারা মরে না? যম কি এদের ভুলে গেছে? একটা শুভকার্য্যে যাত্রা ক'রে বেরুচ্ছি, তা'তেও বিঘ্ন!

পশুপতি। এসে প'ড়ল---এসে প'ড়ল।

কামদেব। এস', আমরা এইদিকে একটু আড়ালে দাঁড়াই!

(উভয়ের প্রস্থান)

হরেন, নরেন, ধীরেন, সন্তোষ ও অন্যান্য দরিদ্রব্যক্তি-গণের গহিতে গাহিতে প্রবেশ।

গীত।

আর কেন বৃথা ভ্রান্তি বিলাস সহাস্য অরুণ উদেছে।
মায়ার কনক-বাঁধন ছিঁড়িয়া চ'লে যাই প্রভু ডাকিছে॥

আয় আয় আয়,　　আয় চলে আয়,
তিলে তিলে দেখ্ দিন ব'য়ে যায় ।
হ'লে অসময়　　পাবে কি আমায়
কানে কানে কত কহি'ছে ॥
শুধু মরীচিকা—　　স্নেহের স্বপন,
কার তরে কাঁদি হে দীন শরণ,
লও কোলে তুলি　　লও প্রিয়তম,
পতিত তোমারে চাহি'ছে ॥

(সকলের প্রস্থান)

(পশুপতি ও কামদেবের প্রবেশ ।)

কামদেব । আপদ-শান্তি—বাঁচাগেল—এতক্ষণে দম্‌কেলে বাঁচ্‌লুম । চল-চল-খোকাবাবু একটু পা চালিয়ে চল ! আ-হা-হা ! নাম মনে হ'লে চোকে জল আসে ! কি প্রেম ! তোমাদের দুটিতে যেমন—ওহো-সেই ব্রজেন্দ্র ভাব মনে পড়ে । সার্থক আমার জনম—সার্থক আমার জীবন ! এ শুভ মিলন কি সকলে দেখ্‌তে পায় ? বাপমার পুণ্য না হ'লে এ যুগল-মিলন নয়ন-গোচর হয় না ।

পশুপতি । আচ্ছা ঠাকুর ! মৃণাল আমায় ভালবাসে ?

কামদেব । বল কি ! সেদিন ত' পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লে বাবাজীবন মৃণাল তোমার বাবার সঙ্গে ব'সে আনন্দে মুহ্যমান্ কিন্তু তোমার আগমন সংবাদে বৎসহারা গাভিনীর ন্যায় ছুটে এল কিনা ?

পশু । হাঁ৷ -তাবটে—তাবটে, সেদিন বেশ আমোদ হ'য়েছিল, বাবা অনেক রাত পর্য্যন্ত কুমীর ঘরে ছিল ।

কামদেব । চল আজ স্বহস্তে তোমাদের দুজনকে সাজাব । গোবিন্দ, গদাধর হে !　　(উভয়ের প্রস্থান)

(বোঁচা বুঁচীর প্রবেশ ও গীত।)

দ্বৈত্য-গীত।

বুঁচী। ব্যস্—ব্যস্—ব্যস্—ব্যস্।
ফের যদি তুই কইবি কথা, তোর গলায় দোব ফাঁস॥

বোঁচা। অমন কথা বলিস্ না বুঁচি, তোকে বড ভালবাসি।
আমি ম'লে তোকে কে বল, দেখ্‌বে দিবানিশি॥

বুঁচী। ঝ্যাটা মারি ঝ্যাটা মারি, ঘোল ঢালি তোর মাথায়।
ম'লেবে তুই বাঁচি আমি, পাব অনেক হেথায়॥

বোঁচা॥ বেফাঁস কথা বলিস্ কেন, রয়েছিত মুখ চেয়ে।
ঝ্যাটা মারিস্-মারিস্ লাথি, তবু বাখিস্ পায়ে॥

বুঁচী। শোন্ বলি ভাল চাসত, থাকিস্ আঁচল ধরে।
যেমন কত লোকে করে, দেখ্‌লিত কত দোব ঘুরে॥

বোঁচা। শুধু আঁচল কেন, লুটব পায়, শুধু ভালবেসো মোরে॥

উভয়ে। ভাল' হ'ল ভাল' হ'ল ভাল' হ'ল,
ঝগড়া ঝাটি সব মিটে গেল।
বোঁচা বুঁচি বলে সোহাগ রইল বারোমাস,
হাল ফ্যাসানের হ'লে পরে বইত ঘন শ্বাস॥

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মৃণালিনীর কক্ষ।

কামদেব ও পশুপতি।

পশুপতি। তুমি যাই বল ঠাকুর! মিনু যে আমায় ভাল বাসেনা, একথা আমি oath ওথ্ নিয়ে বল্‌তে পারি।

কামদেব। ছিঃ-ছিঃ—সেটা কি ভাল দেখায়? না এ—একটা কথার মত' কথা হ'ল বাবাজী! বাপ জন্মদাতা, হাজার হোক্ গুরুলোক, বাপ্ বেটায় ওত মারামারি কি ভাল কথা?

পশুপতি। আরে সে oath ওথ্ নয়, oath ওথ্—ওথ্ oath মানে শপথ!

কামদেব। তাই বল! কথাটী শুনে অবধি আমি যেমন কেমন ধারা হ'য়ে গেছলুম'

পশুপতি। তবে সত্যি কথা বল্‌তে' কি ঠাকুর, এই বাবাটার আক্কেল দেখে একএক সময় মনে হয়, যা থাকে কপালে বেশ দু'চার কথা শুনিয়ে দিই, তবে আমার মেজাজ্ খুব ঠাণ্ডা ব'লেই রক্ষে, তা না হ'লে এতদিনে একটা হাতাহাতি ব্যাপার হ'য়ে যেতো। কি ব'লব—বাবা, তাই যা চেপেচুপে থাকি।

কামদেব। আহা—সে কথা আর ব'লতে! হাজার হোক্ রক্ত-মাংসের শরীর ত বটে, তায় আবার প্রণয়ের প্রতিবেশী! এতে মরা

মানুষেরই রাগ হয়; তুমিত' বাবাজি জলজ্যান্ত জাজ্জ্বল্যমান এ প্রেমের বিভীষিকা দেখ্‌ছ!

পশুপতি। একটু বুদ্ধি শুদ্ধি নেই বাবাটার!

কামদেব। হ্যাঁ—একথা যে শুনবে সেই বলবে।

ব্যস্ততা সহকারে মৃণালিনীর প্রবেশ)

মৃণালিনী। লুকোও—লুকোও, তোমার বাবা আস্‌ছে!

কামদেব। সর্ব্বনাশ!

পশুপতি। কই?

মৃণালিনী। এলো ব'লে, শীগ্‌গীর খাটের নিচে সেঁধোও—এলো ব'লে!

কামদেব। দয়াময়! (খাটের নিচে প্রবেশ) খোকাবাবু! এলো যে!

পশুপতি। আসুক্‌গে, আমি এইখানেই থাক্‌ব।

মৃণালিনী। (চিবুক ধরিয়া) লক্ষ্মী সোণা আমার—

পশুপতি। কেবল তোমার কথায়, নইলে—

মৃণালিনী। নাও শীগ্‌গীর!

পশুপতি। আচ্ছা, আমি যদি রামরতন বোসের—

শ্যামাচরণ। (নেপথ্যে) মৃণাল—

পশুপতি। উঃ—(খাটের নিচে প্রবেশ।)

কুমুদিনী। (নেপথ্যে) তোমার পায়ে পড়ি, ও ঘরে চল!

মৃণালিনী। আমি এখনি আস্‌ছি (প্রস্থান)।

কামদেব। খোকাবাবু! এইদিকে একটু সরে এস—

পশুপতি। চুপ্‌ কর, কথা ক'য়ো না।

কামদেব। এ ছুঁড়ি আবার গেল কোথা ?

পশুপতি। যমালয়ে! আজ একধার থেকে খুন ক'রব'।

(অন্তরালে অবস্থান)

(মৃণালের প্রবেশ)

মৃণালিনী। নাও—বেরিয়ে এস' ; গাড়ীতে চড়িয়ে দিয়ে এসেছি, আর ভয় নেই।

পশুপতি। (বাহির হইয়া জামা খুলিয়া কাপড় আঁটিতে আঁটিতে) ভয়! আজ এ অপমানের শোধ নোব।

মৃণালিনী। (হাত ধরিয়া) ওকি! ও রকম ক'চ্ছ কেন ?

পশুপতি। ছেড়ে দাও মিনু, ছেড়ে দাও! অসহ্য—অপমান! আজ খুন ক'রব।

মৃণালিনী। ছিঃ—আমার কথা শুনবে না? ওঃ—এই বুঝি তোমার ভালবাসা!

পশুপতি। মিনু! উঃ—(ক্রন্দন)।

মৃণালিনী। চুপ্ কর, চুপ্ কর (মুখ মুছাইতে মুছাইতে) ছিঃ আবার কাঁদে।

পশুপতি। (ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে) এত অপমান!

মৃণালিনী। আমি ত' তোমায় কতবার—

পশুপতি। আমি আত্মহত্যা ক'রব—Arsenic আরসেনিক খাবো—

মৃণালিনী। বালাই—ষাট—(বসাইল) কালই চল আমরা চ'লে যাই। বেশ সুখে থাকব।

পশুপতি। যাবে—যাবে? সত্যি যাবে? আমার মাথায় হাত দিয়ে বল—যাবে ?

মৃণালিনী। যাব—যাব—যাব। তোমার ঠাকুর কোথায় গেল? (খাটের নিকটে গিয়া) ও ঠাকুর, বেরিয়ে এস। (হাত ধরিয়া টানিল)।

কামদেব। (কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া) কি করি! দুর্গে-দুর্গতি-নাশিনী—

মৃণালিনী। ব'স ব'স কাঁপ্‌তে হবে না। (বসাইল) তুমি ঢাল, আমি একটা গান গাই।

কামদেব। আমাকে একখানা আসন দাও। আর আসবে না ত?

মৃণালিনী। না-না, সে ভয় নেই। এতক্ষণ বাড়ী পৌঁছেছে, তুমি ব'স। (পশুর প্রতি) ছিঃ—এখনো মুখ ভার ক'রে আছ। কি ভাবছ?

পশুপতি। না—ভাবনা কিসের!

মৃণালিনী। আহা চোক দুটো ফুলে গেছে—

কামদেব। আসন কোথায় আছে বালা?

মৃণালিনী। রেখে দাও না ঠাকুর তোমার আসন, আসন কি হবে?

কামদেব। কি জান বালা! ব্রাহ্মণের সন্তান একটু আধটু নিষ্ঠাবান্ হওয়া একান্ত আবশ্যক, এই তোমার শাস্তরেই ব'লেছে "সুচীনাং-গেহে," অর্থাৎ কিনা—গৃহের মধ্যে সর্ব্বদাই শুদ্ধচিত্তে থাক্‌বে।

মৃণালিনী। আচ্ছা ঠাকুর! এটা তোমার ভণ্ডামি নয়? লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে?

কামদেব। কা চিন্তা পরাৎপরা, বালা! শাস্তরে ব'লেছে।

মৃণালিনী। রেখে দাও তোমার শাস্তর! এখন এইখানে বস'; ঢালো—খাও—আমোদ কর।

কামদেব। শাস্তরে—

মৃণালিনী। দেখ ঠাকুর! ফের্ যদি তোমার মুখে ঐ শাস্তর কথা

শুন, তাহ'লে এই চাবির তোড়া মেরে তোমার বগ কানা ক'রে দোব—তাতে তোমার ব্রহ্ম-হত্যাই হ'ক, আর গো-হত্যাই হ'ক।

পশুপতি। ঠাকুর! সময় নষ্ট কেন কর্‌ছ? ঢাল—ঢাল।

কামদেব। কোন্‌টা ভাঙ্গব'? সামুল ফৈজির—না দোযাবি সা'ব?

পশুপতি। যা হয় কর।

মৃণালিনী। সামুল ফৈজি কি?

পশুপতি। স্যামুয়েল ফিজ্‌;—ওদের অফিস থেকে এক কেস্‌ ব্র্যাণ্ডি আনিয়েছি।

মৃণালিনী। চটপট্‌ দাও, কিছু ভাল লাগ্‌ছে না। দোযাবি সা'র দোকান কোথা?

পশুপতি। ডিওযার্স; দোখারি নয়।

কামদেব। এই যে! (বোতল বাহির করণ) করুক্‌করস্থুর, গেলাস নিয়ে এস বালা।

মৃণালিনী। ঠাকুর! তোমার পাযে পড়ি, ঐ টেবিলটাতে সব আছে নিয়ে এস'; আর অমনি হারমনিয়ম্‌-বাঁধা-তবলাটা আমাকে দাও।

কামদেব। (বোতল দিযা উঠিয়া গিযা) করুক্‌রস্থরটা কোথা বালা?

মৃণালিনী। ওই খানেই আছে, তোমার করুক্‌রস্থর! মরণ আর ক। কর্ক্‌স্ক্রু্‌ হ'ল কিনা 'করুকরুস্থর'।

কামদেব। পেয়েছি (একে একে সমস্ত লইয়া আসিয়া তবলা লইয়া বাজাইতে লাগিল।)

মৃণালিনী। (বোতল খুলিয়া পশুকে দিয়া) নাও তুমি distribute ডিষ্ট্রীবিউট্‌ কর।

পশুপতি। দাও (ঢালিযা মৃণালিনীকে দিল)।

কামদেব। (অঙ্গভঙ্গি সহকারে) **কর্ত্তা তাধিন্ তা, তাতা তেরেকেটে তা, ধিন্‌তা তেটেকেটে, ধাদ্দি-ধিনা তা।**

মৃণালিনী। তুমি খাও, আর তোমার তেটে-কেটে ঠাকুরটিকে দাও; আমি গান গাই।

পশুপতি। আগে একটু খেয়ে নাও! (গেলাস দিল)।

মৃণালিনী। নানা—এখন থাক্, খাব'খন।

কামদেব। গাও—গাও—বালা, বাজাই একহাত, **তাধিন্ তা, না-তিন্-তা তেটেকেটে ধিন্-তা।**

মৃণালিনী। নাও—থাম্ (হারমনিয়ম্ বাজান)।

পশুপতি। গাও মিনু! প্রাণ ঢেলে দিয়ে একখানা গান গাও, আমি শুন্‌তে শুন্‌তে স্বর্গ-রাজ্যে চলে যাই।

কামদেব। বেশ—বেশ—'তিলক্-কামদ' বেড়ে জিনিষ; গাও।

মৃণালিনী। 'তিলক্‌কামদ'ই বটে! ঠাকুরের সুরবোধও খুব দেখ্‌ছি!

গীত।

কেন' গো ব'লনা, মুচ্‌কি হাসিয়া,
দূরেতে সরিয়া যাও।
এস কাছে এস, মোহন্-মূরতি,
বারেক দেখিতে দাও।
ঘুমঘোরে আমি মধু যামিনীতে,
হেরেছিনু তোমা স্বপনে,
চোকোচোকি পুনঃ হয়েছিল সেথা,
মুখোমুখি অতি গোপনে।

সেই দিন হ'তে জীবন যৌবন,
সকলি দিয়াছি স'পিয়া ;
হৃদয় পরতে তব ছবিখানি
যতনে রেখেছি আঁকিয়া।
কি যে যাতনা জাননা জাননা
বারেক ফিরিয়া চাও।
মরম ছি'ড়িয়া যেওনা চলিয়া
এস এস মাথা খাও।

কামদেব। আহা-হা—মধু—মধু। কেমন খোকাবাবু। গানটা কেমন ? আহা। যেমনি বাঁধুনি, তেমনি ছাঁদনি। আমরি মরি, গান শুনাব বালাই নিয়ে মরি।

মৃণালিনী। এবার আমায় এক চেলাস দাও। কেমন গানখানা— Exhilarating এক্জিলারেটিং নয় ?

পশুপতি। নিশ্চয়। কোন্ পাগু তা অস্বীকার করবে ? এখন রাত হ'ল ওঠা যাক, এস ঠাকুর। মৃণাল রবে ঠাকুর চলে গেলে কি হ'বে।

[illegible] কাল ঠিক ?

পশুপতি। নিশ্চয়।

কামদেব। বাবা। আমি যাব' ?

পশুপতি। না ঠাকুর। অত' ব্যস্ত হ'য়ো না। এসো মিনু।

(উভয়ের প্রস্থান)

কামদেব। আঃ ম'লো যা, এখন আর আমি কেউ নই বটে ! কালেতুং স্বধর্ম্ম। এই যে বেটি হারছ। এখানে ফেলে গেছে। দিই হজম ক'রে ! কেউ নেই, কৈ না। নিয়ে ফেলা যাক্ ; জয় মা—

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

——*——

কাছারি-বাটী।

——*——

শ্যামাচরণ ও বেচারাম।

বেচারাম। কি ব'লছেন আপনি? ব্যাটাবা সে পাত্রই নয়, ও ব্যাটা বেঁকে দাঁড়িয়েছে, গায়ে হাত বুললে কিছুতেই শুনবে না।

শ্যামাচরণ। শুনবে না, বল কি বেচারাম!

বেচারাম। আজ্ঞে সেই রকমই ত' দেখ্‌ছি! পাগ্‌লা সন্তোষ বামুন, সে ব্যাটাও সেদিন আমাদের খোকাবাবুকে যাচ্ছেতাই ব'লেছে। আহা খোকাবাবু আমায় যত বলে, আর তত কাঁদে।

শ্যামাচরণ। কই, আমি ত' এ কথার বিন্দুবিসর্গও শুনিনি! এতদূর! আমার ছেলের মনে কষ্ট দেওয়া!

বেচারাম। আহা, খোকাবাবু আমাদের অতি ভাল ছেলে; পাছে এ কথা শুনে আপনি রেগে যান, তাই বলেনি। আমাকে ব'লেছে বটে, কিন্তু আপনাকে শোনাতে নিষেধ ক'রেছে। খোকাবাবুর ব্রাহ্মণ-সজ্জনে অচলা ভক্তি।

শ্যামাচরণ। হুঁ—বেচারাম! আমার ছেলেকে অপমান করে? এমন দুঃসাহস!

বেচারাম। যাক্ বাবু! থেমে যান, থেমে যান। যা' হ'বার হ'য়ে গেছে, দ্বিতীয়বার যা'তে এ রকম না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখ্‌ব'। সন্তোষ বামুনের কি দোষ বলুন, যত দোষ হ'চ্ছে ঐ ব্যাটার ছেলে

মুরারীর; সেই ত' নাচাচ্ছে! তা' না হ'লে ওদের সাধ্যি কি যে এ রকম করে।

শ্যামাচরণ। আচ্ছা বেচারাম! তুমি একবার পশুকে ডেকে নিয়ে এস'।

বেচারাম। আজ্ঞে, খোকাবাবু ত বাড়ীতে নেই।

শ্যামাচরণ। কোথা গেল?

বেচারাম। তা' ত' ব'লতে পারি না! তবে শুনছিলুম, খোকাবাবু বন্ধুদের সঙ্গে কাল বাওরে পশ্চিমে গেছে।

শ্যামাচরণ। আমাকে জানালে না—চ'লে গেল! যাক্, এখন কি কায আছে—সেরে নাও। আমাকে একবার বাইরে যেতে হবে আর দেখ বেচারাম, তুমি আজ বৈকালে সুরেনের দোকান থেকে একজোড়া কাপড় এনে কুমুকে পাঠিয়ে দিও!

বেচারাম। যে আজ্ঞে। অনন্তপুর থেকে শচীনঠাকুর লিখেছে, শিবমন্দিরটির মেরামত দরকার, আজ ২৭ বৎসর মেরামত হয়নি। বর্ষাকালে এমন জল পড়ে যে, শিবলিঙ্গটি প্রায় ডুবে যায়।

শ্যামাচরণ। এ বৎসরও ঐ ভাবেই থাকুক; তহবিলে তেমন সচ্ছল টাকা কোথায়, যে শিবমন্দির মেরামত হবে? কুমুর মাকে এবার শীতে change চেঞ্জে পাঠাতে হ'বে, আহা! বেচারী বুড়' মানুষ আজ কতদিন ধ'রে অনুরোধ করছে! এটা বন্ধ ক'রে ত আর আমি মন্দিরের জন্যে টাকা পাঠাতে পারি না!

বেচারাম। তাও কি হয়! দেখুন, আগেকার কর্ত্তারা কেবল খরচ ক'রে গেছেন। হেথায় শিব-প্রতিষ্ঠা, হেথায় অন্নসত্র, সেথায় বার্ষিক বন্দোবস্ত, যার জ্বালায় প্রাণ ঝালাপালা হ'য়ে যায়!

শ্যামাচরণ। যা ব'লেছ। আর কি আছে বল!

বেচারাম। গুপ্তিনগরের হরি মিত্রের বিধবা স্ত্রী লিখেছে, যে তা'রা দু'বেলা দুমুঠো পেটভ'রে খেতে পায় না, তা'র ওপর ১৪ বৎসরের একটী মেয়ে—পয়সা অভাবে বিয়ে হয়নি; মেয়ের বিয়ের জন্যে কিছু সাহায্য, আর ৭ বৎসরের যে খাজনা বাকি প'ড়েছে সেটি দিতে পারবে না।

শ্যামাচরণ। একপয়সাও ছেড়'না, তারপর?

বেচারাম। ইনি কে, ঠিক চিন্‌তে পারছি না.—তবে লিখেছেন, সম্বন্ধে আপনার ভগ্নী; স্বামীর চাকরী নেই যদি দয়া ক'রে কিছু অর্থ সাহায্য বা একটা চাকরী দেন।

শ্যামাচরণ। ও সবই দাও—দাও—কেউ আর 'নাও' কথায় নেই।

বেচারাম এখনও পাঁচ সাতখানা আছে।

শ্যামাচরণ। চুলোয় যাক্ গে. এখন রেখে দাও। আমি উঠ্‌লুম।

(গমনোদ্যত)

বেচারাম। আপনার সঙ্গে বোধ হ'য় নরেশ্ চক্রবর্ত্তী দেখা ক'রতে আসবে! আমার নামে দু'চারটে মিথ্যে অপবাদ দিতে ব্যাটা ছাড়বে না; কিন্তু আপনি যেন সে সব কথা বিশ্বাস ক'রবেন না। আমি যা' কিছু করি, সমস্ত আপনারই জন্য। ঐযে ব্যাটা এইদিকেই আসছে, আমি একটু আড়ালে থেকে কি বলে শুনি; কিন্তু ব্যাটা যদি অযথা কতকগুলো মিথ্যে কথা আপনাকে বলে, তাহ'লে আমি বামুন ব'লে মানব' না—জুতিয়ে বার ক'রে দোবো।

(অন্তরালে গমন ও নরেশের প্রবেশ)

শ্যামাচরণ। আসুন, আসুন, প্রণাম।

নরেশ। আমি আপনার কাছে একবার এলুম।

শ্যামাচরণ। দেখুন, আপনি আমার বাবার সঙ্গে একসঙ্গে খেলা ক'রেছেন। আপনি যদি আমাকে 'আপনি' বলেন, তা'তে কি আমার লজ্জা হয় না?

নরেশ। রাজা হও বাবা, রাজা হও—তোমার ধনে-পুত্রে লক্ষী-লাভ হোক্।

শ্যামাচরণ। কি হ'য়েছে ব'লুন!

নরেশ। তোমার সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে আমায় চোর জোচ্চর ইত্যাদি ব'লে যথেষ্ট লাঞ্ছিত ক'রে, অন্যায় ভাবে আমার সম্পত্তি হরণ ক'রেছে, তা' সে নিক্, আমার তা'তে কোন ক্ষোভ নেই, গরীব বেচারী উদরান্নের জন্যে বিদেশে চাক্‌রী ক'র্‌তে এসেছে, সে যদি পাপ জেনেও পাপকার্য্য ক'রে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি করে, করুক্।

শ্যামাচরণ। সম্পত্তি হরণ কি! আমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

নরেশ। যাক্ বাবা, ও কথা থাক্। হতভাগাটা লোভের বশে ঘোরতর মহাপাপ ক'রেছে! উঃ—মৃত্তিকা হরণ!! আর আমিও ক্রোধে তা'কে অভিসম্পাৎ ক'রেছি। তুমি একবার বেচারামকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। আমি তা'কে আরও সম্পত্তি দোব।

(বেচারামের প্রবেশ)

বেচারাম। কি ঠাকুর! আমি তোমার সম্পত্তি হরণ ক'রেছি?

নরেশ। ওরে মূর্খ! রাগিস্ কেন? নে—আয়, আমার কাছে স'রে আয়। মৃত্তিকা হরণ কি ক'র্‌তে আছে? আমার একটাকা মোট সম্পত্তির মূল্য দিয়ে তোর যতখানি আবশ্যক নে। আমি তোকে সাফ্‌কওলা লিখে দোব'খন। আমার আর ক'দিন! সম্পত্তি নিয়েও

আসিনি, আর সম্পত্তি নিয়েও যাবো না। আমার একটা মেয়ে, তা' সে দু'দিন বাদেই পরের ঘরে চ'লে যাবে।

শ্যামাচরণ। বেচারাম! একি কথা! তুমি এ সব ক'রেছ?

বেচারাম। আজ্ঞে—আজ্ঞে—আমি—আমি ত'—

শ্যামাচরণ। যাও দূর হও আমার বাড়ী থেকে, এত নীচ-মন তোমার!

বেচারাম। আপনি আমায় মাপ ক'রবেন (পদধারণ)।

শ্যামাচরণ। এখনও দাঁড়িয়ে আছ?

বেচারাম। আজ্ঞে আমায়—

শ্যামাচরণ। আমি তোমার মত সাক্ষাৎ কলির কোন কথা শুনতে চাই না। এ ব্রাহ্মণ কে জান? আমার বাবার বাল্যবন্ধু—তা'র প্রতি তুমি অন্যায় অত্যাচার ক'রেছ। তোমার মুখ দেখ্‌লেও পাপ, এই দণ্ডে আমার সামনে থেকে দূর হও। তা না হ'লে—

নরেশ। বাবা শ্যামাচরণ! বেচারীর কোন দোষ নেই বাবা—কোন দোষ নেই, লোভ বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। আমি অনুরোধ করছি, ওকে কিছু ব'ল না। অনুতাপে ওর আত্মা-শুদ্ধ হবে। বেচু! তোমাকে আমি ক্রোধ-পরবশ হ'য়ে অভিসম্পাত ক'রে পর্য্যন্ত দিনরাত অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমার অন্তঃকরণ পবিত্র করেন। কিছু মনে ক'র না। আমি বুড়ো হ'য়েছি; আমার কথায় দুঃখ ক'র না। এই কথাটি ব'লব ব'লেই আমি এখানে এসেছি। শ্যাম্! আমি এখন চল্লুম্ বাবা (প্রস্থান)।

বেচারাম। (শ্যামাচরণের পদধারণে) উঃ—কি বুদ্ধি আপনার! এক কথায় জল!

শ্যামাচরণ। (পিঠ চাপড়াইয়া) বেচু! বিষয় কর্ম্মে কখন কি বুদ্ধির

ঘোড়ে টিপতে হয়, তার কি ঠিক আছে? এখন তাড়াতাড়ি একখানা লাক্‌ কওলা লিখিয়ে নাও। বেটার ধুনি গুঁড়ি সব নিবে নেবে। মিষ্টি কথার কত দাম দেখলে? **হাস্‌তে হাস্‌তে ছুরি বসাতে চাও ত কেবল মিষ্টি কথা কও!**

বেচারাম। সে কথা আবার ব'লতে! ওঃ—আমি ভাবতুম যে, আমি বড় চালাক্ চতুর! এখন দেখছি, আপনার কাছে আমি নিতান্তই শিশু।

শ্যামাচরণ। (হাস্য) আচ্ছা, আমি এখন চল্লুম।

বেচারাম। ওর মেয়েটার—কিছুতেই বাগে আন্‌তে পারছি না।

শ্যামাচরণ। সরিয়ে দাও—বামন ব্যাটাকে দুনিয়া থেকে একেবারে সরিয়ে দাও। তারপর ওর মেয়ে,—ব্যাটাকে প্রাণে মার বেচু প্রাণে মার।   (উভয়ের প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

নৃপেন, বিজয় ও শ্যামাচরণ।

নৃপেন। আচ্ছা বিজয়! শশাঙ্কটা কি পাগল হয়েছে? না বদ্‌মাইসি ক'রে আমাদের সঙ্গে এরকম ব্যবহার ক'রলে?

শ্যামাচরণ। তোমরা যাই বল, কাযটা কিন্তু ভাল হ'ল না; খেতে ব'সে উঠে পড়াটায় শশাঙ্কর বড় মনোকষ্ট হ'য়েছে!

নৃপেন। আর্ সে যে একব্যাটা ছোটলোক্‌কে আমাদের সঙ্গে বসিয়েছিল, তাতে আমাদের মান-হানী হয়নি?

শ্যামাচরণ। আহা! শশাঙ্ক শেষ জোড় হাত ক'রে তোমাদের কাছে ক্ষমা চেয়েছে! তোমার পা দু'টো জড়িয়ে ধ'রে যখন সে আলাদা জায়গা ক'রে বসালে তখন খেলেই হ'ত!

বিজয়। না—শ্যাম! তা হ'লে ঐ ছোটলোক ব্যাটা মাথায় উঠে নাচ্‌ত, তুমি বোঝ না। অবশ্য স্বীকার করি, শশাঙ্কর মনে কষ্ট দেওয়াটা ভাল কায হয়নি, কিন্তু নিজেদের আত্মসম্মান বজায় রাখ্‌তে হ'লে এ রকম করা চাই।

নৃপেন। বলত বিজয়, বলত'! ব্যাটার ছেলের কি দুঃসাহস, অম্লান বদনে আমাদের সঙ্গে খেতে ব'সে গেল! আমার এক একবার মনে হচ্ছিল যে, বেটার কাণ ধ'রে তুলে দিই! তবে পরের বাড়ী, তাই গায়ের জ্বালা গায়ে মেরে চেপে গেছি।

বিজয়। সত্যিই ত'। আজ যদি আমরা একসঙ্গে ব'সে খেতুম, তা হ'লে কাল দেখতে, যে ব্যাটার ছেলে টিকি ধ'রে কথা কইত। কুকুরকে নাই দিলেই সে মাথায় ওঠে। নৃপেন, তুমি বেশ ক'রেছ।

শ্যামাচরণ। তোমার নৃপেনের কথা ছেড়ে দাও। ও লোকটার না হয় জামা কাপড়গুলোই একটু ময়লা ছিল, আর সেদিন কুমুর বাড়ী—

নৃপেন। সে হ'ল আমোদ-প্রমোদের স্থান, আর এ হচ্ছে তোমার সামাজিক ব্যাপার।

বিজয়। অতি সত্য; নৃপেন, Right you are রাইট্ ইউ আর।

শ্যামাচরণ। আচ্ছা ভাই, আমার অন্যায় হ'য়েছে।

নৃপেন। ওহে! মুরারীর হাওয়া শ্যামের গায়ে লেগেছে। চল—চল—শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর একটা প্রেস্‌ক্রিপসন্ দেবে চল, হয়ত বা ক্ষেপে যাবে!

(সকলের প্রস্থান)

বোঁচা-বুঁচীর প্রবেশ।

গীত।

উভয়ে। বঙ্গভূমির গরীব ছেলে হওরে স্বাধীন।
ধনী থাকুক নিজের ঘরে তোমরা তাদের—
কিসের অধীন?

বোঁচা। বোঁচা বলে ধনী জনে দোতলায় বাস করে,
বুঁচী। বুঁচী বলে গরীবের বাস পাতার কুঁড়ে ঘরে
(তবু ঘুমোয় সুখে)

বোঁচা। বোঁচা বলে ধনীর আহার পোলাও-কোর্ম্মা-কারী—
বুঁচী। বুঁচী বলে—গরীব যদি জানতো জুয়াচুরি,
(আরও খেতো ভাল)

বোঁচা। বোঁচা বলে সকাল বিকাল ধনী চড়ে জুড়ি,
বুঁচী। বুঁচী বলে গরীব লোকের কেবল হাঁটা পাড়ি।
(কেন পঙ্গু হবে)

বোঁচা। বোঁচা বলে ধনীর অঙ্গ সোণা দিয়ে মোড়া,
বুঁচী। বুঁচী বলে ও অলঙ্কার (কেবল) অহঙ্কারের ঘোড়া।
(দীনের আমার বিনয় ভূষণ)

বোঁচা। বোঁচা বলে লম্বা টাইটেল ধনীর নামের গায়ে,
বুঁচী। বুঁচী বলে ল্যাজ কিনেছে ঘরের পয়সা দিয়ে।
(গরীব হেসেই মরে)

বোঁচা। বোঁচা বলে মস্ত প্রতাপ—টাকার মালিক ধনী,
বুঁচী। বুঁচী বলে তা ব'লে কে সইবে চোক রাঙানি
(গরীব পারবে না ত)

বোঁচা। বোঁচা বলে দুনিয়া টাকার, টাকার বড় মান,

বুঁচী। বুঁচী বলে দুঃখীর দুঃখে যদি করে দান।

(নইলে ভূতের বোঝা)

বোঁচা। বোঁচা বলে ধনী লোকের কাগজে নাম জাহির,

বুঁচী। বুঁচী বলে ওসব খালি পয়সা নেবার ফিকির।

(নইলে কিসের খাতির)

বোঁচা। বোঁচা বলে আমার ধনীর লম্বা চওড়া চাল,—

বুঁচী। বুঁচী বলে স্বাধীন-গরীব এবার ক'রবে তাদের থাল,

(বুঝি প্রাণে ম'ল)

বোঁচা। বোঁচা বলে বুঁচী তুমি নিন্দে কর কাকে ?

বুঁচী। বুঁচী বলে যারা গরীব নাশে সদা অহঙ্কারে থাকে

(গরীব সইবে না ত')

বোঁচা। বোঁচা বলে মতি গতি নয় সমান সবাকার

বুঁচী। বুঁচী বলে আমারও তাদের পায়ে কোটী নমস্কার

(যাঁরা মহৎ ধনী)

বোঁচা। বোঁচা বলে তবে গরীব ধনী কিসে হয় তুলনা

বুঁচী। বুঁচী বলে যবে হবে সবার **এক বিছানা**

(সেই শেষের দিনে)

বোঁচা। দেখ্ বুঁচী তুই একটা গোলমাল না বাঁধিয়ে ছাড়বি না দেখছি !

বুঁচী। সত্যি কথায় যে রাগ করবে, সে তার ঘরের ভাত বেশী করে খাবে। **এখন পাতরে পাঁচ কিল।**

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

বনাভ্যন্তর।

বেচারাম ও কামদেব।

বেচারাম। সত্যি ব'লছ ভট্চায্, নরেশের মেয়েটার সন্ধান পাওনি ?

কামদেব। রাধামাধব। একি কথা বলেন। আপনি কি আমায় অবিশ্বাস করেন ? বনমালী তুমিই সাক্ষ্য—

বেচারাম। না ঠিক্ যে অবিশ্বাস তা নয়, তবে তোমার এ স্বভাবটাও আছে কিনা।

কামদেব। ছিঃ ছিঃ, অন্য লোকের সঙ্গে প্রতারণা করি ব'লে কি আপনার সঙ্গেও ক'রবো মনে করেন, নারায়ণ—নারায়ণ।

বেচারাম। তা'হ'লে কিছু জানো না কেমন ?

কামদেব। আজ্ঞে, আপনি কি মনে করেন আমি সমস্ত জেনে শুনে আপনার কাছে গোপন কর্‌ছি। হা অদৃষ্ট। এ অপবাদও আমায় নিতে হ'ল! কমলাপতি হে।

বেচারাম। যাক্ কিছু মনে কোরনা ভট্চায্, কিছু মনে কোর না।

কামদেব। ওঃ—নিদারুণ-শেল, নিদারুণ-শেল, গোপীনাথ তুমিই সত্য, রাধাবল্লভ! মনচোরা, বাঁকা সখা!

বেচারাম। কিন্তু কোন রকমে যদি জান্‌তে পারি—

কামদেব। মুণ্ডপাত বেটার মুণ্ডপাত (স্বগত) জান্‌তে পেরেছে বোধ করি।

বেচারাম। তার আস্ত চামড়া গা থেকে ছাড়িয়ে নোব' আমি

বেচারাম। বাপের কুপুত্তুর !

কামদেব। নিশ্চয়ই নেবেন, নিশ্চয়ই নেবেন ! যে পাষণ্ড এরকম মুখের অন্ন নষ্ট করেছে—তাকে বিধিমতে শাস্তি দেবেন। (স্বগত) এই রে গেল বুঝি প্রাণ, এব্যাটা যা কাট গোঁয়ার। হরি হে—অচিন্ত !

বেচারাম। আচ্ছা ভট্‌চায্ তুমি এখন যাও।

কামদেব। যে আজ্ঞে যে আজ্ঞে, কৃষ্ণ হে করুণাসিন্ধু। আপনিও আসুন ! বেলাও অধিক উদীয়মান হ'ল, আপনি ভাবিত হবেন না, আহা ভেবে ভেবে আপনার সোণার বর্ণ কালটে হ'য়ে গেছে। ভগবানটা নেহাৎ একচোখো, এমন ভালমানুষেরও এমন মনকষ্ট দেয় ! আচ্ছা বাবা তোমার ভগবানি বুদ্ধির কত দৌড় দেখ্‌ছি, এই মুখে ফের তপ্ত-কাঞ্চনের রং ফলাব, তবে ছাড়্‌ব, নইলে আমি ব্যাটা ব্রাহ্মণ-সন্তানই নয়।

বেচারাম। ভট্‌চায্ তুমি এগোও আমি যাচ্ছি।

কামদেব। যে আজ্ঞে, হরে-মুরারে—হরে-মুরারে, (স্বগত) বেটা কি করে দেখ্‌তে হ'ল।

বেচারাম। তাইত ! এ ব্যাটা বামুনের ভাবভঙ্গি দেখে সন্দেহও হয়, ব্যাটা যে রকম চালে কথাবার্ত্তা কইলে তাতে বোধ হ'ল যেন ও সবই জানে, আচ্ছা বাবা হাল-মালুম করবই করব। এ ব্যাটারা আবার আস্‌তে এত দেরী করে কেন ? কি জ্বালাতেই পড়েছি, কোন একটা কায নির্ব্বিবাদে হ'বার যো নেই। [প্রস্থান]

(নরেশের সহিত পেঁচো ও এশোর প্রবেশ)

নরেশ। কৈ বাবা ! আমার ব্যথা কোথা ? আমার ব্যথাকে আমায় দে, ওরে তোরা জানিস্ না ব্যথা আমার সকল ব্যথা ভুলিয়েছে, কৈ—কৈ ? ওরে দেরে দে, আর দেরি করিস্‌নি, আমি ব্রাহ্মণ তোদের

পদসেবা কর্‌ব, আমরণ তোদের কেনা হ'য়ে থাক্‌ব। দে বাবা আমার ব্যথাকে আমায় দে।

এশো। তাইত ঠাকুর! এইখানে ব'সেছিল, কোথায় গেল তাত' বল্‌তে পারি না, আমরা তাকে এখানে একলাটি ব'সে থাক্‌তে দেখে তোমাকে খপর দিতে দৌড়েছিলুম্। ঠিক এইখানটায় ব'সেছিল নারে মামা?

পেঁচো! তাইত—কোথা গেল? বন-জঙ্গল কত জানোয়ার ঘুর্‌ছে—

নরেশ। কি কি আমার বাছাকে জানোয়ারে খেয়েছে? ব্যথা আমার নেই! মা—মা। বুড়োকে একা রেখে তুই কোথায় লুকুলি মা! একবার আয় মা, একবার বাবা ব'লে ডেকে—আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দে-মা! ব্যথারে, মা আমার! তুই যে কখন আমার চোকে জল আস্‌তে দিস্‌নি মা—আজ একবার এসে আমার চোকের-জল মু ছয়ে দিয়ে যা মা! ব্যথা—ব্যথা—(মূর্চ্ছা)।

পেঁচো। দেখ্‌ এশো, এ ব্যাটা বামুন সব জানে, জেনে শুনে কেমন চালাকি ক'চ্ছে দেখ্‌ছিস্, ভেবেছে এই রকম কান্নাকাটি ক'রে আমাদের মনগুলো নরমে দেবে!

এশো। তবে—না—না, বোধ হয় সত্যি সত্যিই ও জানে না।

পেঁচো। থাম্‌-থাম্, ও সব চাতুরটামি বুঝতে তোর এখন ঢের বাকি, আমি এ রকম কান্না অনেক শালার দেখেছি।

এশো। বলিস্ কিরে মামা, অবাক্ কর্‌লি যে।

পেঁচো। আলবৎ, ব্যাটা বামুন দেখেছে যে জোর জবরদস্তি ক'রে বড় সুবিধে হ'বে না, তাই চুপিচুপি মেয়েটাকে কোথায় সরিয়ে দিয়েছে। বুঝলি ব্যাটা চাষা?

এশো। না বাবা, কথাটা ঠিক্ আঁতে গিয়ে ঠেক্‌ল না।

পেঁচো। দেখ্ এশো, তোর চেয়ে আমি খুন কম ও যদি হয়, বিশটা বেশী দেখেছি। তোর বাবাটাও এই রকম একটা গণ্ডমূর্খ ছিল।

(বেচারামের প্রবেশ)

বেচারাম। কিরে? দাঁড়িয়ে রয়েছিস্ কেন? বামুনটাকে আন্‌তে পার্‌লি নি?

পেঁচো। এইত, এখানে পড়ে আছে মশাই!

বেচারাম। দূর ব্যাটারা, আমি না আস্‌তে আস্‌তে শেষ ক'রে ফেল্লি? একটা গর্ত্ত খুঁড়ে পুঁতে ফেল।

পেঁচো। ও ব্যাটা কল্লা ক'রে প'ড়ে আছে, কাকে পুঁতব' তোমার হুকুম না নিয়ে কি কিছু কর্ত্তে পারি?

বেচারাম। স্বীকার হয় নি?

এশো। আরে ম'শাই, যে রকম ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদ্‌তে সুরু করেছিল।

বেচারাম। ও মায়া-কান্নায় তুই অমনি ভুলে গেলি! দূর ব্যাটা আহাম্মোক্!

পেঁচো। যা ব'লেছ সরকার ম'শাই! এশোটা কোন কাযের নয় ব্যাটা [illegible]।

বেচারাম। নে তোল ব্যাটাকে। দড়ি ছোরা এনেছিস্?

পেঁচো। সব মজুত আছে, এই যে (কোমর হইতে বাহির করিয়া) এশো ধর্ এইগুলো, আমি ব্যাটাকে তুলি (নরেশকে তুলিয়া) ওঠ্— ব্যাটা বিট্‌লে বামুন।

নরেশ। (মূর্চ্ছা-ভঙ্গে) য়্যাঁ—কে—ব্যথা? এসেছিস্ মা!

পেঁচো। চুপ্ শালা বিট্‌লে বামনা।

নরেশ। কে, কে, কে তোমরা ? ওঃ—চিনেছি, আমি এখানে প'ড়ে আছি দেখে আমায় ঘরে নিয়ে যাবে ? না—না আমি ঘরে যাব না, সেথায় আমার ব্যথা নেই, আমি সেথায় যাব না।

বেচুরাম। (লাথি মারিয়া) ওঠ্—ভণ্ড ব্যাটা, আর ভণ্ডামি কর্‌তে হ'বে না।

নরেশ। কে,—বেচারাম এসেছ ? বেচারাম আমার একটা উপকার কর্‌বে ? ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন, আমায় এ রকম করে না মেরে একেবারে মেরে ফেল, আমার ব্যথার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি বুড়ো মানুষ, আমার প্রাণ বেরুতে বেশী দেরি হ'বে না, এই আমি গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি—জুতো-শুদ্ধ্-পাটা আমার গলায় বসিয়ে দাও।

বেচারাম। না, তাতে ত' মরণের মজা টের পাবে না, এশো! বাঁধ ব্যাটাকে (ঘড়ি দেখিয়া) এই ঘড়ি রাখ্, বারটার মধ্যে যদি স্বীকার না হয় ব্যাটাকে কুপিয়ে কুপিয়ে মারবি, এই নে ১২টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি আছে, আমি আসছি। (ঘড়ি দিয়া প্রস্থান, পেঁচো ও এশো কর্ত্তৃক নরেশকে বৃক্ষে বন্ধন।)

কামদেব। (অন্তরাল হইতে) ওরে ব্যাপ্‌রে, ব্যাটারা খুন করবে! হায়-হায়-হায়, কি করি!　　(প্রস্থান)

এশো। মামা! আর তিন মিনিট।

পেঁচো। বাগিয়ে ধর ছোরা, কি ঠাকুর ব'লবে ?

নরেশ। কি ব'লব ?

পেঁচো। তোমার মেয়ে কোথা।

নরেশ। তাত' আমি জানি না বাবা।

এশো। মামা, আর এক মিনিট।

পেঁচো। হুঁসিয়ার এশো ঠিক বাবটা বাজবে, আর ধপাং ক'রে বসাবি।

নরেশ। ওরে—মার্—মার্ আমায় একেবারে মেরে ফেল্।

এশো। আর আধ মিনিট্ মামা।

পেঁচো। বসা ছোরা। (এশো কর্ত্তৃক পায়ে ও হাতে আঘাত করণ)

নরেশ। ওঃ—(মূর্চ্ছা)।

এশো। মামা—

পেঁচো। বসা গলায়।

এশো। যাও—ঠাকুর! (গলা লক্ষ্য করিয়া ছোরা উত্তোলন)

(সহসা নরেশের প্রবেশ ও দ্রুত এশোর হস্ত ধারণ)

পেঁচো। ওরেরে শালা! (মস্তকে যষ্টির আঘাত)।

(শৈলেন, শান্তি, হরেন, নরেন ও ধীরেনের প্রবেশ ও পেঁচোকে আক্রমণ, কামদেবের প্রবেশ ও ব্যস্তসহকারে নরেশের বন্ধন মোচন)

কামদেব। হায় হায়-হায়, আমার পাপে—শুধু আমার পাপে—

(মুরারীর প্রবেশ ও উভয় হস্তে এশো ও পেঁচোকে ধারণ)

মুরারী। ব্রাহ্মণ! আজ যে আপনি কি মহা-উপকার ক'রলেন তা প্রকাশ করবার ভাষা নাই।

কামদেব। (উন্মত্ত-ভাবে) আমি—আমি—চোর, জোচ্চোর, মিথ্যাবাদী, মহাপাপী।

মুরারী। আপনার ন্যায় মহাপুরুষ অতি বিরল! যাও ভাই তোমরা নরেশ ঠাকুরকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা করগে।

(মুরারী, রমেশ, এশো, পেঁচো ও কামদেব ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

রমেশ। আমি এ দু'টোকে থানায় পৌঁছে দিয়ে আসি; আপনি অনুমতি দিন।

মুরারী। হুকুমের চাকর ওরা, ওদের অপরাধ কি রমেশ?

রমেশ। হুকুমের চাকর ব'লে একজন নিরীহকে এই রকম নৃশংস ভাবে হত্যা ক'রবে?

মুরারী। অজ্ঞ এরা রমেশ।

রমেশ। যা ভাল বোঝেন তাই করুন।

মুরারী। এ রকম অন্যায় কায আর কখনও ক'রনা। ছি!!! নরহত্যা কি ক'রতে আছে ভাই!

(পেঁচো কিয়ৎক্ষণ মুরারীকে দেখিয়া এশোর সহিত প্রস্থান করিল)

রমেশ। ও রকম পাষণ্ডদের শাস্তি দেওয়া বিশেষ আবশ্যক।

মুরারী। ছিঃ—রমেশ, তোমার উগ্রস্বভাব এখনও ত্যাগ ক'রতে পারলে না!

রমেশ। কি ব'লছেন। যারা মানুষ মারতে দ্বিধা বোধ করে না, তাদের আবার ক্ষমা!

মুরারী। রমেশ ভগবানকে ধন্যবাদ দাও, যে আজ তোমরা এই মহাত্মার দয়ায় এক নিরীহ ব্রাহ্মণের জীবন আসন্ন-মৃত্যুর কবল হ'তে রক্ষা ক'রতে সক্ষম হ'য়েছ। আর এঁর সঙ্গে এই মহাপুরুষের পদধূলি মস্তকে ধারণ ক'রে আনন্দ-চিত্তে গৃহে ফিরে যাও। সদা-সর্ব্বদা মনে রেখ রমেশ, হিংসা ও ক্রোধ অতি ভয়ানক বস্তু, সাধ্যমত তাদের দমন

করবার চেষ্টা ক'রো। দুর্য্যোধন অশেষ প্রকারে পাণ্ডবদের নির্য্যাতন করা সত্ত্বেও ক্ষমাশীল যুধিষ্ঠির চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের লাঞ্ছনা হতে সপরিবার দুর্য্যোধনকে রক্ষা করেছিলেন।

রমেশ। আসুন ঠাকুর!

কামদেব। বলতে লজ্জা হ'চ্ছে, অথচ না ব'ল্লেও নয়। বুকটার ভেতর আঁচড় পাঁচড় ক'রছে।

মুরারী। কি ব্রাহ্মণ, বলুন?

কামদেব। আমার দোষ নেবেন না, মাপ ক'রবেন।

মুরারী। ছিঃ-ছিঃ একি কথা, পদধূলি দিন, ব্রাহ্মণ আপনি—

কামদেব। আসুন আমার সঙ্গে, নরেশের মেয়েকে আমিই কুপল্লিতে লুকিয়ে রেখেছি, তারই জন্যই আজ এই ব্রাহ্মণের প্রাণ যেতে ব'সেছিল।

মুরারী। কোথায়? কোথায়? চলুন, চলুন, শীঘ্র চলুন, এস রমেশ।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সাধনালয়।

(রমেশ, শৈলেন ও শান্তি)

শৈলেন। সতীশ বাবু কি ব'লেছেন শুনেছ শান্তি?

শান্তি। সেই,মড়া-বওয়ার কথা ব'লছ। ফনাবেড়ের সতীশ বাবু

শৈলেন। হাঁ—তিনি বড়ই দুঃখিত হ'য়েছেন।

রমেশ। শুনেও সুখ, বড় লোকও তাহ'লে গরীবের দুঃখে দুঃখিত হয় তবু ভাল। মহাপ্রাণ কি না।

শৈলেন। তামাসা নয়, সত্যি!

রমেশ। তামাসা কেন? দু'কোশ রাস্তা থেকে মড়া-ব'য়ে আনলুম তাও আবার অন্ধকারে, একটা আলো পর্য্যন্ত বিশ্বাস ক'রে দিলে না।

শৈলেন। হ্যাঁ, তা বটে। ভদ্রলোক কেন যে এরকম অসদ্ব্যবহার ক'রলেন আমি এখনও বুঝতে পাচ্ছি না।

শান্তি। অসদ্ব্যবহার কিসে? মড়ি ফেলার সঙ্গে ঠিক ব্যবহারই করেছেন, তোমাকে ত টাকা দিতে স্বীকার হ'য়েছিলেন।

শৈলেন। লোকটা পাগল।

শান্তি। তবে? টাকা দিতে ত' তিনি নারাজ হননি।

রমেশ। ক্ষির' মুখুয্যের জন্যেই আমাদের এই কষ্টটা ভোগ ক'রতে হ'য়েছিল। ব্রাহ্মণ এবং মিথ্যাবাদিও হয়।

শৈলেন। আমাদের কত অধঃপতন দেখ, এই সব লোক হ'চ্ছেন সমাজের কেষ্ট বিষ্ণু।

রমেশ। উনিও আবার শ্যাম-সুন্দরের পূজারী; দেশের লোকগুলো সব কি কানা?

শান্তি। মিউনিসিপ্যালিটির কত্তারা কুকুর ঠ্যাঙান আইনের মত, এই রকম স্বার্থপর মিথ্যে নিন্দুকগুলোকে, ঠ্যাঙানর একটা আইন করলে দশ ও দেশের ভাল হয়।

শৈলেন। আচ্ছা তোরা ত' বড় নিন্দুক একজন ভদ্রলোকের মিছি মিছি বদনাম্ ক'রছ? বামুন মানুষ ছোটলোকের মড়া ছুঁয়ে কি ধর্ম্ম খোয়াবে ব'লতে চাও?

রমেশ। কথাটা মনে হ'লে হাসি পায়। রাসবিহারী যখন সন্ধ্যে বেলায় এসে মুরারী বাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রলে যে ছিরু বৈরিগীর বাড়ীটা কোথায়, মুরারী বাবু লোকটাকে চিন্‌তে না পেরে আমায নিয়ে খুঁজতে বেরুলেন। যাক্ যা হ'য়ে গেছে তার ত আর চারা নেই, ভাই তবে এটা ঠিক যে, আর কখনওএ রকম বড়লোকের বাড়ীর মড়া ফেলতে, মড়া ফেলা কেন, কোন কাযেই যাব না।

শান্তি। বুঝেছ? "কাযের সময় কাযি কায ফুরলেই পাজি"।

শৈলেন। দেখ জগতে ভালমন্দ দুই আছে, সবাই যে সমান এমনও ত নয়? তোমরা সতীশ বাবুর ব্যবহারে দুঃখ ক'রছ, কিন্তু হারু বাবুর কথা ভেবে দেখ, হারুবাবু লেখাপড়ায়, গুণে, পয়সায়, মানে যাতেই বল সকল বিষয়েই অনেকের বড়। সাহায্য আশায় যখন যে' যায় তখনই, তাকে সাহায্য করেন, খুব কম হ'লেও মাসে প্রায় হাজার টাকা দান করেন, তাও কিন্তু কত গোপনে ইনিও ত বড়লোক? শুধু বড়লোক ব'ল্লেই যথেষ্ট নয়, স্বনামধন্য পুরুষ সিংহ। কিন্তু কখন কোন রকম অহঙ্কারের চিহ্ন দেখছে কি? বিজয় ডাক্তারকে দেখছ আবার সুবোধ বাবুকেও দেখ গরীবের মা-বাপ রাত দু'টোর সময়ও বিনা পয়সায় গরীবের বাড়ী যান, বড়লোকের Call কল ছেড়ে আগে গরীবের বাড়ী যান, শুধু সুবোধ বাবু কেন, আমাদের উমাপদকে দেখ ক'জন ডাক্তারের অমন প্রাণ দেখতে পাবে, গরীবের জন্যে কি না করে! বিনা পয়সায় ওষুধ পর্য্যন্ত দেয়। এক জনের দোষে সমাজের সকলেই দোষি হতে পারেন না।

রমেশ। না বাবু তোমার সবাই ভাল—যত্ত বদমাইস আমরা।

শৈলেন। চট্‌ছ কেন।

রমেশ। কতকগুলো যা-তা ব'ল্লেত চ'লবে না, এই যে দেশ বিদেশ

থেকে গরীব ব্যাচারীরা ইট, খড়, চাল কত কি নিয়ে আসে, তাদের কার' যদি অসুখ করে তোমার আড়ৎদার মহাজনেরা তার কি কিছু একটা বন্দোবস্ত করেন ? অনেককেই পয়সা অভাবে অসময়ে গঙ্গার জলে ভাসতে হয়, যাদের দয়ায় মহাজন বাবুদের গাড়ী জুড়ি ভুঁড়ি তারা কি গরীবদের দেখেন, অথচ বাবুদের বারোয়ারিতে যাত্রা, থিয়েটার, বাইনাচ, খুব ঘটা ক'রেই হয়, এ হুজুগেই ১০০৲ টাকা সুদের জায়গায় বাপ ছেলে ঠাকুরদার কাছ থেকে রীতিমত আদায় ক'রে নিয়ে যায়। এগুলি কি ? দেশের কোন দরিদ্র-ভাণ্ডারের জন্য একসের চাল চাইলে বাপ-মার নাম শুনিয়ে দেয়। এমন কি মারতে আসেন।

শৈলেন। আবার কেউ কেউ বস্তা বস্তা দেন সেটাও বল।

রমেশ। একজনও ত দেশের কুকুরের মত দূর দূর করেন।

(বোঁচা বুঁচীর প্রবেশ)

উভয়ে। হরিনাম সার করলে, যাদ পেয়েছ ফুল ও পাতার জনম,—

হরিনাম—

একটু একটু আফিং খাওরে মন,

ত্রিসন্ধ্যে খাও গাঁজা (গাঁজারে) খাও গাঁজা,

যদি মদের পয়সা জোটে তবে নাইক এমন মজা রে

নাইক এমন মজা

হরিনাম—

সেরি শ্যাম্পেন ক্ল্যারেট রে ভাই মদের ছড়াছড়ি

চেকে মরা ভাল যদি হও সর্ব্বস্বান্ত রে হও সর্ব্বস্বান্ত

হরিনাম—
পরহিতে হাত দিওনা মন পাবে মহাদুঃখ্
পরের মন্দ সদাই কর নাইক এমন সুখ রে নাইক এমন সুখ,
হরিনাম—
তুলসী গাছে জল দিওনা মন অধোগতি হবে
নটে শাকে জল দাও বড় হলে কেটে কেটে খাবে রে
কেটে কেটে খাবে
হরিনাম—
শোর খাও গরু খাও মন তাতে ক্ষতি নাই
রেতে ভজ যিশুখৃষ্ট দিনে গৌর নীতাই রে দিলে গৌর নিতাই
হরিনাম—
আর ইংরাজি কেউ পড়না রে মন হবে খৃষ্টান
কেবল মিথ্যা সাক্ষি দাওরে মন কর গঙ্গাস্নান রে কর গঙ্গাস্নান
হরিনাম—
আর তেলা মাথায় তেল ঢাল মন গরীবকে ধর চেপে
জ্ঞানান্ধ-গোস্বামী কয় তোর উঠবে কপাল কেঁপে রে
উঠবে কপাল কেঁপে ॥
হরিনাম—

(জ্ঞানান্ধ গোস্বামী)

বোঁচা। জয় হ'ক্ বাবা—

রমেশ। এই নাও বাবাজী, মাঝে মাঝে (পয়সা দিল) এস'।

বোঁচা। রাধারাণী মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। (উভয়ের প্রস্থান)

(সরোদনে বেগে পার্ব্বতীর প্রবেশ)।

পার্ব্বতী। দাদা! আমায় বাঁচাও তোমার পায়ে পড়ি!

রমেশ। কিরে, কি হ'য়েছে পার্ব্বতী? হাঁপাচ্ছিস্ কেন, কি হ'য়েছে?

পার্ব্বতী। দাদা তোমার দু'টী পায়ে পড়ি, আমার গলাটা টিপে মেরে ফেল, সব আপদ চুকে যাক্।

রমেশ। কি হ'য়েছে বল্‌না?

পার্ব্বতী। আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, সে লজ্জার কথা কি আর ব'ল্‌বো?

(মুরারীর প্রবেশ)

মুরারী। কি হয়েছে তোমার, অমন কচ্ছ কেন?

পার্ব্বতী। বাবু কি আর ব'ল্‌বো—সে কথা কি আর ব'ল্‌বো! আমি এখনও কেন বেঁচে আছি! আমার মরণ হয় না কেন? আমার মাথায় এখনও বাজ পড়েনা কেন? আমার সর্ব্বনাশ ক'রতে সকলে একজোট হ'য়েছে।

মুরারী। তুমি আমাদের শ্রীধরের মেয়ে নয়?

পার্ব্বতী। হঁা, বাবু। আমার বাপ মা কেউ নেই, শ্বশুর বাড়ীরও কেউ নেই, অভাগীকে কে রক্ষে ক'রবে বাবু? গরীব ব'লে কেউ আমার কথায় কান দেয় না। আমার দুঃখের কথা যাকে ব'লতে যাই, সেই শুনে হেসে উড়িয়ে দেয়, আবার কত' অকথা কুকথা বলে!

মুরারী। তোমরা শ্যামাচরণ বোসের প্রজা নয়?

পার্ব্বতী। হাঁ-বাবু, আমরা তাঁরই প্রজা, প্রজা হ'য়েই সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। আমার কি হবে বাবু? গরীবের কথা কে শুনবে বাবু?

মুরারী। শ্যামাচরণ বাবুকে তোমার দুঃখের কথা ব'লেছ?

পার্ব্বতী। সেইত' আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ঘুরছে। তবে

গোপাল বস্তি, নৃপেন বাবু, বিজয় ডাক্তার আমাদের পাড়ায় যত মুরুব্বি বড়লোক আছে তাদের সকলকেই ব'লেছি। তাদের পা জড়িয়ে ধ'রে কত কেঁদেছি কিন্তু কেউ আমার কথায় কান দেয় না। কুকুর বেড়ালের মত দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়। আর কত' কিযে—

মুরারী। বটে, এতদূর! তুমি এখন কি ক'রবে?

পার্ব্বতী। কি আব ক'রবো বাবু, গরীব বলে' ও আর ধর্ম্ম খোয়াতে পারবো না, হয় বিষ খাব—নয় গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে সকল জ্বালা জুড়ুবো। সব আপদ মিটে যাবে।

মুরারী। তোমার প্রতিবেশীদের এসব কথা জানিয়েছ?

পার্ব্বতী। কাউকে জানাতে বাকি রাখিনি ব'বু, কাউকে জানাতে বাকি রাখিনি, য'কে পেয়েছি তারই দু'টো পা জড়িয়ে ধরে সব বলেছি। তা তারা কি করবে বলুন? সকলেই ছেলেপুলে নিয়ে ঘরকন্না করে, দিন আনে দিন খায়। ছিদেম ক'লুকে বল্লুম, সে বল্লে "কি ক'রবো উপায় নেই—আমার বাড়ীটি বাবুর কাছে বাঁধা আছে"—পিতমে তাঁতিকে বল্লুম, সে বল্লে—"জমিদারের কথার কথা ক'য়ে কে সর্ব্বস্বান্ত হ'বে ব'ল, ক'র ঘাড়ে দশটা মাথা"। বাবুদের সরকার বেচারাম বাবুকে বল্লুম, তাতে সে শুনে হাঁসতে হাঁসতে বল্লে—"বেশত' বাবু যা বলে করনা! খুব সুখে থাকবি। কেন এরকম বাড়ী খেটে মরিস, জমীদারের কথা শুনলে তোর ভাল হবে, পড়ে পেলে ছাড়িস্ নি।" আমার কেউ নেই ব'লে যার যা ইচ্ছে, সে তাই বলছে!

মুরারী। আচ্ছা তোমার কোন ভয় নেই—তুমি নিশ্চিন্ত হও।

পার্ব্বতী। নিশ্চিন্দি কি ক'রে হব বাবু? বেচারাম সরকার, যে আমায় জোর করে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে পেঁচো ডোম, এশো কাওরাকে আমাদের বাড়ী যখন তখন পাঠাচ্ছে, নিজেও কতবার আসছে, কোন

গতিকে আমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, ধর্‌তে পারে আর রক্ষে রাখবে না—আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বেই—আমি কি করে নিশ্চিন্দি হ'ব বাবু?

মুরারী। আচ্ছা এক কায কর; তুমি আমাদের বাড়ীতেই থাক। শৈলেন একে মার কাছে নিয়ে যাও; মাকে আমার বোল' যে তার মুরারী একটী বোন্ কুড়িয়ে পেয়ে তাঁর কাছে পাঠিয়েছে, আমি এখন চল্লুম্, একবার শ্যামাচরণ বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রবো। বাড়ীর ভেতর যাও বোন্।

(মুরারীর প্রস্থান।)

শান্তি। ওঃ—আমরা গরীব বলে মা বোনের উপর অত্যাচার দেখেও কিছু ব'লতে পাব না!

(সকলের প্রস্থান, সন্তোষের প্রবেশ ও গীত।)

অর্থ হীন হ'যে যখন এসেছ ধরায়।
কেবা তুমি তাব নাহি পরিচয়॥
নাইক' তোমাব মটর গাড়ী, নাইক তোমার পাকা বাড়ী।
নাইক তোমার শাল দোশালা নেয়াপাতি মস্ত ভুঁড়ি,
আঁস্তাকুড়ের কুকুর তুমি পড়ে থাক' কোন খানায়॥
কোথাকার কে তুমি বাবু চেনে তোমায় কোন জনায়,
হটাৎ উঠে মাঝখানেতে চেঁচিয়ে কেঁদে মর্‌ছ মিছে,
এ বাজারে ও বুজ্‌রুকি চলবার নয় ভাই চলবার নয়॥

(প্রস্থান।)

সপ্তম দৃশ্য।

পথ।

পেঁচো ও এশো।

পেঁচো। তাইত রে এশো, ছুঁড়িটা গেল কোথা ?

এশো। শালী যেন আমাদের সঙ্গে ভেল্কিবাজী খেল্‌ছে।

পেঁচো। আর'ত পারি না বাবা ! খাওয়া নেই, নাওয়া নেই—কেবল ওৎ মেরে ব'সে আছি শীকার আর আসে না।

এশো। ওঃ—সেদিন বেটী ভাবী পালিয়েছে, ধ'র্‌তে ধ'র্‌তে ফ'স্‌কে গেছে। খপ্ ক'রে দীনে ছুতরের বাড়ী ঢুকে প'ড়ে, খিড়্‌কি দিয়ে পালালো ; কিন্তু দীনে ব্যাটা বেশ টের পেয়েছে। সরকার মশাই আচ্ছা ক'রে মজাটা দেখিয়েছে, থামে কড়কড়ে ক'রে না বেঁধে, একেবারে গুণে পঞ্চাশটা ঘা লাগরা।

পেঁচো। কিন্তু যাই বল্‌, দীনে ছুতরের কোন দোষ ছিল না। তাকে মারাটা ধর্ম্মের কায হয়নি।

এশো। থাম্‌, থাম্‌ অত বকিস্‌নি। তুই যে একবারে ধর্ম্ম পুত্তুর হ'য়ে প'ড়্‌লি দেখ্‌ছি। সে ব্যাটা ধ'রতে পার্‌লে না ?

পেঁচো। আরে বুড়ো মানুষটা তাই ব'লছিলুম্।

এশো। থাম্—বাবু থাম্—ও তোর ধর্ম্মকথা শিকেয় তুলে রাখ্‌গে যা। একদিন থিতিয়ে জিরিয়ে ব'সে ব'সে শুনবো। তুই হলি কিরে ?

পেঁচো। এই সেদিন চিন্তে ছেলি, লটবহ বহুম, খাজ্‌নার টাকা পাই পয়সা চুকিয়ে দিয়ে গেল। তবু আবার তাদের উপর জুলুম ক'রে সরকার মশাই খাজ্‌না আদায় ক'রে নিলে, এগুলো কি—

এশো। দেখ্ মামা তোর দেখ্‌ছি আর বেশী দিন নয়, কে তোর মাথা বেগ্‌ড়ালে বলদিকি ? ক'দিন পরে কেবলই ধর্ম্ম ধর্ম্ম কচ্ছিস্! না দেখ্‌ছি তোর উপর যোম্‌রাজার নজর ঠিক পড়েছে। ওরে শোন্ শোন্ এই বেলা সময় থাক্‌তে থাক্‌তে গঙ্গার পারে আটচালা বেঁধে মালা ঠক্ ঠক্ কর্‌গে যা। ডোমের ছেলে তো। এত ধর্ম্ম যখন হ'য়েছে। তখন তুই একটা ব'য়ে ছাপা ঠাকুর ঠিক্ হ'বি।

পেঁচো। সরকার মশাই আস্‌ছে রে—সরকার মশাই আস্‌ছে।

(বেচারামের প্রবেশ।)

বেচারাম। কিরে কি হ'ল, এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস্ যে ?

পেঁচো। আজ্ঞে বাবু কিছুতে ধর্‌তে পার্‌লি নি।

বেচারাম। তো ব্যাটাদের কর্ম্ম নয়। ব্যাটাদের হুঁদো হুঁদো চেহারা কোন কাযের নয়। একটা ছুড়্‌কে ছুঁড়িকে ধ'র্‌তে এতদিন কেটে গেল।

এশো। আজ্ঞে বাবু তুমি রাগ কচ্ছ কেন ? আমরা কি চেষ্টার কসুর কর্‌ছি গা!

বেচারাম। তো ব্যাটাদের কোন পুরুষে পার্‌বিনি।

এশো। কত মেয়েকে চ্যাংদোলা করে ধরে এনে কাঁচারী বাড়ীতে হাজির করেছি। আর এটাকে পার্‌বো না, বল কি সরকার মশায়! তুমি অবাক্ কল্লে যে।

বেচারাম। তবে এটাকে ধর্‌তে পার্‌লিনি কেন ?

এশো। শালী যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কি ক'রব বল ?

বেচারাম। দু'দিনের মধ্যে যদি তাকে হাজির করতে না পারিস্ তা'হলে তোদের দূর ক'রে তাড়িয়ে দোব—আর বিশ্ বিশ্ নাগরা বুঝ্লি ব্যাটারা।

পেঁচো। তাইত সরকার মশাই তা'হলে কি হবে—যদি এর মধ্যে ধর্‌তে না পা'রি ? আমাদের বাঁচাও সরকার মশাই, তোমার পায়ে পড়ি।

এশো। হ্যাগা সরকার মশাই! আর কাউকে সে ছুঁড়ির বদলে এনে দিলে চল্‌বে না।

বেচারাম। চোপ্ ছুঁচো ব্যাটারা বাবু যা হুকুম দিয়েছে তাই কর। যেখান থেকে পারিস্ খুঁজে বার কর। নইলে একধার থেকে জুতিয়ে সোজা করবো।

পেঁচো। তা কোথায় আছে, না জানতে পারলে কি করবো বল ? এযে তোমাদের অন্যায় হুকুম সরকার মশাই।

বেচারাম। কি ব্যাটা! ছোট লোক্ তোম্ মুখের ওপর জবাব, নচ্ছার—হারামজাদ্। ব্যাটা, তো ব্যাটাদের গা'ফলিতেই এত দেরী, ছোট জাত ব্যাটা—এশো মার ব্যাটা ওকে পাঁচ জুতো, এই নে মার আমার সামনে মার, দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পুরেছি। মুখে মুখে চোপ্‌রা

এশো। এই বেলা বাবুর পায়ে ধরে মাপ চা, বাবু রেগেছে দেখ্‌ছিস্‌নি।

বেচারাম। মার ব্যাটাকে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? মার—নইলে তুইও জুতো খেয়ে মরবি।

মুরারী ও রমেশের প্রবেশ।

মুরারী। এই যে বেচারাম,—তোমার বাবু কি করছে গো।

বেচারাম। (স্বগত) আঃ মল যা কালকের ছেলে, যার যেঁটেরা পুজো হ'তে দেখলুম, নেংটা হ'য়ে পাতাড়ী বগলে ক'রে যাকে পাঠশালে যেতে দেখেছি। সে আমায় বলে কিনা "বেচারাম" ব্যাটার ছেলের আস্পর্দ্ধাত' কম নয়। উৎসন্নয় যাক।

মুরারী। কি হে কথাটা কানে যাচ্ছে না? তোমার বাবু কি করছে?

বেচারাম। এই যে মুরারী! কি ব'লছ?

মুরারী। তবু ভাল—তুমি কি এতক্ষণ এখানে ছিলে না?

বেচারাম। ছোট লো'ক ব্যাটারা দূরহ—এখান থেকে; নচ্ছার ব্যাটাদের জ্বালায় জ্বলে মলুম, কোন কাযের নয়—দূর হ ব্যাটারা আমার সামনে থেকে। দূর হ এখনই দূর হ।

এশো। তা হ'লে জুতো'টা বন্ধ হলো ত বাবু?

মুরারী। কেন কি হয়েছে? জুতো কেন? কার উপর জুতোর হুকুমটা হ'য়েছিল শুনতে পাই কি।

বেচারাম।—আর কেন বল! যা ব্যাটারা? আমার একদণ্ড শান্তি নেই। নইলে তুমি যে কখন এসেছ, কি বলছ কিছুই জানি না। রাগে আমার ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি কাঁপ্‌ছিল। পাজি ব্যাটা ছুঁচো ব্যাটারা।

মুরারী। যাগী আর রাগী পুরুষের লক্ষণই ত তাই, যাক্—এখন জুতোর হুকুমটা কার উপর আর কেন হ'য়েছিল বলে ফেল দিকি।

বেচারাম। সে আমাদের একটা গুপ্ত বিষয়।

মুরারী। প্রকাশ্য যে কোন বিষয় নয় তা আমি অনেক আগে হ'তেই বুঝেছি। গুপ্ত বিষয় নিয়েই যে বেচারাম জন্মেছে তাও আমি খুব জানি।

বেচারাম। আচ্ছা একি রকম কথা, তুমি আমায় যখন তখন এমন করে অপমান কর কেন বলত? তুমি ছেলে মানুষ—জাননা তোমার বাপ কাকা আমায় কত মান্য ক'রত।

মুরারী। তাঁরা কি তখন জানতেন যে তুমি মানুষের চামড়ায় ঢাকা একটা অদ্ভুত জীব। তারা কি জানতেন যে তুমি দু' এক পয়সার লোভে পরস্ত্রীর উপর অত্যাচার করতে দ্বিধা বোধ কর না! এমন কি নিজের—না থাক্। তোমায় বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। এখন আমি তোমার সেই অশেষ গুণধর মহাত্মা প্রভুকে যা বলতে যাচ্ছিলাম শোন, শ্রীধরের বিধবা মেয়েটী উপস্থিত তোমাদের ভয়ে এই মুরারী মোহন দত্তের বাড়ীতে আছে। সাহস থাকে বুকে বল থাকে, ধরে আনতে লোক পাঠাতে ব'লো।

বেচারাম। এঃ ছি-ছি ছি; তুমি কি বলছ, একজন ভদ্রলোকের নামে, এরকম বদনাম দেওয়াটা ভাল নয়।

মুরারী। বটেইত' চেপে যাওনা সরকারের পো। আর বেশী বাড়ছ কেন? তোমার বাবু যে কত বড় ভদ্রলোক সেটা কি আমার জানা নেই, তোমার বাবুকে ব'ল তার চলাকি আর বেশী দিন চলবে না।

বেচারাম। মিছি মিছি একি অপবাদ?

মুরারী। মিছি মিছি নয় গো; মিছি মিছি নয়। খুব সত্যি সত্যি তোমার মতন গুণনিধি যার বাহন সে জন্তুটী যে কত ভয়ানক তাকি আর কারও জানতে বাকি আছে?

বেচারাম। তুমি আমাকে যা ইচ্ছে বলছ বল কিন্তু বাবুর আমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে—

মুরারী। কলঙ্ক কালিমা লেপনে বড় ব্যথা লাগে, এই কথা

বলবেত ? কি ক'রব বল, সত্যি কথা বলা অভ্যাসটা ছেলে বেলা থেকে করে ফেলেছি। তোমাদের মতন ত মোসাহেবি ক'রতে পা চাট্‌তে শিখিনি বাবু, কি ক'রবো বল ?

রমেশ। হাঁরে পেঁচো, এশো তোদের জুতোর হুকুম হয়েছিল কেন বল্‌ত ?

পেঁচো। আজ্ঞে সে কথা অন্য কথা। কি আর তোমাকে ব'ল্‌বো বল মশাই!

মুরারী। কিছু বলতে হবে না আমরা আড়াল থেকে সব শুনেছি।

রমেশ। আঃ সরকার মশা'য় দাঁড়াও দাঁড়াও যা'বেই ত গো।

মুরারী। তোমরা চাকরীর খাতিরে এক দুঃখিনী রমনীর উপর অত্যাচার করতে যাচ্ছ!! কিন্তু ভেবে দেখ দেখি সে মেয়েটী যদি তোমাদেরই বোন তোমাদেই মেয়ে হ'ত, তা' হ'লে কি ক'রতে ?

পেঁচো। বাবু পেটের দায়ে চাকরি করা কি ক'র্‌বো বল ?

মুরারী। কি আশ্চর্য্য! জুতো খেয়ে অন্যায় কায ক'রে খোরাক জোগাড় ক'রতে হ'বে ? তোমাদের কি দেহে শক্তি নাই ? এরকম গোলামী না ক'রে চাষ বাস করতে পার না ?

বেচারাম। (স্বগত) ব্যাটার ছেলে এখনও যে জুতোটা দেয় না, কি আপদ। এই বে বাদলো বুঝি গোলমাল।

মুরারী। যেথায় তোমাদের ভাই বন্ধুরা আছে, সেথায় গিয়ে নিজের মাতৃভূমিতে থেকে চাষ বাস করগে যাও—দেখবে দাসত্বের চেয়ে তাতে কত আনন্দ পাবে।

পেঁচো। ঠিক বলেছ হুজুর, আমরা তাই ক'রবো। তুমি আজ আমাদের বড় উপকার ক'রলে। কিরে এশো ভাবছিস্ কি ? হুজুর যা বল্লে, শুন্‌লি ত ? দুটো টাকার জন্যে ধর্ম্ম খোয়াবী ? ধর্ম্ম পথে

থেকে যদি একবেলা শাক ভাত খেতে পাই সেও ভাল, তবু অমন অধর্ম্ম ক'রে দু'বেলা দুধ মোণ্ডা খেতে চাইনি। কিন্তু হুজুর, চাকরির খাতিরে যে সব অধর্ম্ম করেছি, তার কি হবে হুজুর? কত গরীব দুঃখীর ঘর জালিয়ে দিয়েছি, কত নির্দ্দোষী লোকের মাথায় লাঠী মেরেছি, কত মেয়েকে তার সোয়ামীর কোল থেকে ছিনিয়ে এনেছি, তার কি হবে হুজুর? তার একটা উপায় বলে দাও।

মুরারী। কোন ভয় নেই ভাই, যখন অনুতাপ এসেছে, তখন আর তোমার কোন চিন্তা নেই! তবে আর কখনও জেনে অধর্ম্ম ক'র না।

এশো। বাবু এই নাও তোমার জুতো পায়ে দাও আর কখন কারো হাতে এমন করে জুতো দিও না। সবাই এশো ক্যাওরা পেঁচো ডোমের মত চাকর হবে না। উল্টে তোমারই মাথায় থা'কতক বসিয়ে দেবে। ছোটলোকের এই কথাটা মনে রেখ। আমি কেওরার ছেলে শোয়ার চরিয়ে খাব। তবু আর তোমার বাবুর গোলামী করবো না. বাবুকে এই কথা বলো। আর একটা কথা তোমার বাবুকে বলো, আর যেন কখন পরের মেয়ের উপর কু-নজর না দেয়, যে দিন তা শুনবো সেদিন এই এশো কেওরার লাঠি তাকে বেশ করে শিখিয়ে দিয়ে যাবে। বুঝেছ সরকার মশাই ভাল করে বুঝিয়ে বলো পুরনো মনিবটার যেন অপমান্ করতে না হয়।

মুরারী। বেচারাম বাবু, প্রথম এসে বেচারাম বলেছি বলে, মনে মনে বড়ই চটে গেছ না? যাক কিছু মনে ক'রনা, বুঝেছ বেচারাম বাবু, হাজার হোক্ আমার বাপ কাকা, তোমায় কত মান্য ক'রত।

বেচারাম। আচ্ছা আমি তোমার কি করেছি?

মুরারী। আমার কিছুই করনি. তবু দেখ তোমার পশুত্ব ঘুচিয়ে তোমাকে মানুষ ক'রতে কত চেষ্টা কচ্ছি। এতে আমাকে তোমার

ধন্যবাদ দেওয়া উচিত তা নয় তুমি কিনা আমার কথায় মনভার ক'রে কেবল ভাবছ, কিসে আমায় জব্দ করতে পার কেমন নয় কি ?

বেচারাম। (কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া) রাম-রাম-রাম, ছিঃ—ছিঃ! তোমাকে আমি কত ভালবাসি।

মুরারী। কতক্ষণে ব্যাটাকে জব্দ করতে পারি। যাক্ কথায় কথায় বেলা হ'ল। তোমার বাবু আবার হেহুচ্ছে যাও শীগ্‌গীর গিয়ে খবর দাও গে।

বেচারাম। (স্বগত) আচ্ছা বেটারছেলে দেখে নোব—আমি বেচারাম সরকার। (প্রস্থান)

এস্কে। বাবু বাবু তুমি মানুষ নও দেবতা তা না হলে জেনেশুনে আমাদের মত পাপীকে পায়ের তলায় জায়গা দিচ্ছ কেন? আমরাই তোমাকে খুন করতে যাই, আমরাই তোমার মাথায় লাঠি মেরে রক্তের ঢেউ খেলিয়ে দিয়েছি। ওঃ—কি পাপই ক'রেছি: সরকার মশায়ের কথা। তোমার মত ভাল লোকের কত ক্ষেতি করেছি। সবকথা একটা একটা করে মনে হচ্ছে আর আমার মাথা বোঁ—বোঁ করে ঘুরে যাচ্ছে। বুকখানার ভেতর আচড় পাচড় ক'রছে, জিবখানা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। চোক দুটো তোমার পানে তাকাতে না পেরে ঠিক্‌রে বেরিয়ে য'বার মতন হচ্ছে। কি করেছি, কাকে মেরেছি, আমাদের এ পাপের কি কোন উপায় আছে বাবু ?

মুরারী। তোমরা ত এমন বিশেষ কোন অন্যায় করনি ভাই, মনিবের হুকুম পালন করেছ। তখন বুঝতে পারনি তাই লোকের উপর অন্যায় ক'রেছ। রত্নাকর বলে এক দস্যু ছিল সে যে কত মানুষ মেরেছিল তার হিসাব ছিল না। কিন্তু যখন ভগবানের দয়ায় তাঁর জ্ঞান হ'ল, তখন সে মানুষ মারা ছেড়ে, ভগবান রামচন্দ্রের নাম জপ করতে

লাগল। সে এত পাপ ক'রেছিল যে রামনাম মুখে বল্‌তে না পেরে, মরা মরা বলে পরে সে মহামুনী বাল্মিকী হ'য়েছিল। তাই অনুতাপের বলে রত্নাকর বাল্মিকী হ'য়েছিল—আর তুমিত সামান্ত অপরাধে অপরাধী, তখন সেই পতিত পাবন, তাঁর দয়া হ'তে তোমাদের কোন মতে বঞ্চিত করবেন না।

এশো। বাবু তুমি আমাদের দয়া করেছ, তুমিই আমাদের ভগবান তুমি আমাদের পথ দেখিয়েছ, তুমিই আমাদের সব, আমাদের তোমার পায়ের তলায় যখন জায়গা দিয়েছ, তখন আর ছুঁড়ে ফেলে দিও না। দোহাই বাবু আমরা মুনী ঋষি হ'তে চাই না, আমরা চাই তোমার গোলামী করতে, তা হলেই আমরা সুখী হ'ব, অনেকদিন শয়তানের গোলামী করেছি আর নয়। এখন থেকে আমরা তোমার, হুকুমের চাকর।

মুরারী। ছিঃ ওকথা বল না। আমি হুকুম করবার কে? কে কার চাকর! আমরা সকলেই সেই একজনের চাকর। তবে তোমরা যখন আমার কাছে থাকতে ইচ্ছা করছ, তখন আমার তাতে আনন্দ ভিন্ন ক্ষতি নাই। বেশ এসো আমার সঙ্গে।

পেঁচো ও এশো। বাবু আজ থেকে আমরা তোমার গোলাম (পদতলে উপবেশন)

(পটক্ষেপণ)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শ্যামাচরণের বৈঠকখানা।

শ্যামাচরণ ও কুমুদিনী।

শ্যামাচরণ। কুমু, তোমার ত মেয়ে বশ করা গুণটা খুব আছে। কত জঙ্গলীকে বুলি বলিয়ে ছেড়েছ, নৃপেন আমার বন্ধুলোক, তার জন্য একটু মেহনৎ কর—খুব ইনাম পাবে। দেখ তুমি অমন মনমরা হ'য়ে থেক'না, মরণের হাত কে কবে এড়িয়েছে বল? মৃণালের সময় পূর্ণ হ'য়েছিল চলে গেছে।

কুমুদিনী। না তার জন্য আর ভেবেই বা কি হবে বল? তবে দেখ শ্যামাচরণ বাবু এটি বোঝান যত সহজ, বোঝাটা ঠিক্ তেমন নয়। তোমার ছেলের সঙ্গে বোন আমার বাড়ীর বার হ'ল; তোমার ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে এলো কিন্তু হতভাগিনী আর ফিরে এলো না, জন্মের মত চ'লে গেল। (ক্রন্দন)

শ্যামাচরণ। ছিঃ—কুমু কেঁদনা।

কুমুদিনী। কাঁদবো কেন? তবে কি জান? যেই মুখখানা মনে পড়ে অমনি বুকখানার ভেতর জ্বলে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যায়। তাই অজান্তে চোকের জল আপনা হ'তে গড়িয়ে পড়ে। বড় দুঃখ শ্যামাচরণ বাবু! উঃ—যদি রোগে মরত তাহলে এত দুঃখ হ'ত না। অপঘাতে

মরেছে, আর যে মেরেছে আমি তারই বাড়ীতে বসে তারি সঙ্গে কথা কচ্ছি। শ্যামাচরণ বাবু! তোমার কি একটু দয়া হ'ল না?

শ্যামাচরণ। এ কথা তোমাকে কে ব'ল্লে? ছিঃ—ছিঃ! আমাকে তুমি অবিশ্বাস কর? আমি কি মানুষ নয়?

কুমুদিনী। অবিশ্বাস্ করি আমার পোড়া অদৃষ্টকে। যাক এখন কি বলবে বল?

শ্যামাচর। তুমি দুঃখ ক'রনা, আমি শপথ করে ব'লছি এ বিষয় আমি ভালমন্দ কিছুই জানিনা। তুমি মুখ ভার করে আমার কাছে থেক' না।

কুমুদিনী। আমরা বেশ্যা মুখ ভার করে থাকলে আমাদের পেট চলবে কেন বল? যতই দুঃখ হোক বুকের ভেতর যতই ঝড়-ঝাপটা উঠুক আমাদের হাস্‌তেই হবে। হাসি বেচে যারা খায় তারা না হাসলে চলবে কেন? হাসি কান্না আমাদের খেলার জিনিস।

শ্যামাচরণ। নৃপেনের এ উপকার তোমার কর্ত্তেই হ'বে। কুমু আমার অনুরোধ—বেচারা মনমরা হ'য়ে আছে

কুমুদিনী। একা নৃপেন বাবু? শ্যামাচরণ বাবুর নয়?

শ্যামাচরণ। ছিঃ ছিঃ!! ও কি কথা কুমু?

কুমুদিনী। দেখ আমি তোমায় খুব চিনি, বলে "জন্ম গেল ছেলে মেয়ে আজ হল ডান" তবু ভাল ধর্ম্মে মতি হ'ক, তোমার সে বোনটি এখন কোথায়? বৃন্দাবনেই আছে? না—

শ্যামাচরণ। ওকথা তুলে আর লজ্জা দাও কেন? না বুঝে একটা অন্যায় কায ক'রে ফেলেছি। একটা কাযের কথা বল্‌ছি, আর অমনি বাঁস কথা ব'ল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে—যা হ'ক কিন্তু।

কুমুদিনী। এ মেয়েটা আবার কে? আছে কোথায়?

শ্যামাচরণ। বেচারাম কোথায় রেখেছে, আর কি সুন্দরী।

কুমুদিনী। বেচারাম! বেশ তোমার ভাগ্য, কত জন্ম মাথাকাটা তপস্যা ক'র্‌লে, তবে অমন একটা বাহন মেলে, বেচারাম নিজে যখন কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারে না, তখন আমি কি পারব?

শ্যামাচরণ। যাই বল কুমু বেচারাম একজন যোগ্য ব্যক্তি।

কুমুদিনী। সে কথা আর ব'ল্‌তে হবে কেন? আমি খুব জানি, তা না হ'লে আমাকেই বা আজ কাঁদ্‌তে হবে কেন? আমায় এখন কি ক'র্‌তে হবে বল তাই শুনি?

শ্যামাচরণ। কোন গতিকে মেয়েটাকে বশে আনা, ব্যস—তা হ'লেই হবে।

কুমুদিনী। তা হ'লেই খুশী?

শ্যামাচরণ। সে কথা আর ব'ল্‌তে, **কেনা থাক্‌বো, কেনা থাক্‌বো।**

কুমুদিনী। আচ্ছা তুমি যে এরকম ক'চ্ছ, যদি কোন একটা গোলমাল হয়, তখন সামলাবে কেমন ক'রে? ধর্ম্মের কল একদিন বাতাসে ন'ড়ে উঠ্‌বেই উঠ্‌বে। যদি পা পিছ্‌লে যায়—তখন?

শ্যামাচরণ। কুমু, তুমি এবার আমায় হাসালে, আমি না হেসে আর থাক্‌তে পার্‌ছি না, আমি জানি তোমার খুব বুদ্ধি, তা নয় দেখ্‌ছি তুমি ভারি বোকা, গোলমাল ক'র্‌বে কে? কার ঘাড়ে দশটা মাথা, যে আমার বিপক্ষে কথা কইবে? যে ব্যাটা একটু মাথা নাড়া দেবে, তাকে অমনি নাস্তা-নাবুদ ক'র্‌ব, আশে পাশে যত বড়লোক সব আমার হাতে, গোলমাল বাধাবে কে? দু'এক ব্যাটা ছোটলোক যদি গোল করে, তা সে ব্যাটাদের কথায় কাণ দেবেই বা কে?

কুমুদিনী। না তাই বল্‌ছিলুম যদি কোন রকমে—

শ্যামাচরণ। যদি তাই হয়, দু'এক ব্যাটাকে থামে বেঁধে যা কতক উত্তম মধ্যম দিলেই আপনা হ'তে বাকি সব চুপ হ'য়ে যাবে। কুমু টাকা বড় মজাদার চিজ্, টাকা বড় মজাদার চিজ্।

(বেচারামের প্রবেশ)

বেচারাম। বাবু, বাবু! বড় গোলমাল। এই যে মাঠাকৃরুণ কখন এলেন? ভাল ত'? দিদিমা ভাল আছেন, গ্যাঁদা মাসী, টগর দিদি, ক্ষির পিসি আর আর বাড়ীর সকলে ভাল আছে?

কুমুদিনী। হ্যাঁ—সবাই ভাল আছে, তুমি ভাল আছ'ত' বেচু?

শ্যামাচরণ। কি হ'য়েছে বেচারাম? হাঁপাচ্ছ কেন?

বেচারাম। ভাল আছি মা—ভাল আছি—বাবু মুরারী দত্ত—আবার—

শ্যামাচরণ। কি হ'য়েছে মুরারী দত্ত, কি হ'ল?

বেচারাম। আমাদের সর্ব্বনাশ ক'রেছে, পেঁচো আর এশোকে মন্তর দিয়ে উড়িয়ে নিয়েছে। আর শ্রীধরের মেয়েকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেছে।

শ্যামাচরণ। এঁ্যা—বল কি?

বেচারাম। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, আর মুরারী তার যা মুখে এলো তাই ব'লে আমার অপমান ক'র্‌লে তা সে করুক, আমাকেই করুক, কিন্তু বাবু, আমি সব সইতে পারি, আপনার কুৎসা কিছুতেই সইতে পারব না আপনাকেও যা না তাই ব'লে অপমান ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লে।—ওঃ—বুকে বড় ব্যথা লেগেছে বাবু বড় ব্যথা লেগেছে, দোহাই বাবু এর একটা যা হয় বিহিত করুন। ছোটমুখে বড় কথা অসহ্য অসহ্য।

শ্যামাচরণ। বটে?

বেচারাম। মধুসূদন কি নেই, এখনও দিন রাত হ'চ্ছে, চন্দ্র-সূর্য্য উঠছে।

শ্যামাচরণ। আচ্ছা, বেচারাম! তুমি শীগ্‌গীর বঙ্কিমশায়, ডাক্তার বাবু, আর নৃপেন বাবুকে আমার নাম ক'রে পাঠিয়ে দিয়ে যত শীগ্‌গীর পার নেয়ে খেয়ে এসো। এর বিহিত আমি নিশ্চয় কর্‌ব'। এত দর্প, এত তেজ্।

বেচারাম। খাওয়া দাওয়া কি ব'ল্‌ছেন বাবু, যতক্ষণ না এর প্রতিকার হয় ততক্ষণ আমি মুখে জল দোব? কালকের ছেলে সে কিনা টিকি ধ'রে কথা কয়! ওঃ—এত তেজ্ এত দেমাক্! আবার রমেশ বেটার তামাসার বহর দেখে কে। আপনাকে অপমান, বুক জ্ব'লে গেল বাবু—জ্ব'লে গেল।

শ্যামাচরণ। কে,—কার নাম ক'র্‌লে?

বেচারাম। ঐ যে ছোটলোক ব্যাটা, কাটকুড়ুনির ছেলে, আমাদের মহেশ বাবুর আফিসে কায করে। সেই পাজীর-পাঝাড়া ব্যাটা, হারাম-জাদা ব্যাটা কুঁড়ের বাস ক'রে স্বাধীন-গরীব হ'য়েছে। তোর স্বাধীন-গরীবের মাথায় জুতো।

শ্যামাচরণ। হুঁ—ব্যাপারটা গুছিয়ে তুল্‌তে হবে দেখ্‌ছি। আচ্ছা তুমি মহেশ আর দারোগাবাবুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, জন্মের শোধ তোর স্বাধীন-গরীব বার ক'র্‌ছি, যাও শীগ্‌গীর যাও।

বেচরাম। আজ্ঞে যা হয় একটা বিহিত করুন, ব্যাটাদের বড় বাড় হ'য়েছে। নারায়ণ কি নেই, এত অপমান, মান্যির মান্য হানি।

শ্যামাচরণ। নৃপেনের বোনটী কোথায়?

বেচারাম। আজ্ঞে কাঁছারী-বাড়ীতে।

শ্যামাচরণ। দরওয়ান দিয়ে এখানে পাঠিয়ে দাও।

বেচারাম। যে আজ্ঞে, এখনই দিচ্ছি। দোহাই বাবু যেন কারো কাকুতি—মিনুতিতে চেপে যাবেন না, বড় বুকে লেগেছে, ব্যাটাদের বিষ-দাঁত ভেঙ্গে দিন।

শ্যামাচরণ। নিশ্চয়ই, তোমায় যা যা বল্লুম করগে।

বেচারাম। যে আজ্ঞে। (বেচারামের প্রস্থান)

শ্যামাচরণ। কুমু এইবার তোমার পালা, মেয়েটাকে নিয়ে আজ রাত্রেই তুমি রওনা হও; তালিম ক'রে আমায় খবর দিও।

কুমুদিনী। কি একটা আবার হবে—আমি যেন—ভাল বুঝছি না।

শ্যামাচরণ। তবে আবার কি? যা ব'লছি তাই কর।

কুমুদিনী। মুরারীবাবু যদি শোনেন, তাহ'লে অনর্থ হবে।

শ্যামাচরণ। কি আশ্চর্য্য—তুমি কি বলছ কুমু—আমায় অবাক্ ক'র্‌লে যে? মুরারীর উপর এত দরদ আবার কবে থেকে হ'ল? কিছু—

কুমুদিনী। শ্যামচরণবাবু মুরারীবাবুর ওপর দরদ করে থেকে জান? যেদিন থেকে **তাঁর গুণের কথা, তাঁর স্বার্থত্যাগের কথা, তাঁর পরোপকারিতার কথা** শুনেছি—সেই দিন থেকেই সেই মহাপুরুষের পায়ে নিজের প্রাণ সঁপে দিয়েছি।

শ্যামাচরণ। বটে! তাহ'লে ত দেখছি একটা মস্ত দাঁও লাগিয়েছ ভাল ভাল;—

কুমুদিনী। শ্যামাচরণ বাবু ভগবানকে জানাও যেন দাঁওই লাগে। পিতা কন্যাকে যেমন চরণে স্থান দেন, সেই ভাবে তিনিও যেন চরণে রাখেন। শ্যামাচরণ বাবু যে দিন মৃণালের খুনের কথা কাগজে প'ড়েছি, সেই দিনই মনে ক'রেছিলুম সমস্ত বেচে মাকে নিয়ে

বদরীনারায়ণ দর্শনে যাব', কিন্তু মুরারী বাবুর সমস্ত গুণাগুণের কথা শুনে তাঁর সাধনালয়ের কথা শুনে, তাঁর শরণাপন্না হ'য়ে পূর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার আশায় বদরীকাশ্রম যাওয়া বন্ধ রেখে সেই আদর্শ পুরুষের চরণ দর্শন করতে প্রাণপণ চেষ্টা করছি জানি না কত দিনে আমার সে আশা পূর্ণ হবে। শ্যামাচরণ বাবু তুমিও মানুষ আর মুরারী বাবুও মানুষ কিন্তু দেখ কত প্রভেদ? স্বর্গ নরক তফাৎ।

শ্যামাচরণ। থাম—থাম—তাঁর প্রশংসা রেখে দাও। তোমার মুরারী কল্পতরু।

কুমুদিনী। নিশ্চয়ই কল্পতরু, একদিন তোমারও কল্পতরু হবেন

শ্যামাচরণ। এখন যা' বলি কর, কথা বাড়িও না।

কুমুদিনী। যদি না করি?

শ্যামাচরণ। মাসহারা যা দিচ্ছি বন্ধ করে দোব।

কুমুদিনী। দেখ শ্যামাচরণ। লোক বাড়িও না, মাসহারা অমনি দিচ্ছ নয়? ফের যদি ও কথা বল আমিও তোমার সমস্ত সৎগুণের কথা প্রচার ক'রে দোব।

শ্যামাচরণ। কে বিশ্বাস ক'র্‌বে?

কুমুদিনী। লোকে, যাদের বিবেচনা করবার ক্ষমতা আছে—যারা তোমার প্রসাদপ্রার্থী নয়। তারাই বিশ্বাস কর্‌বে।

শ্যামাচরণ। কুমু! তুমি আমার অনিষ্ট কর্‌বে?

কুমুদিনী। হাঁ, করব, নিশ্চয়ই করবো, করতুম না তবে তোমাদের ব্যবহারে আমায় বাধ্য কর্‌ছে। ঢের সহ্য করেছি আর ক'রব না।

শ্যামাচরণ। কেন তোমার সঙ্গে আমি কি খারাপ ব্যবহার করেছি?

কুমুদিনী। আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবার তোমার ক্ষমতা কই?

শ্যামাচরণ। কুমু, হটাৎ তুমি এমন বেগড়ালে কেন ?

কুমুদিনী। আমি তোমার কথার উত্তর দোবনা ব্যস্। এই আমার স্পষ্ট জবাব, আমি এখন আসি। (প্রস্থানোদ্যত)

শ্যামাচরণ। আমি তোমার হাতে ধরছি, আমার কথার রাগ কোর না, আমায় মার্জ্জনা কর।

কুমুদিনী। ভয় নেই শ্যামাচরণ, আমি তোমার গুপ্ত কথা ব্যক্ত ক'রবো না, তবে এটাও জেনে রেখ, আমি তোমার আর কোন কার্য্যে সাহায্য ক'রব না—ক'রব না—ক'রব না।

শ্যামাচরণ। কেন ?

কুমুদিনী। কেন কি, আমার ইচ্ছা, জন্মে অবধি যত রকম মহাপাপ মানুষে করতে পারে সব করেছি, বোধ হয় তার বেশীও অনেক করেছি, কিন্তু আর করবো না। মেয়ে মানুষ সবই এক, আমিও যে আর যে মেয়েটী আজ দুর্ব্বিপাকে প'ড়ে এক জনের আশ্রয় নিয়েছে, সেই আশ্রয় দাতার সর্ব্বনাশ করতে তোমরা ষড়যন্ত্র ক'রছ, কে যেন আমাকে ব'লছে, একায করিস্ নি। স্ত্রীলোক হয়ে স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিস্‌নি, শ্যামাচরণ বাবু তোমার পায়ে ধরছি আর আমায় অনুরোধ ক'রো না।

শ্যামাচরণ। ঠিক ?

কুমুদিনী। খুব ঠিক্, এমন ঠিক আমি জীবনে কখন বলিনি।

(দরওয়ানের সহিত কনকের প্রবেশ।)

কনক। আমায় ছেড়ে দিন, আপনার পায়ে পড়ি ছেড়ে দিন।

শ্যামাচরণ। দরোয়ান তোম যাও। (দরওয়ানের প্রস্থান)

কনক। আজ কতদিন আপনি আমাকে আট্‌কে রেখেছেন, আমার বাবা মা কত খুঁজছে, কত কাঁদছে, দোহাই আপনার আমায় ছেড়ে দিন।

শ্যামাচরণ। কোথায় যাবে? নৃপেনের কাছে ত শুনলুম, ধান-ভেনে ভাত খেতে হয়।

কনক। আমরা গরীব গতর খাটিয়ে খাই। আপনি কেন আমায় মিছিমিছি আট্‌কে রেখেছেন?

শ্যামাচরণ। তোমায় ভাল ভাল গয়না দোব, কাপড় দোব, খুব সুখে থাকবে।

কনক। কেন আমায় ওসব পাপ কথা বলছেন, আপনি আমার দাদার বন্ধু হ'য়ে ওসব কথা ব'লতে আপনার লজ্জা হচ্ছে না?

শ্যামাচরণ। থাম্ হারামজাদি, বেশী কথা কইবি ত' চাব্‌কিয়ে লাল ক'রবো, এখন' বলছি আমার কথা শোন্।

কনক। আমি আপনার সমস্ত কথা শুনব। আপনি আমায় দয়া করে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে আমার বাপের মত ভাইয়ের মত ভক্তি করব, গরীবের মেয়ে আমি, আমার ত' আর কিছু সম্বল নেই, যে আপনাকে দিয়ে সন্তুষ্ট ক'রব।

শ্যামাচরণ। ওসব বুড়োটে বুলি শুনছি না চাঁদ। বেচারাম যা বলেছে তাতে রাজী কিনা বল্?

কনক। তার চেয়ে আমায় খুন করুন, আপনার স্ত্রী হত্যার পাপ হবে না, আমার জীবনের অমূল্য-বস্তু, ভগবানের অতি যত্নের দান, যে জিনিস কেবল মাত্র তিনি এই স্ত্রী জাতিকেই দিয়'ছেন, সেই মহামূল্য বস্তু আমি আজ আপনার কথায়, কাপড়, গয়না, সুখে থাক্‌বার লোভে ত্যাগ ক'র্‌ব? এরকম সুখে থাকবার চেয়ে আমার মরণই ভাল। আপনার পায়ে পড়ছি আমাকে মেরে ফেলুন,—আমাকে ও পাপ কথা আর ব'ল্‌বেন না। যে কথা শুনলে পাপ, সে কথা বলতে আপনার ঘৃণা হ'চ্ছে না!! আমি আপনাকে বাপ ভাই বলছি আর আপনি আমাকেই

এই সমস্ত পাপ কথা বলছেন ? ছিঃ—ছিঃ আপনি কি মানুষ নন ? এক অবলা স্ত্রীলোককে জোর ক'রে নিজের বাড়ীর ে ঘর পরে রেখে তাকে যা ইচ্ছা তাই বলছেন। আপনার ি ক মা, বোন, মেয়ে নেই, তাদের উপর যদি কেউ এমন ক'রে অত্যাচার করে, তাহ'লে কি আপনার বুকখানা জ্বলে উঠবে না ? আমাকেও তাদের মধ্যে একজন মনে ক'রে আপনিই বিচারক হয়ে বিচার করুন দেখি দেখবেন আপনার বিবেক কেঁদে উঠবে ...

শ্যামাচরণ। কুমু একবার দেখনা।

কুমুদিনী। দেখব' বইকি, নিশ্চয় দেখব', শ্যামাচরণ। তুমি আমার একটা অনুরোধ রাখ—একটা ভিক্ষা দাও

(দরওয়ানের প্রবেশ)

শ্যামাচরণ। দরওযান।

দরওয়ান। হুজুর।

শ্যামাচরণ। বাঁধ এ শালিকো, লাগাও চাবুক।

দরওয়ান। যো হুকুম। (দরওয়ানের তথা করণ)

কনক। ওগো মার মার আমায় একেবারে মেরে ফেল।

কুমুদিনী। শ্যামাচরণ। তোমার পায়ে পড়ি বারণ কর, এখনও বলছি বারণ কর, নইলে অনর্থ হবে।

শ্যামাচরণ। চুপ কর, বাধা দিও না। কে কথা শুনব' না।

কুমুদিনী। শ্যামাচরণ তুমি কি মানুষ নও, ধর্ম্ম কি নেই ? বাছা মার খেয়ে পড়ে গেছে—মুখ দিয়ে ... প'ড়ছে, এখনি মারা যাবে। এখনও বারণ কর। তোমার পায়ে প'ড়ি বারণ কর।

শ্যামাচরণ। কিছুতেই নয়—অমূল্যচন্দ্র এসে বাঁচাক।

কুমুদিনী। নিশ্চয় বাঁচাবে। কার সাধ্য বাছাকে আমার মারে। জেন শ্যামাচরণ এখনও দিনরাত হয়, চন্দ্র সূর্য্য ওঠে, জোয়ার ভাটা খেলে, জন্মাবার পূর্ব্বে মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হয়। যদি ভগবান সত্য হন সতীর মর্য্যাদা যদি থাকে, তাহ'লে তোমার পাশবিক অত্যাচার হ'তে এই হতভাগিনী রমণীর সতীত্ব নিশ্চই অক্ষুণ্ণ থাকবে। (কনককে কোলের ভিতর লইয়া।) আগে আমায় মেরে ফেল, তবে এর গায়ে হাত তোল।

কনক। না মা তুমি স'রে যাও মা আমায় মারুক—মেরে ফেলুক্ তুমি স'রে যাও মা।

কুমুদিনী। আমি [illegible] [illegible] রে। শ্যামচরণ—বাছার আমার মুখখানা একবার দেখ দেখি, [illegible] নারীরত্ন সতীত্ব রাখতে নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে তোমার নিষ্ঠুর নির্য্যাতন ভোগ করছে, তার উপর অত্যাচার করতে, তার সর্ব্বনাশ ক'রতে তোমার একটুও মায়া হচ্ছেনা? তোমার এ দর্প কি চিরদিন থাকবে মনে ক'রেছ তোমার এ পশু ব্যবহারের জন্যে একদিন তোমায় বিশেষ ক'রে অনুতাপ ক'র্তে হ'বে ভেবেছ কি? বড়লোক, তুমি, পয়সার জোরে সবাইকে শাসিয়ে চোক রাঙিয়ে রাখ্‌তে পার, কিন্তু এম[illegible] একজন আছেন যিনি তোমার চোক-রাঙানিকে ভয় করবেন না। নিজের ওজনে যিনি পাপ পূণ্যের বিচার করেন তাঁর হাত কি করে এড়াবে? শ্যামাচরণ। যদি বাঁচতে চাও, নিজের মঙ্গল চাও এখনও [illegible] মাতৃসম্বোধন ক'রে মাকে আদর ক'রে ঘরে তুলে নাও [illegible] [illegible] চাও নইলে সতীর অভিসম্পাতে তোমার সব পুড়ে যাবে [illegible] [illegible]।

শ্যামাচরণ। দরওয়ান, ছোক্‌রিকো বাহার লেকর আচ্ছা তরক্‌সে পিটো।

কুমুদিনী। খবরদার ব'লছি।

দরওয়ান। আও ছোকরি (কনকের হস্তধারণ) আরে যাও হট'। (কুমুদিনীকে ধাক্কা দেওয়া)

কনক। মা মা! আমার জন্য তুমি কেন কষ্ট পাও। স'রে যাও মা স'রে যাও।

কুমুদিনী। কিছুতেই নিয়ে যেতে দোবনা। (কনককে জড়াইয়া ধরিয়া) ওগো কে কোথায় আছ ছুটে এস, তোমাদের মাকে তোমাদের মেয়েকে বাঁচাও।

শ্যামাচরণ। দোনোকো চাবুক্ লাগাও।

(প্রহার, কুমুদিনী কনককে কোলের ভিতর লইয়া নীরবে প্রহার সহ্য করিতে লাগিল, বেগে রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। চোপরাও ব্যাটা ছাতুখোর, লাথি মেরে পিলে ফাটাব। চলে আয় মা চলে আয়।

(দরওয়ানকে ধাক্কা মারিয়া কনক ও কুমুদিনীকে লইয়া রমেশের দ্রুত প্রস্থান)

শ্যামাচরণ। পাকড়াও পাকড়াও।

(সহসা পেঁচোর প্রবেশ ও দরওয়ানকে ধারণ)

পেঁচো। যাবি কোথা শালা-টিকিদাস?

দরওয়ান। কোন্ হায়? ভাগো শালা কাহে মার খাওগে।

পেঁচো। তোমরা বাবা হায়রে শালা ভোজপুরি ছাতুখোর।

দরওয়ান। শুনিয়ে হুজুর, এ শালা বদমাস্‌কো বাৎ শুনিয়ে।

শ্যামাচরণ। পিটো শালাকো জান্‌সে মার ডালো।

দরওয়ান। আও শালে। (পেঁচোকে আক্রমণ, উভয়ে ধস্তা ধস্তি পেঁচো দরওয়ানকে ফেলিয়া বুকের ওপর বসিয়া গলা ধরিল)

শ্যামাচরণ। চোবে, পাঁড়ে, গণপৎসিং জলদি আও জলদি আও শালা বদমাস ডাকুকো পাকড়াও।

বেচারাম। নচ্ছার। (পেঁচোর পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত)

পেঁচো। (ঘুরিয়া) এই যে পেয়েছি, তোমাকেই চাই। (ছুরি কাড়িয়া লওন)

শ্যামাচরণ। বাঁধ শালাকো।

(সকলে মিলিয়া বাঁধিবার উদ্যোগ ও এশোর লাঠি ঘুরাইতে-ঘুরাইতে প্রবেশ, দরওয়ানদের আক্রমণ, কিছু পরে দরওয়ানদের পলায়ন।)

(শ্যামাচরণ ও বেচারাম গমনোদ্যত।)

এশো। কি বাবু পালাচ্ছ কোথা? সরকার মশায় দাঁড়াও। মামা শালাকে ধর্‌ ছাড়িস্‌ নি।

পেঁচো। সরকার মশায় তুমি আমায় ছুরি মেরেছ নয়?

বেচারাম। আমি—আমি না। (কাঁপিতে লাগিল)

এশো। ছাড়িস্‌ নি শালাকে মামা। শালার জিব কেটে নিয়ে যাব, কি বাবু চেঁচাবে পুলিশ ডাক্‌বে? খবরদার ব'লছি চেঁচিও না, চেঁচালেই লাঠি মেরে তোমার খুলি উড়িয়ে দোব, একদিন তোমার হুকুমে কত লোকের খুলি উড়িয়েছি আজ তোমার পালা—

পেঁচো। আর এক ঘা মার সরকার মশাই?

এশো। ও ছুঁচোটাকে মেরে হাত খারাপ করিস্‌ নি বাবা, যে

পরের মা বনের ওপর নজর দেয় সে শালা কি মানুষ! চল্ সরকারের পোকে বাবুর কাছে নিয়ে যাই।

বেচারাম। বাবু—

পেঁচো। চোপ্ বেটা, ফের কথা কইবিত' আছড়িয়ে মেরে ফেলব। (শূন্যে তুলিল)

এশো। ছেড়ে দে মামা, শালাকে এ যাত্রাও ছেড়ে দে, আর কখন এমন পাপ করবো না, পাথ পানা।

পেঁচো। মনে থাকে যেন বাবু, এবার হ'লে আর বাবু ব'লে মানব না, নাকটী কেটে দিয়ে যাব', আর যে চোকে পরের বৌ ঝির দিকে তাকাও সেই চোক দু'টোও তুলে নোব। (উভয়ের প্রস্থান)

শ্যামাচরণ। উঃ কি অপমান। মলেও এ অপমান ঘুচবে না।

বেচারাম। এ শালা হেম নাপতের কায, সেই শালাই খবর দিয়েছে; শালাকে জুতিয়ে সিধে ক'রব, আমার নাম বেচারাম।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মুরারীর বহির্ব্বাটী।

মুরারী, শান্তি ও শৈলেন।

মুরারী। রমেশ কোথায় শান্তি?

শান্তি। কি জানি, ঠিক ত' বলতে পারি না, তবে একটু আগে একটা লোক তাকে চুপি চুপি কি বল্লে তারপর দু'জনে দৌড়ে চলে'

গেল, যাবার সময় ব'লে গেল যে, আমরা দু'জনে যেন আপনার সঙ্গে দেখা করি।

মুরারী। দেখ' আবার কি ক'রে আসে, এই সেদিন অফিসের বড়বাবুর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চাকরী ছেড়ে দিয়ে এসেছে।

শৈলেন। চাকরী ছেড়ে ভালই হয়েছে, দিব্বি স্বাধীন ব্যবসা কচ্ছে।

শান্তি। আর শুনেছেন?

মুরারী। কি?

শান্তি। রমেশ জুতোঝাড়া কেরাণীগিরি ছেড়ে এখন আলু পটল বেচছে ব'লে বাবুভায়ার দলেরা কত রকম ভাবে নাক সেটকাচ্ছেন।

মুরারী। তা যার যা ইচ্ছে করুকগে, ওদিকে নজর দিও না। জুতো ঝাড়ার চেয়েত' ভাল, dam ড্যাম্, fool ফুল, সোয়াইন্ swine এ সব কথাত' আর শুন্তে হয় না, ডাকলেই ইয়েস্ সার Yes Sir ব'লে নবমীর পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে সাহেবের কাছে দাঁড়াতেওত' হয় না।

শৈলেন। যা ব'লেছেন, শান্তিটা পাগল। তুই ওসব কথায় কাণ দিস্ কেন? আমরা গরীব মানুষ, আমাদের ওসব বড়লোকের কথায় কাণ দেওয়া কেন বাপু? আলু পটল বেচ্‌লে লাভ' কর্‌বে কি? জুড়ি, মটর, বংকরা থাম, পেট দেখিয়ে নিরীহ গরীব ঠকানর চেয়ে, মাথায় মোট ক'রে পেট ভরিয়ে, ছোটলোক হ'য়ে থাকা খুব ভাল—ধর্ম্মপথে যা হয়। ফাঁকি দিয়ে বড়মানুষ হওয়ার চেয়ে সাতজন্ম এইভাবে কাটান—সেও আমাদের খুব ভাল।

মুরারী। আগামী বৈশাখ মাসে রাম নবমীর দিন থেকে তোমাদের সাধনালয়ের কার্য্য আরম্ভ হ'বে, এ কথাটা যেন সকলের স্মরণ থাকে,

কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধন যাতে হয়, সে বিষয়ে সকলেই বিশেষ দৃষ্টি রাখবে।

(সন্তোষের প্রবেশ ও গীত)

এটা কি জাননা তোমরা এটা কিগো বোঝ না।
নির্ধন জন্মেছে কেবল সইতে ধনীর লাঞ্ছনা॥
ভালবেসে না হয় একবার যদি ব্যাটা ব'লে,
কষ্ট ক'রে ঘাড়ে তোমার দেয় পা'টা তুলে।
(তখন) উহু—উহু ম'লেম ব'লে চেঁচালেত' চল্‌বে না॥
ছোটলোক তুমি কুঁড়ে ঘরে বাস কর্‌তে পার,
গরীব তুমি গামছা নিয়ে নিজে হাতে বাজার কর।
(যখন) সকল ভার সইতে পার, পায়ের ভার কেন সইবে না॥

মুরারী। এখন গান থাক সন্তোষ, তুমি এক কায কর; রমেশ কোথায় গেল একবার সন্ধান নাও, তাকেই আমার বিশেষ ভয়, কখন কার সঙ্গে কি ক'রে বসে।

(রমেশ, কুমুদিনী ও কনকের প্রবেশ)

রমেশ। আমরা আবার একটী বোন্ পেয়েছি।

শান্তি। এদের আবার কি হয়েছে?

মুরারী। কে মা তোমরা? তোমাদের কি হ'য়েছে? সন্তান আমি, আমার কাছে অকপটে বল।

কুমুদিনী। বাবা! আমরা সংসারের আবর্জ্জনা, আমরা সমাজের ঘৃণ্য, আমাকে মা ব'লে লজ্জা দিও না।

মুরারী। তুমি যেই হও আর যাই হও, মায়ের অংশ ত' বটে।

রমেশ। এ রকম অত্যাচার আর কত সইব বলুন বাবু?

মুরারী। বাবু ব'লে আমার মনে দুঃখ দাও কেন রমেশ?

তোমাদের কতবার ব'লেছি, কত বুঝিয়েছি, কত অনুরোধ করেছি, যে আমায় বাবু বোলো না, তবু তোমরা আমার কথা শোন না।

রমেশ। বাবু আপনার পায়ে পড়ি আপনি দুঃখ করবেন না, আপনার মত দেবতাকে, যিনি পরের বিপদ নিজের বিপদ মনে করেন, যিনি গরীবকে গরীব ভেবে তাচ্ছিল্য করেন না, যিনি লাঠির আঘাতে মূর্চ্ছিত হয়েও দোষীকে ক্ষমা করেন, তাকে বাবু না ব'লে কাকে বাবু ব'লতে যাব বাবু? আপনার দয়ায় ত শিখেছি থামকে, মটরকে গাড়ীকে বাবু ব'লব', তবু বাবু নাম ধারী পশুগুলোকে,—যারা পরস্ত্রীর উপর অত্যাচার ক'রে, নাবালকের গচ্ছিত বিষয় অপহরণ করে, দীন দরিদ্রের উপর যখন তখন যথেচ্ছা অত্যাচার করে ঘৃণা করে তাদের আমি বাবু কিছুতেই ব'লব না, কখন না, প্রাণ থাকতে না।

মুরারী। আমিও তোমায় সেরূপ অনুরোধ করিনা—বা ক'রব না। তবে এটা নিশ্চয়ই—ধনী মাত্রেই যে অত্যাচারী এমন নয়, তাদের মধ্যেও অনেক **প্রাতঃস্মরণীয় স্বনামধন্য মহাপুরুষও আছেন, যাদের দেখলে আপনা হ'তে মাথা নুয়ে আসে, তাদের পায়ের ধুলো নিতে হাত ব্যগ্র হয়।**

শান্তি। সে সকল আদর্শ লোক্‌কে আমরাও আমাদের দেবতার মত ভক্তি করি ও ক'রব।

মুরারী। যাক্‌, এখন অত্যাচারটা কি বল?

রমেশ। ইনি আমাদের জমীদার শ্যামাচরণ বাবুর এক সময় যথেষ্ট সম্ভ্রম রক্ষা ক'রেছেন, নাম কুমুদিনী দাসী,—আর এই বালিকাটী আমাদের নৃপেন বাবুর দূর-সম্পর্কে ভগ্নী, তবে বড়ই দরিদ্রা, বাপ্‌, মা, শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী সকলেই আছেন।

মুরারী। বাড়ী কোথায় ?

রমেশ। ইনি থাকেন কলকাতায়, আর এর বাপের বাড়ী সম্বলপুর, শ্বশুর বাড়ী হরিহরপুর।

মুরারী। এখানে কেন ?

রমেশ। নৃপেন বাবু দয়া ক'রে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এসেছেন! বড় কষ্ট কিনা—তাই ভাই হ'য়ে বোনের কষ্ট দেখতে না পেরে একেবারে আমাদের দয়ার সাগর শ্যামাচরণ বাবুর কবলে দিয়েছেন।

মুরারী। এঁ্যা, নৃপেন বল কি ? তার এই কায— !

রমেশ। আজ্ঞে এই রকম শুনলুম, এবার এঁর কাছে শুনুন।

কনক। আমায় দয়া ক'রে আমার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিন।

মুরারী। ভয় কি নিশ্চয়ই পাঠাব, তাইত' এ ত বড়ই বাড়াবাড়ি হচ্ছে দেখছি, কি করি ?

শৈলেন। আপনি কেবল চেপে যাচ্ছেন বইত' নয়, আমাদের ইচ্ছা করে বেটাদের নামে ঢাক পিটে নাকে ঝামা ঘ'সে দিই।

শান্তি। দিন্ বাবু, অনুমতি দিন্।

মুরারী। এতে এই নিরপরাধিনী বালিকার কত ক্ষতি হবে জান কি শান্তি ?

রমেশ। কিসের ক্ষতি ?

শৈলেন। তাহ'লে কি ওদের সাজা হ'বে না, যা ইচ্ছে ক'রবে আর আমরা চোক বুজে দেখব ?

মুরারী। আমি এইবার শেষ একবার দেখা ক'রে, সব কথা খুলে ব'লব, দেখি কি বলে, তারপর যা হয় একটা কিছু করা যাবে, এস মা, যখন সন্তানের বাড়ীতে এসেছ তখন আমার এই ভগ্নীকে নিয়ে বাড়ীর ভিতর এসো।

কুমুদিনী। বাবা আমি ঘৃণিতা।

মুরারী। তাতে কি হ'য়েছে মা। তোমাদেরও ত' প্রাণ আছে, নইলে এই অসহায়া বালিকাকে রক্ষা ক'রতে তোমার প্রাণ কাঁদ্‌বে কেন? আভাষে আমি সবই বুঝেছি, কেন তুমি শ্যামাচরণ বাবুর বাড়ীতে এসেছিলে। চল' মা এখন বাড়ীর ভেতর চল', এসো ভাই তোমরাও সব বাড়ীর ভেতর এসো।

রমেশ। যে আজ্ঞে চ'লুন। (সকলের প্রস্থানোদ্যত)

(নির্ম্মলের বেগে প্রবেশ)

নির্ম্মল। ওগো! তোমরা ছুটে এসো গো ছুটে এসো, বাবাকে আমার মেরে ফেল্লে—

শান্তি। ঠাণ্ডা হ'য়ে বল কি হ'য়েছে?

নির্ম্মল। বাবাকে বেঁধে মারছে গো—বেঁধে মারছে, এতক্ষণ হয়ত' ম'রে গেছে, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে আমি দেখে এসেছি! ওগো আমার কি হবে, আমার বাবাকে কে বাঁচাবে—বাবা ছাড়া আর যে আমার কেউ নেই গো—

মুরারী। চুপ্ কর চুপ্ কর। রমেশ ভাইত'!

নির্ম্মল। কি ক'রে চুপ্ ক'রবো ব'লে দাওনা, তোমার পায়ে পড়ছি বাবু তুমি আমার বাবাকে বাঁচাও, বুড়ো মানুষ বেশী মার খেলে ঠিক্ ম'রে যাবে, এইবেলা বাঁচাও।

মুরারী। তোমরা এদের নিয়ে বাড়ীর ভেতর যাও, আমি নিজে যাচ্ছি।

(যাদবকে স্কন্ধে লইয়া পেঁচো ডোমের প্রবেশ)

পেঁচো। এই যে বাবু, তোমাকে আর যেতে হবে কেন? তোমার নফর সে কায হাঁসিল ক'রে এসেছে, তবে দেখ বেঁচে আছে কিনা? আমি দাঁড়াব' না বাবু, সরকার শালা জেমা দাপ্তের উপর জুলুম

ক'রছে দেখে এলুম্। কি জানি তার আবার কি সর্ব্বনাশ করে!

মুরারী। যাও ভাই সব শীগ্গীর পার যাও।

পেঁচে। তুমি আমাদের ছুঁয়ো না বাবু আমরা ছোট জাত ডোম্। খালি হুকুম কর'। দাও একটু পায়ের ধুলো দাও! (পদধূলি গ্রহণ)

মুরারী। পায়ের ধুলো কি ভাই, তোমরা আমার বুকের জিনিষ বুকে এসো। (আলিঙ্গন) হায় জাতি প্রথা—

নির্ম্মল। বাবা, বাবা! ওগো দেখনা গো বাবার আর কেন নিঃশ্বাস প'ড়ছে না।

(নেপথ্যে)। আগুন—আগুন—

পেঁচো। এই যে, ধু—ধু ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠল'—হায়-হায়-হায়।

(বেগে প্রস্থান)

রমেশ। চল' চল' সকলে চল'।

মুরারী। যাও শীগ্গীর যাও (রমেশ, শান্ত ও শৈলেনের প্রস্থান) না-না—ভয় কি? এই যে নিঃশ্বাস পড়ছে। কোন ভয় নেই। (শুশ্রূষা)

নির্ম্মল। বাবা বাঁচবে? বাবু সত্যি বল আমার বাবা বাঁচবে ত'? বাবা গো—

মুরারী। চেঁচিও না নির্ম্মল বাঁচবে বই কি, চুপ্ কর, পায়ে হাত বুলিয়ে দাও। মা তুমি একবার এইদিকে এসো মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে ব'সো ত'। (সকলে তথাকরণ) এই দেখ এবার আরও পরিষ্কার নিঃশ্বাস পড়্ছে।

নির্ম্মল। রক্ত থাম্‌ছে না যে? কি ক'রে রক্ত থাম্‌বে? বেশী রক্ত প'ড়লে বাবা কি ক'রে বাঁচবে?

মুরারী। এই যে রক্ত থামাবারও চেষ্টা ক'র্‌ছি (পরণের কাপড় ছিঁড়িয়া) একবার ধরত' বোন, কাপড়টা roll রোল ক'রে নিই

(কনক ধরিলে মুরারী রোদ করিল) হ'য়েছে। (বাঁধিতে লাগিল)

(একটী শিশু-কোলে রমেশের প্রবেশ)

রমেশ। ওঃ—কি ভয়ানক অত্যাচার! এই দেখুন কচি ছেলেটিকে পুড়িয়ে মারতে ব্যাটাদের একটুও মায়া-মমতা হ'ল না?

মুরারী। নাও ভগ্নী শিশুকে নাও ; বেশী জখম্ হ'য়েছে কি রমেশ?

রমেশ। সামান্য, তবে যে এই শিশুকে আগুনের মুখ থেকে বাঁচিয়েছে—সে বেঁচে আছে কিনা জানিনি।

মুরারী। কে সে রমেশ?

রমেশ। আশু, যে আপনার দয়ায় আজ নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে আগুণে ঝাঁপ দিয়ে এই নিরীহ বালকটিকে রক্ষা ক'রছে!

মুরারী। ধন্য ধন্য ভগবান, আজ কি আনন্দ। রমেশ! ভাই আজ কি আনন্দ! নীচ-জাত ব'লে যাদের সমাজ এত ঘৃণা করে তারাই আজ সমাজের এত উপকার সাধন ক'র্‌লে। ধন্য ধন্য ভগবান হ্যাঁ আগুন নিবেছে ত?

রমেশ। প্রায় নিবে এসেছে, ওই যে পাঁচু আর শান্তি কাদের নিয়ে আস্‌ছে।

(আশু ও ব্যাচারামকে স্কন্ধে লইয়া পাঁচু ও পশ্চাতে অর্দ্ধদগ্ধাবস্থায় শৈলেন ও পরে শান্তির প্রবেশ)

ওঃ—বেটাকে আবার কাঁধে ক'রে আন্‌তে গেলি কেন? আগুনে গুঁজে রেখে আস্‌তে পার্‌লিনি।

মুরারী। ছিঃ—রমেশ, এই কি তোমার যোগ্য কথা হ'ল?

বেচারাম। জল—জল—জলে গেলুম্। উঃ—জ—ল।

মুরারী। যাও বাড়ীর ভেতর নিয়ে যাও।

যাদব। মেরনা আর মেরনা।

নির্ম্মল। বাবা, বাবা! ওগো বাবা অমন কচ্ছে কেন?

মুরারী। যাও তোমরা নিয়ে যাও, শান্তি তুমিও ভেতরে যাও ভাই
(আশু ও বেচারামকে লইয়া পাঁচু শৈলেন ও শান্তির প্রস্থান)

যাদব। মিথ্যা ব'লবনা-না কিছুতেই ব'লব না।

মুরারী। চুপ করুন।

যাদব। মিথ্যা ব'লবনা-না কিছুতেই ব'লব না।

মুরারী। চুপ করুন।

যাদব। কেন ভয়ে? মারের ভয়ে! মার যতপার মার, আমি মিথ্যা ব'লব না।

মুরারী। আচ্ছা আপনাকে মিথ্যে ব'লতে হবে না।

যাদব। মুরারী বাবুর নামে মিথ্যে অপবাদ! না—না তাহ'বে না।

মুরারী। আচ্ছা চুপ করুন।

নির্ম্মল। বাবা কেন এমন কচ্ছ?

যাদব। আমার খুনী, বেশ করছি, কে তুই? আমি মিথ্যা বলব না। না—না, কিছুতেই বলব' না,—কখন বলব' না। মুরারী বাবু দেবতা আমাদের মা বাপ্।

মুরারী। আচ্ছা বলতে হবে না।

যাদব! কে তুমি? আমায় মারবে? মার। তবু আমি বলব না, বলব না—বলব না।

মুরারী। আমিই মুরারী।

যাদব। আপনি? (মূর্চ্ছা)

নির্ম্মল। বাবা, বাবা—

মুরারী। ও কি নির্য্যাতন! রমেশ দেখ্‌ছ কি! শীগ্‌গীর ডাক্তার নিয়ে এস।

তৃতীয় দৃশ্য।

সাধনালয়।

পার্ব্বতী ও সন্তোষ চরকায় সুতা কাটিতেছে।

সন্তোষ। তোর কত'খানি সুতো হ'য়েছে—

পার্ব্বতী। তোমায় বলব' কেন?

সন্তোষ। দূর মুখপুড়ি তুই বড় হিংসুটে।

পার্ব্বতী। পো খানেক হবে।

সন্তোষ। বলিস্ কিরে? তুই যে অবাক করলি! এই চার পাঁচ দিনে মোটে ঐ একপো সুতো হ'ল, মিথ্যে বলছিস্ নয়?

পার্ব্বতী। মিথ্যে কেন বলব দাদা?

সন্তোষ। এই আমার পা ছুঁয়ে বল দিকি (পা বাড়াইয়া দিয়া) দেখিস্ মিথ্যে বলিস্ নি, এক আমি বামুন তায় আবার তুই আমার দাদা বলিস্। নে বলনা চুপ করে রইলি কেন?

পার্ব্বতী। আমার গা হ'য়েছে, তাতে শৈলেশদাকে একখানা কাপড় বুনতে দিয়েছি।

সন্তোষ। তাই বল। নে এখন একখানা গান গা, সে গানটা শিখেছিস্ ত'?

পার্ব্বতী। দাদা গান গাইতে আমার বড় লজ্জা করে।

সন্তোষ। থাম্ থাম্ আর বুড়োপনা দেখাতে হবে না, ব্রাহ্মসমাজের গান যদি শুনিস্ তা'হলে হাঁ করে থাকবি। আমাদের এ বাংলা

দেশকে চিনতো কে? আর মালক্ষ্মীরা দিন দিন দেশোজ্জ্বল ক'রছেন, দীর্ঘজিবী হোক্। তাছাড়া কত ভদ্রলোকের মেয়েরা আজকাল হারমনিয়ম বাজিয়ে সকাল সন্ধ্যা গান গায়। তাদের কই লজ্জা হয় না, যত লজ্জা তোরই হয়, না?

পার্ব্বতী। তারা যা ইচ্ছে করুকগে, আমি পারব না।

সন্তোষ। বিয়ের কনে বাসরে গান গাইতে লজ্জা করে না, আর তুমি আঁটকুড়ি আমায় দাদা বল, তায় আবার আমিই শিখিয়েছি, শিক্ষা-গুরু বাপের মতন, তার কথায় তুমি গান গাইতে পার না! দেখ্ পার্ব্বতী তোকে বেশ ঠাণ্ডা হ'য়ে বলছি গা, নইলে এখনি গালে চড় মেরে কান ধরে গাওয়াব।

পার্ব্বতী। আমি—

সন্তোষ। লক্ষ্মী বোন আমার গাও, ওরে লক্ষ্মীভাগী মেয়েরা না গান গাইলে দেশের উন্নতি হবে কি ক'রে? আমার সঙ্গে গা। নে ধর।

(উভয়ে চরকা কাটিতে কাটিতে গীত।)

জাগ'গো জননী জাগো মা আমার,
জাগাতে এসেছি তোমারে।
আর কত কাল থাকিবে মা ভুলে,
দেখাব তনয়ে দুখারে॥
পূজিতে তোমার চরণ স্বর্গ, এনেছি আকুল জীবন অর্ঘ্য।
অঞ্জলি দিতে বেদনা কাহিনী তপ্ত অশ্রুধারে॥
তুমি মুছায়ে অশ্রু স্নেহ অঞ্চলে রাখ মা
তোমার অভয় কোলে।
দাও মা করুণা অমিয় বিন্দু
তুষিতে বারেক আদরে॥

(ব্যস্ততা সহকারে মুরারীর প্রবেশ)

মুরারী। সন্তোষ দা ! তোমাকে এখনি গৌর এর বাড়ী যেতে হ'বে। গৌরের স্ত্রীর কলেরা শুশ্রূষা করবার লোক নেই। যাবার সময় রমেশকে বলে যেও, সে পারেত' আর দু'একজনকে তোমার সঙ্গে পাঠাবে।

সন্তোষ। আচ্ছা, আমি এখনি যাচ্ছি। (প্রস্থান)

পার্ব্বতী। দাদা আপনার মাথার ঘা কেমন আছে?

মুরারী। দু'একদিনের মধ্যেই সেরে যাবে।

পার্ব্বতী। আপনার গায়েও হাত তুলেছে? ভগবান কি নেই? আপনাকে মারে কেন?

মুরারী। নিশ্চয় কোন অপরাধ করেছি, তাই দয়াময় ভগবান শাস্তি দিয়েছেন, এতে দুঃখ করবার কিছুই নেই পার্ব্বতী।

পার্ব্বতী। দাদা আপনার অপরাধ—

মুরারী। কেন আমার কি কোন অপরাধ নেই? তা যদি না থাকে তা হ'লে এরকম হ'ল কেন বোন? নিশ্চয়ই কোন অপরাধ করেছি।

(নির্ম্মলের প্রবেশ)

নির্ম্মল। দাদা একটি বাবু তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান, এই কাগজে কি সব লিখে দিয়েছেন। (কাগজ প্রদান)

মুরারী। (পাঠান্তে) উনি কোথায় নিমু?

নির্ম্মল। বৈঠকখানায় বসিয়েছি।

মুরারী। যাও এখনি এইখানে নিয়ে এস।

নির্ম্মল। এইখানে?

মুরারী। হ্যাঁ।

নির্ম্মল। আচ্ছা। (প্রস্থান)

পার্ব্বতী। কে দাদা ?

মুরারী। আমারই একজন বন্ধু একসঙ্গে কলেজে পড়েছি।

পার্ব্বতী। হাঁ দাদা কনক বাড়ীতে পৌঁছে চিঠি লিখেছে ?

মুরারী। লিখেছে।

পার্ব্বতী। ওঃ—কি অত্যাচার! এদের কি কোন সাজা হ'বে না ?

মুরারী। পাপ পুণ্যের বিচার কর্ত্তাত' আমরা নই, যার কায তিনি করবেন, আমরা কে বল ?

(নির্ম্মল ও প্রভাতের প্রবেশ পার্ব্বতীর প্রস্থান)

প্রভাত। নমস্কার মুরারী বাবু।

মুরারী। তোর ছেলেমানুষি স্বভাবটা এখনও ছাড়িস্ নি ? ব্রাহ্মণ হ'য়ে একটা শূদ্রকে নমস্কার ক'রতে তোর লজ্জা হয় না, বুন বেল্লিক, নে ব'স্।

প্রভাত। ঠিক বলেছিস্, নে আমায় প্রণাম ক'রে শীগ্‌গীর আমার পায়ের ধুলো নে।

মুরারী। এই ত' চাই (পদধুলি গ্রহণ) এই সমস্ত আচার ব্যবহার ভুলে গিয়েই ত' আজ হিন্দু সমাজের এই অধঃপতন।

প্রভাত। থাম্ বাবু থাম্ আর গোঁড়ামি করতে হ'বে না।

মুরারী। গোঁড়ামি কিসে দেখলি প্রভাত ?

প্রভাত। ও কথা এখন থাক্ পরে আলোচনা করা যাবে। (now your honour sir, her highness) নাউ ইয়োর অনার স্যার, হার হাইনেস্ আমাকে দেখে চ'লে গেল। অসময়ে রস-ভঙ্গ করে বড় বেকুবের কায করেছি, beg to be excused বেগ টু বি এক্সিউজ্‌ড্—আমায় মাপ করতে আজ্ঞা হয়।

মুরারী। নির্ম্মল তোমার দিদিকে ডাক।

নির্ম্মল। যাই (প্রস্থান)।

প্রভাত। আর দরকার নেই (brother) ব্রাদার ও (sample) স্যাম্পেল দেখেই জানা গেছে (his highness M. M. Dutt) হিজ্ হাইনেস্ এম্, এম্, দত্তর ভাগ্যলক্ষ্মী বিশেষ সুপ্রসন্ন।

মুরারী। দূর [illegible] পাগল।

(পার্ব্বতী ও নির্ম্মলের প্রবেশ।)

পার্ব্বতী। দাদা আমায় ডাকছেন ?

মুরারী [illegible] হাটা ক'রে কেন দিদি।

পার্ব্বতী। যাই।

প্রভাত। এঃ—ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—

মুরারী। কেমন হয়েছে ?

প্রভাত। খুব হ'য়েছে, তার ঠকান্ ঠকেছি। আজ পর্য্যন্ত কি ও রসে বঞ্চিত ? [illegible] বোন আছে একথা ত' কখনও শুনিনি।

মুরারী। তখন [illegible] নম্‌নি। ওটি আমার কুড়োন বোন, পথের মাঝে কুড়িয়ে পেয়েছি।

প্রভাত। যাক বেশ হয়েছে, এখন একটা বিশেষ দরকারে তোর কাছে এসেছি। শোনবার সময় হবে ত' না এখনি আবার শোক যাতাতে বেরুতে হবে ?

মুরারী। শোক যাতাতে এ রকম ? কি পাগলের মত বক্‌ছিস্—

প্রভাত। [illegible] সহরে জাহির হয়ে গেছে। কানপাতা যে দায় হয়ে পড়েছে, সকলেরই মুখে "মুরারী বাবু মানুষ নন দেবতা", এক [illegible] শোনা যাচ্ছে, তার কি ?

মুরারী। থাম্ বাবু থাম্ তোর জ্যেঠামি আর ভাল লাগে না, নির্ম্মল তুমি সেই গানখানি প্রভাতকে শোনাও ত' ভাই।

(নির্ম্মলের গীত।)

আর কি আমরা করুণার ধারা পাব না গো জননী।
শস্য-শ্যামলা কীর্ত্তি মেখলা হেরিব না ধরণী॥
তরু শাখো'পরি ময়ূর ময়ূরী, আর কি গাহিবে গান।
আপন মনে প্রবাহিনী তুলিবে না মধুর তান॥
আর কবে ডাকিবে কোকিলা মধুর স্বরে হৃদয় ভরিয়া।
আর কি পোহালে এ দুঃখ রজনী দ্বিজগণে গাবে সাম॥
তপোবনে মাগো জ্বলবে কি আর হোমানল দিবস যামিনী।
(তুমি) আঁচল দুলায়ে করিবে না গান ঘুমায়ে পড়িব তখনি॥

প্রভাত। বেশ সুন্দর গান খানি, বেশ ভাই বেশ—বেশ। দেখ্ মুরারী আমিত' থামতে চাই কিন্তু (Police) পুলিস সাহেব যে কোন রকমে থামতে দিচ্ছে না। দিব্যি ছিলুম, এই তোর জন্যেই ত' আমাকে এখানে আসতে হ'ল।

মুরারী। (Police) পুলিস সাহেব, আমার জন্য, এ আমি কিছুই বুঝছি না, তুই কি এখন (Police line) পুলিস্ লাইনে কায কর্‌ছিস্?

প্রভাত। এই রকম ত' মনে হয়। তবে হুজুর সেটা বিশ্বাস করবেন কি না সেটা আমার ভাগ্য। এই নে সাহেব তোকে একখানা চিঠি লিখেছে পড়্। (পত্রদান)

মুরারী। (পাঠান্তে) (Police) পুলিস সাহেবকে কে (Report) রিপোর্ট করলে?

প্রভাত। তুই যে রকম মাতব্বরি মাতিয়েছিস্, তা'তে (Police) পুলিস সাহেব কেন, লাট সাহেব অবধি খবর পেয়েছেন। দয়া ক'রে

foot note) ফুটনোটটা দেখুন না, (Copy forwarded to Governor) কপি ফরওয়ার্ডেড্ টু গভর্ণর।

মুরারী। হুঁ, এখন আমায় কি করতে হ'বে ?

প্রভাত। শ্যামাচরণ বাবুর গোটা কতক বিষয় প্রমাণ করিয়ে দিতে হবে, আর কিছুই নয়।

মুরারী। তোর উপর এই তদন্তের ভার পড়েছে ?

প্রভাত। হ্যাঁ, প্রথম শ্রীধরের বিধবা কন্যার ধর্ম্মনাশের চেষ্টা। দ্বিতীয় যাদবকে হত্যা, তৃতীয় নরেশ চক্রবর্ত্তীর কন্যাহরণ, চতুর্থ নরেশ চক্রবর্ত্তীকে খুন, পঞ্চম হেমচন্দ্র পরামাণিকের গৃহ দাহ।

মুরারী। প্রমাণের পর ?

প্রভাত। আসামী যথা যোগ্য ভাবে শ্রীঘর।

মুরারী। বলিস্ কি প্রভাত। তোর পায়ে পড়ি কোন গতিকে চেপে যা একটা মানী লোককে অপমান করিস নি ভাই।

প্রভাত। বশিষ্ঠদেব আপনার বশিষ্ঠগিরি তপোবনে গিয়ে ছড়াবেন এখানে নয়। এতগুলো ভীষণ অপরাধে অপরাধী যে, তাকে প্রশ্রয় দিলে পাপভার বাড়ান ছাড়া আর কিছুই নয়।

মুরারী। আমায় ক্ষমা কর আমি পারব না।

(বেচারামের প্রবেশ।)

বেচারাম। কেমন ? কেমন জব্দ, আর লাগবে ? লাগ এবার, ইস্ আমায় ধরবে, হোঃ—হোঃ— হোঃ, এখনি ঐ চাঁদের সঙ্গে মিশিয়ে যাব।

প্রভাত। এ কেহে ?

বেচারাম। বল বেটা, না বলবো বলবি, কি, বলবি না, তবে দেখ মজাটা দেখ্ (দেশালাই জালিবার ভাণ করণ) মর ব্যাটারা পুড়ে মর—পুড়ে মর।

মুরারী। বেচারাম!—

প্রভাত। চুপ্।

বেচারাম। জল—জল—আগুন ধুধু করে জল, সাবাইকে পুড়িয়ে ছাই করেছে—ঘাড় গুঁজে ব'সে থাকলে চলবে না, ও মায়াকান্নায় বেচারাম ভুলবে না, নাও সুন্দরী ওঠ, কি? কথা কাণে যাচ্ছে না! দেখেছ হেমা নাগতের কি দশা করেছি, ভালয় ভালয় উঠে এস, নইলে গরম তেলে ফেলবো। কি পালান হচ্ছে, পালাবি কোথায়, দাঁড়া শালী—চুপ করে দাঁড়া; কি তবু কান্না—তবে মর। (পদাঘাত ও পতন)

প্রভাত। (Note নোট করিতে করিতে) very nice story. ভেরি নাইস ষ্টোরি।

বেচারাম। দরোয়ান, দরোয়ান! পাকড়াও। জলদি পাকাড়ো—কুমুখো, কুমুখো—দাঁড়াও, দাঁড়াও, ছিঃ-ছিঃ আমার কথা শুনলে না, দূর, ছোট লোক বেটী, বেশ্যা কি না কত ভাল হবে? এই বেটা রমেশ! খবরদার বলছি নিয়ে যাসনি, দিয়ে যা, শ্যামাচরণ বাবুর জমিদারীতে বাস করে, তার সঙ্গে লাগিশনি মাথা যা'বে। কি বেটা, আচ্ছা দেখে নোবো তোকে, তোর মুরারীর মাথা দুফাঁক করে তবে অন্য কায।

প্রভাত। কিহে ভাই মাথায় ফেট্টী জড়ান নয়?

মুরারী। আরে ও পাগল ওর কথা ছেড়ে দে।

প্রভাত। কিন্তু আমার খুব কাযে লাগছে।

বেচারাম। বাবু বাবু! মুরারী বেটা আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে। কি ক'রেছে শুনবেন? য়্যা শুনবে—শুনুন, রাগে আমার মাথার ভেতর আগুন জলছে, উঃ--ব্যাটাকে একবার পাইত' নখে চিরে ফেলি। দোহাই বাবু আপনার পায়ে পড়ি এর একটা বিহিত করুন

ওঃ—বড় অপমান, বড় অপমান বুক জ্বলে গেল, ওঃ বুক জ্বলে গেল— জোর করে শ্রীধরের মেয়েকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। পাজী ব্যাটা, নচ্ছার বেটা। কেমন? কেমন এইবার সামলাও ধন, নৃপেন বাবু আমার অপরাধ নেই, আপনার বোনকে চিলে ছোঁ মেরেছে, কে সে? মুরারী বই আবার কে।

প্রভাত। কি মুরারীমোহন?

মুরারী। তুইও যেমন পাগল, তেমনি পাগলও জুটেছে।

বেচারাম। বাবু আপনি আমার দোষ কি দেখলেন? বাঃ-বাঃ-বাঃ কি মজা! কি মজা! গালাগালি দেবেন না ব'লছি, এখনও বারণ কচ্ছি, ইস্ মারে অমনি সুধাই। ব'লে দোব'—ব'লে দোব', হুঁ। আমি ব'লে দোব। আপনার বনের ভ্রূণ-হত্যার কথা সব ব'লে দোব। কি আমি ছোটলোক, দূর সয়তান বিধবা বোনের—যে—কুমু মা সাক্ষী আছে। ধরবে? ছুরি মারবে—এই পালালুম (দৌড়াইবার চেষ্টা ও প্রভাত কর্ত্তৃক হস্ত ধারণ) মেরে ফেলবে—আমায় মেরে ফেল্লে

প্রভাত। চোপ্!

বেচারাম। হোঃ হোঃ-হোঃ— চোপ-চোপ-চোপ, আমি নয়—আমি নয়, ওরে বাবা কি লাল চোক, আমি ত কিছু করিনি। অমন করে চেওনা, রক্ত—রক্ত ভেসে যাচ্চে. রক্ত থই থই করছে, আগুন, পুড়ে যাবো, জল—জল। (মূর্চ্ছা)

মুরারী ঘোর উন্মাদ। প্রভাত আমার অনুরোধ তুই ভাই থেমে যা।

প্রভাত। বলিস্ কি! এত বড় একটা পাষণ্ডকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দোব।

(পার্ব্বতীর প্রবেশ)

পার্ব্বতী। দাদা! আসুন, জলখাবার জায়গা হয়েছে।

মুরারী। চল, প্রভাত নে ভাই একে ধরাধরি করে নিয়ে যাই।

প্রভাত। ইনিই শ্যামাচরণ বাবুর পেয়ারের সরকার?

মুরারী। হাঁ, এখন চল্। (উভয়ের বেচারামকে লইয়া প্রস্থান ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ পার্ব্বতীর প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

শ্যামাচরণ বাবুর বৈঠকখানা।

রমেশ ও শান্তি।

রমেশ। চল্ চল্ আমরা চলে যাই, দরকার পড়ে নিজে যাবে এখন আমাদের দায় প'ড়েছে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে।

শান্তি। তুই বড় বদরাগী রাগটা একটু কমাতে শেখ, সব সময় অত রাগ ভাল নয় কথায় কথায় একেবারে তেলে বেগুণে হওয়া ভাল নয়।

রমেশ। তোর জন্যে কেবল আসতে হল' আমার এখানে আসবার একটুও ইচ্ছে ছিল না তুই জোর করে ধরে নিয়ে এলি বইত নয়!

শান্তি। এই যে মহাপ্রভু চোক রগ্ড়াতে রগ্ড়াতে এই দিকেই আসছেন তুই কোন কথা বলিসনি, কেবল শুনে যাবি, যা বলবার জবাব দেবার আমি দোব বুঝলি?

রমেশ। বেশ, তবে আমার কিছু বল্লে বেশ দশ 'কথা শুনিয়ে দোব ব'লে রাখছি। আর নয়ত আমায় ছেড়ে দাও এই বেলা চলে যাই।

(শ্যামাচরণের প্রবেশ)

শ্যামাচর। এই যে এসেছ তোমরা। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ, আমায় খপর পাঠাতে হয়, আমি মনে করছিলুম তোমরা বোধ হয় আসবে না, নাও ব'স ভাই ব'স'।

শান্তি। না ব'সতে হবেনা, কি জন্য ডেকেছেন তাই বলুন।

শ্যামাচরণ। কিহে রমেশ কথা কইছ না যে, ব'স।

রমেশ। আপনার সঙ্গে কথা কইব এমন কি মহাপুণ্য করেছি ব'লুন?

শান্তি। কি জন্য ডেকেছেন?

শ্যামাচরণ। হাঁ, বলছিলুম কি, যে যাতে আমার মানহানি হয়, সে কাষ যে তোমরা করবে না এই আমার বিশ্বাস।

শান্তি। আমরা আপনার মানহানি ক'রবো, এ কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি নি।

শ্যামাচরণ। না, তাই বলছিলুম, তোমাদের কি আমার বিরুদ্ধে কোন কাষ করা উচিৎ?

রমেশ। অন্যায় কাযের বিপক্ষে দাঁড়ান, শুধু আমাদের কেন, মানুষ বলে নিজেকে যে পরিচয় দেয় তারও সর্ব্বোতোভাবে উচিত।

শ্যামাচরণ। হাঁ তাত নিশ্চয়ই। তবে—

রমেশ। আপনি যদি বুঝে থাকেন যে আপনার কাযের বিপক্ষে আমরা দাঁড়িয়েছি, সে ধারণাটা আপনার অতি সত্য।

শ্যামাচরণ। তাতে মর্য্যাদা নষ্ট হ'বে যে ভাই।

রমেশ। মর্য্যাদা নষ্ট আপনি যদি কারও কখন' করে থাকেন, তখন আপনার মর্য্যাদা অক্ষুন্ন থাকাতে উচিত নয়, ঋণ করলে ঋণ পরিশোধ করতেই হবে।

শান্তি। আমরা কি করলে আপনার মর্য্যাদা নষ্ট হ'বে না তাই বলুন ?

শ্যামাচরণ। তোমরা যদি মুরারীকে ঠাণ্ডা কর। তা'হলে—

রমেশ। তাহ'লে অবাধে যেমন চালিয়ে আস্‌ছেন তেমনি চালান কেমন এই ত'।

শান্তি। চুপ কর্।

রমেশ। আমরা মুরারীর বুকে য'ল্‌তে যাব কেন? উনি নিজেই ত' বল্‌তে পারেন, মুরারী বাবু যাব না আস্থক।

শান্তি। শ্যামাচরণ বাবু আপনি নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মেরেছেন। একবার ভেবে দেখুন দেখি, আপনি কত অন্যায় ক'রেছেন, আপনার এমন ক্ষমতা নেই, যে আপনি মুরারী বাবুর মত সর্ব্বজনপ্রিয় লোকের সহিত কথা কইতে সাহস করেন।

রমেশ। আপনার যা' বল্‌বার মুরারী বাবুকে বলুন। নমস্কার আমরা এখন চল্লুম।

শ্যামাচরণ। ওহে রমেশ দাঁড়াও শোন শোন।

রমেশ। কি শুন্‌ব বলুন ?

শ্যামাচরণ। আচ্ছা এরকম ব্যাপারগুলো যে ক'চ্ছ, এগুলো কি ভাল হ'চ্ছে ?

রমেশ। কি ক'চ্ছি ? অন্যায় কিছু ক'চ্ছি ব'লে ত' ধারণা হয় না; আর আমাদের মত লোকের দ্বারা আপনাদের কি ইষ্ট বা ক্ষতি বৃদ্ধি হ'তে পারে ? আমরা গরীব আপনাদের কাছে নীচজাত কুঁড়ে ঘরে বাস করি ব'লে চরিত্রহীন, আমাদের মতন লোক আবার মানুষ

শ্যামাচরণ। আচ্ছা রমেশ তুমি ত' পূর্ব্বে এরকম ছিলে না, হঠাৎ তোমার এ উন্মত্ততার কারণ কি ?

রমেশ। শ্যামাচরণ বাবু আমি পূর্ব্বে যা ছিলুম এখনও তাই আছি, তবে তফাৎ যদি কিছু হ'য়ে থাকে সে এমন বিশেষ অন্যায় হয়নি। আপনারা আমাদের গরীব পেয়ে বুকে ব'সে দাড়ি উপ্‌ড়াতেন, আমরা চুপ্‌টী ক'রে জুজুর ভয়ে চোক-বুজে প'ড়ে থাক্‌তুম্। কিন্তু এখন আর যাতনা সহ্য ক'রতে না পারায় আপনাদের ব'লছি মশায় পরের বুকে ব'সে দাড়ি ছিঁড়লে কি রকম কষ্ট হয় সেটা একবার নিজে নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখুন এই আমাদের অপরাধ। আপনিই নিজের বুকে হাত দিয়ে সত্যি ক'রে ব'লুন দেখি শ্যামাচরণ বাবু, আপনি এর পূর্ব্বে আমাকে এই যার সঙ্গে মৌখিক এত প্রাণ খুলে কথা কইছেন, ছোটলোক ব'লে ঘৃণা ক'রতেন কিনা ?

শ্যামাচরণ। তোমার এ পাগ্‌লামীর কারণ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না !

রমেশ। আমি কি শুধু পাগল, চোর, জোচ্চর, লম্পট, বিশ্বাস-ঘাতক, মিথ্যাবাদী সব। যেহেতু আমি গরীব, আমার বাবা লোককে ফাঁকি দিয়ে আমার জন্যে একখানা পাকা বাড়ী রেখে যাননি। আর আমিও পাজির পাঝাড়া হ'য়ে জন্মেছি, আপনাদের মোসাহেবি ক'রতেও শিখিনি। আমাদের এরূপ হওয়ার কারণ আপনি যদি বুঝতেই পারবেন তাহ'লে আমরাই বা কেন রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে যাকে পাব তাকেই বা ব'লব কেন যে ওগো আমরা গরীব বটে তবে আমরাও মানুষ, আমাদের দেখে নাক সিট্‌কিয়ে আমাদের মনে কষ্ট দিও না।

শ্যামাচরণ। রমেশ তুমি যা ব'লছ এর কোন ভিত্তি নেই।

রমেশ। তাত' থাক্‌বে না, আমরা আবার মানুষ! আমাদের কথা, তার আবার ভিত্তি !! ঠিক ব'লেছেন।

শ্যামাচরণ। এ রকম ব্যবহার যারা করে তাদের কখন জানিয়েছ কি ?

রমেশ। কত বার, তা তারা কি আমাদের কথা কান দেয়, কেউ কেউ যদিও **মুখে মধু পেটে বিষ** রেখে দুটো একটা কথা শুনতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু ভয়ে তা পারেন না।

শ্যামাচরণ। ভয় আবার কিসের ?

রমেশ। তাও জানেন না, আমাদের গরীব লোকের হাওয়া তাদের গায়ে লেগে যদি কোন রকম অসুখ হয় এই ভয়। অন্ততঃ তিনি ভয় করুন না [illegible] প্রেমাশঙ্করের [illegible] কথাটাই বুঝিয়ে দেয়।

শ্যামাচরণ। আচ্ছা রমেশ ঠাণ্ডা হও, আমি এ সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করবো মনে দুঃখ ক'র না।

রমেশ। না দুঃখ কিসের, গরীবের আবার দুঃখ ; আচ্ছা নমস্কার আসি এখন। (শ্যামাচরণ ব্যতীত উভয়ের প্রস্থান)

শ্যামাচরণ। তাইত কি করি। শেষ আমার ভাগ্যে এই ছিল ? যাদের সঙ্গে ঘৃণায় কথা কইতুম না, যারা কখন মুখ তুলে আমার সঙ্গে কথা কইতে সাহস ক'রত না আজ তারা এত প্রবল, যে আমাকে সেই ছোটলোক্ ব্যাটাদের কাছে হীন হ'তে হ'ল। ছিঃ-ছিঃ—কি লজ্জা, কোন রকমে এই বার কার গোলমালটা মেটাতে পারি, তার পর সব একে একে পাট কোরব। বেচারামটা পাগল হ'লো, নরেশটা ভুগে ভুগে ম'রে গেল। যেদো ব্যাটা মুরারীর বাটীতেই আছে, মুরারীর নামে কলঙ্ক রটাবার জন্যই যে তাকে নির্য্যাতন ভোগ ক'রতে হয়েছে, সে সমস্তই মুরারীকে ব'লেছে। কুমি [illegible] শ্রীধরের মেয়েটা সব এখন ঐ বাড়ীতেই আছে, পেঁচো এলো ড্'বেটাও মুরারীর পোষা কুকুরের মতন তার পায়ের তলায় দিনরাত লেজ নাড়ছে। প্রমাণের কোন অভাবই হবে না। তাইত কি করি, দূর হোক আর ভাবতে পারিনি।

বা অদৃষ্টে আছে তাই হবে, তবে একবার শেষ চেষ্টা, মুরারীর কাছে মায়াকান্না কেঁদে তার মন বশ করা। ব্যাটা কুঁয়র গোড়া, সারা সহরটাকে খেপিয়েছে, সব ব্যাটারই মুখে ঐ এক কথা "আমরা গরীব বটে কিন্তু স্বাধীন-গরীব চোক রাঙানিতে ভুলবো না, খোসামুদি কোরব না, হুজুর ভয়ে শিউরে উঠ্‌বো না।" উঃ—কি সর্ব্বনাশ ক'রলে, ছোটলোকগুলোকে [illegible] আমাদের মানমর্য্যাদা [illegible] ক'রে দিলে। [illegible], এখন [illegible], শেষ আত্মহত্যা ক'রতে না হয়।

নৃপেন ও বিজয়ের প্রবেশ।

নৃপেন। কিহে শ্যাম গম্ভীর হ'য়ে ব'সে কি চিন্তা করা হ'চ্ছে, শুনতে পাব না কি?

শ্যামাচরণ। এস' এস' এই মুরারীর ব্যবহারের কথাটা ভাবছি।

নৃপেন। ওটার জ্বালায় আর আমরা তিষ্ঠিতে পাচ্ছি না।

বিজয়। ব্যাটা কি শয়তানিটাই না ক'রলে, নৃপেন কি একটা যে সে ছুঁড়ি এনেছিল। তা ব্যাটার ছেলে কি আমাদের সুখ ভোগ করতে দিলে?

নৃপেন। আরে ভাই ছুঁড়ীটা সম্ভ দূর-সম্পর্কে বোন হয়। দেখলুম বড় কষ্ট দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না ভাবলুম আমার এত গুলো লোক রয়েছি, আর একটা ছুঁড়ীর ভরণ-পোষণ চ'লবে না। আর একটা সম্বন্ধও আছে। (Share) সেয়ারটা না হয় আমিই কিছু বেশী দোব।

শ্যামাচরণ। এখন এদিকে যে বিষম ব্যাপার স্বয়ং (D. S. P.) ডি, এস, পি, মুরারীর বাড়ী আড্ডা নিয়েছেন। (Police) পুলিশ সাহেবকে কে (Report) রিপোর্ট ক'রেছে। তাই, সাহেব ঐ (Officer) অফিসারটিকে পাঠিয়েছেন।

বিজয়। তাতে আমাদের কি—পাঠাক না। কিসের (Report) রিপোর্ট ?

শ্যামাচরণ। ব্যাচারাম যে সব প্রকাশ ক'রে ফেলেছে।

বিজয়। য়্যাঁ! ব্যাচারাম তার এই কায।

শ্যামাচরণ। সে কি বলেছে, তাকে ভগবান বলিয়েছেন, সে যে এখন ঘোর উন্মাদ আর আছে ঐ মুরারীরই বাড়ীতে!

নৃপেন। বল কি হে ?

শ্যামাচরণ। যা সত্যি তাই।

বিজয়। কই এসব ত আমরা শুনিনি॥

মুরারীর প্রবেশ।

মুরারী। স্যা শুনবে কেন ? এ যে একটা তুচ্ছ ব্যাপার, এত আর গার্ডেন নয়—আর মেয়েমানুষের তরকাও নয় যে উপযাচক হয়ে এসে শুনবে। এ একটা লোক পাগল হয়েছে মাত্র, এই ত।

শ্যামচরণ। এস' এস' মুরারী এস' ভাই এস', এই তোমার কথাই বলছিলুম।

মুরারী। আমার পরম সৌভাগ্য ব'লতে হবে।

নৃপেন। আচ্ছা মুরারী তুমি যে এই ছোটলোক গুলোকে খেপিয়ে তুলেছে এটা কি তোমার ভাল হ'যেছে, তুমি বুদ্ধিমান তুমিই বল কাযটা কি ন্যায়সঙ্গত।

মুরারী। আরও কিছু বলবার আছে, না এই শেষ।

নৃপেন। তোমার প্রশ্রয় দেওয়ায় ব্যাটারা আমাদের সঙ্গে সমান ভাবে এই যে কথা কয়, সমান সওয়াল জবাব করে সেইটে কেমন কেমন দেখায় না। প্রাণগুলো যে ঝালাপালা হ'ল।

মুরারী। কথাটা খুবই সত্য তবে আমার একটা কথা বলবার আছে।

শ্যামাচরণ। বেশ বল।

মুরারী। আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, তোমরা ছোটলোক কাকে বল, সেইটে আমায় ভাল ক'রে বুঝিয়ে দাও।

বিজয়। ছোটলোক যারা ইললিটারেট্, অশিক্ষিত গরীব নীচজাত।

মুরারী। নীচজাত কারা ?

নৃপেন। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈশ্য ভিন্ন ইত্যাদি :

মুরারী। ইত্যাদিটা কি জাতের মধ্যে যাবে।

শ্যামাচরণ। যাক্ ভাই মুরারী ও কথা ছেড়ে দাও, কথায় কথা বাড়বে মাত্র।

মুরারী। অশিক্ষিত যারা, গরীব যারা, নীচজাত যারা তোমাদের কাছে তারা ছোটলোক হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে তাঁরা দেবতা যদি তাদের কার্য্য ভাল হয়—যদি তারা পরস্বাপহরণ না করে, পরশ্রী-কাতর না হয়। জুড়ি মটর চেপে, পাকা বাড়ীতে বাস ক'রে, লোকের গলায় হাস্‌তে হাস্‌তে ছুরি বসিয়ে ভদ্র সাজা অপেক্ষা কুঁড়েঘরে বাস করে, সাধ্যমত দরিদ্রের অভাব মোচন করে, তোমাদের চক্ষে ছোটলোক হয়ে থাকা তাদের পরম আনন্দ। তোমাদের মত যে সব শিক্ষিতের দল স্ত্রীর মন রাখ্‌তে দাসী বাঁদীর মত মাকে, যে মা প্রত্যক্ষ দেবী, যে মার স্বার্থশূন্য ভালবাসায় জগতের সঙ্গে পরিচিত, সেই মহিমময়ী দেবীকে বাড়ী থেকে দূর দূর করে তাড়ায় ; যে নীচাশয় প্রবৃত্তির দাসানুদাস, নিজের আত্মীয়াকে কুপথগামিনী করতে প্রয়াসী হয়, যে পাষণ্ড পুত্র-কন্যাবৎ দরিদ্র প্রজাকে অযথা উৎপীড়ন করে, সতী সাধ্বীর সর্ব্বনাশ

সাধন করতে যত্নবান হয়, প্রজার গৃহে আগুন ধরিয়ে পিশাচের ন্যায় তাণ্ডব লীলা করে। তাদের তুলনায় তোমরা যাদের ছোটলোক ব'লছ, তারা আমার পূজনীয়। আমার শেষ কথা—তোমরা যে সমাজের বুকে ব'সে, যা ইচ্ছে তাই করবে, তা আর হচ্ছে না। এখন আয়নার মুখ দেখা—যেমন দেখাবে, ঠিক তেমনি দেখ্‌বে; ধাপ্পাবাজী ফক্কিকারী আর চল্‌বে না। (প্রস্থানোদ্যত)

শ্যামাচরণ। মুরারী দাঁড়াও দাঁড়াও অত চ'টছ কেন।

মুরারী। চটবার কথা বললেই চটতে হয়। আচ্ছা সত্যি ক'রে নিজের বুকে হাত দিয়ে বলত শ্যামাচরণ বাবু তোমার বাড়ীর পুজোর যা খরচা হয়, তার অর্দ্ধেকের উপর কি বেশ্যা মদে যায় না? তোমরা গরীব বলে যাদের ঘৃণা ক'র, তাদের গরীবত্ব ঘোচাতে কি তোমাদের ইচ্ছা হয়? কিন্তু ঐ গরীবদের প্রাণ এত উচ্চ তারা কারো বিপদ শুন্‌লে, বুক দিয়ে তাকে সাহায্য করে, অর্থে সামর্থ্যে সাধ্যমত কোন অংশেই তারা কৃপণতা করে না।

নৃপেন। যা হ'ক ভাই গোলমালটা থামিয়ে দাও।

মুরারী। গোলমাল থামাবার আমি কে, নৃপেন বাবু? তুমি ইচ্ছা ক'রলেইত' মিটে যায়।

নৃপেন। বল ভাই আমায় কি করতে হবে বল। তুমি যা বলবে আমি তাই ক'রবো।

মুরারী। নিজেকে মহামান্য ধুরন্ধর ভেবে কোন লোককে ঘৃণা ক'রে তার মনে কষ্ট দিও না। ব্যস্‌ তাহলেই সব মিটে যাবে। দেখবে আবার তোমার কাছে সকলে দৌড়ে আস্‌বে। মানুষ, মানুষ—জানোয়ার নয়! গরীবেরও নিশ্বাস পড়ে—এই কথাটি মনে রেখ'।

নৃপেন। মনকষ্ট দিয়েছি! কই আমার ত স্মরণ হয় না!

মাথায় তেলত সবাই দেয়। তারপর ডাক্তার তুমি হঠাৎ নিজের পূর্ব্বাবস্থা ভুলে গিয়ে, একেবারে চোকে সরষে ফুল দেখতে লাগলে। তবু নিজের স্বোপার্জ্জিত নয়। জুয়াচুরির পয়সা। মানুষ যা পারে না, সেই মহাপাপের পয়সা নিয়ে আঙুল ফুলে কলাগাছ, নির্ধনের ধন হ'লে দিনে দেখে তারা, তোমারও ভাই তাই হলো, ছিলে দাঁড়কাক গোটাকতক ময়ূরপুচ্ছ গুঁজে ময়ূর সেজে যাকে তাকে অবজ্ঞা করতে আরম্ভ ক'রলে। এইবার ঠোকর খাবার সময় হয়েছে। এখন নিরীহ সাজলে চল্‌বে কেন।

বিজয়। কেন আমি কাকে অবজ্ঞা করেছি।

মুরারী। বেশী আর বলবো না, মনে করে ভায়া—আর মানুষ হবার চেষ্টা কর। তোমরা যাদের গরীব ব'লে ঘৃণা কর, কই তারা তে৷ কাউকে ঘৃণা করে না। মড়া ফেলতে গরীব, আগুন লাগলে নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করে আগুনের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে আগুন নেবাতে গরীব। এত গুণ যাদের, তাদের ঘৃণা করা কি উচিত—মানুষ হয়ে মানুষকে ঘৃণা করাটা কি উচিত ?

শ্যামাচরণ। আর নয় ভাই! ঢের হয়েছে। এখন আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি।

মুরারী। তোমায় আর বলতে হবে না! এইবার একবার আমি চেষ্টা করে দেখব, যাতে কোন গোলমাল না হয়। প্রভাতকে আমি বুঝিয়ে বলবো এখন।

(প্রভাতের প্রবেশ)

প্রভাত। মহাশয় অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করেছি মার্জ্জনা করবেন। তবে আমার বিনাদেশে প্রবেশাধিকারও আছে। কারণ, মুরারী বাবু যখন এখানে আছেন।

শ্যামাচরণ। আসুন আসুন, আপনিই প্রভাত বাবু।

প্রভাত। আজ্ঞে, এখন আপনার নিকট কতকগুলি কথা জানতে চাই, দয়া করে বলবেন কি? অবশ্য আশা করি আপনি গোপন করবেন না, সত্যই বলবেন, আমি সবই জানি, প্রমাণেরও কোন অভাব হবে না।

শ্যামাচরণ। বলুন।

প্রভাত। আপনার জমিদারীর মধ্যে এই যে সমস্ত অত্যাচার হয়েছে এর কারণ কিছু জানেন কি?

শ্যামাচাচরণ। জানি।

প্রভাত। কারণ?

শ্যামাচরণ। মদগর্ব্বই কারণ?

মুরারী। শ্যামাচরণ? প্রভাত আমাদের বড় খাইয়ে—নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়ে দাও।

প্রভাত। আপনি দোষী মনে করেন কাকে?

শ্যামাচরণ। আপনি যাকে মনে করেন, তাকেই।

প্রভাত। মাপ করবেন, আমার বিশ্বাস আপনিই।

শ্যামাচরণ। হাঁ আমিই।

প্রভাত। আর আপনার এই বন্ধুরা।

শ্যামাচরণ। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।

প্রভাত। বেশ আপনি আমার নজর বন্দি হলেন।

মুরারী। প্রভাত কি ছেলেমানুষি করছিস, তোর পায়ে ধরছি আমাকে মার্জ্জনা কর। (পদধারণ)

প্রভাত। শ্যামাচরণ বাবু আপনারা এই লোকের মাথা কাটিয়েছেন আরে ছিঃ? ছিঃ—মুরারী দুঃখ করিসনি কি ক'রব বল—আমরা

আইনের চাকর;—তবে তোর জন্যে চেষ্টা ক'রব। আসুন আপনি।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

উদ্যানাস্থ পুষ্করিণী।

বিষণ্ণ ভাবে একাকী শ্যামাচরণ।

শ্যামাচরণ। মুরারীকে ডেকে পাঠিয়েছি আসবে না? (চিন্তা) আসবে নিশ্চয়ই আসবে। মুরারী কি মানুষ! (চিন্তা) না—না! আপনিই দেবতা কি উচ্চ হৃদয় কি মহৎ অন্তঃকরণ কি অদ্ভুত ক্ষমা—মানুষে কি এত গুণ সম্ভব? উঃ—সতবার যত রকমে মুরারীর অনিষ্ট করেছি তার আর ইয়ত্তা নাই—আর সেই মুরারি দেবতা সমান জেনে-শুনে আমার জন্যে অজস্র অর্থ ব্যয় কোরে, আহার নিদ্রা অবধি পরিত্যাগ ক'রে আমায় কারা মুক্ত ক'রেছে আমার জন্যে প্রভাত বাবুর পাদু'টো জড়িয়ে ধরে' কত অনুরোধ করেছে। এরা কে? যারা পরের দুঃখে এত কাতর হয়, যারা আমাদের মত মহাপাতকীকে নারকী জেনেও ঘৃণা না কোরে এত ভালবেসে অসৎ পথ হ'তে সৎ পথে আনতে এত চেষ্টা করে তারা কে? কোথায় এদের স্থান কত উচ্চ এদের প্রাণ। ইচ্ছে হয় দৌড়ে গিয়ে মুরারীর পাদু'টো জড়িয়ে ধরে প্রাণভ'রে মুরারীর সেবা ক'রে নিজের দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করি; কিন্তু—

লোক ও পবিত্র নাম মুখে এনে অপবিত্র ক'রবোনা। তুমি আছ, নিশ্চয়ই আছ, তা না হ'লে আমার মত নরকের কীটের সাজা হতো না। আগুনে পুড়েছি, পাগল হয়েছি, পাগলামীর ঝোঁকে শ্যামাচরণ বাবুকে বিপদে জড়িয়ে দিয়েছি, আমি শ্যামাচরণ বাবুকে যেমন চালিয়েছি তেম্নী চলেছে, আমার পাপের ফলে একজন নির্দ্দোষ লোক সাজা পাবে? উঃ শা'টা জলে যাচ্ছে—কি এটা—পোকা? হ্যাঁ তাই ত তাই ত, বেশ হোয়েছে। চোক—না—না আবার ও কথা কেন, আবার ও চিন্তা কেন? তুমি গেছ বেশ হয়েছে, মৃত্যুই আমার শান্তি। তবে তোমার জন্তে—মায়া এ কি? যাও চলে যাও আর তুমি আমায় বশে রাখতে পারবে না। প্রিয় বন্ধু!!! (ছুরি বাহির করিয়া) তুমি আমার শেষ বন্ধু (কাগজে লিখিল) অপরাধী আমি। এস শেষ বন্ধু (ছুরি মারিতে উদ্যত) মা-গো অধম সন্তান—কে মার্জ্জনা কর্ মা! আমি কৈবর্ত্তের ছেলে হ'য়ে তুই ব্রাহ্মণের মেয়ে তোর সর্ব্বনাশ কর্ত্তে চেষ্টা ক'রেছিলুম (বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন) আমার মত কৃমিকীট সতর্ক হও, পাপীর এই পরিণাম।

(পশুপতি ও মুরারীর প্রবেশ)

মুরারী। কই বাবা পশু, তোমার বাবা ত এখানে নেই।

পশুপতি। তাইত কাকাবাবু, বাবা কোথায় গেলেন; মনের দুঃখে তবে কি বিবাগী হ'লেন? ওখানে প'ড়ে কে (দৌড়াইয়া গিয়া) কাকাবাবু—কাকাবাবু, শীগ্গীর আসুন (বেচারামের মাথা কোলে লইয়া) সরকারমশায়—সরকারমশায়, কে তোমার এ দশা ক'ল্লে?

মুরারী। বেচারাম বাবু—বেচারাম বাবু (উপবেশন)

বেচারাম। এসেছেন? আঃ—এই নিন (কাগজ দিল)

পশুপতি। একি হ'লো কাকাবাবু?

মুরারী। তুমি একবার পুকুরটা দেখে এসো বাবা (বেচারামকে কোলে লইল)

পশুপতি। (পুকুরের কাছে গিয়া) কাকাবাবু সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, বাবার জুতো এখানে প'ড়ে আছে, নিশ্চয়ই জলে ডুবে আত্মহত্যা ক'রেছেন!

মুরারী। (উত্তেজিত ভাবে) বল কি (বেচারামকে নীচে রাখিয়া) কই—কই (জামা-জুতা খুলিয়া জলে নামিল)

(প্রভাতের প্রবেশ)

প্রভাত। কে ওখানে দাঁড়িয়ে ?

পশুপতি। আমি পশুপতি।

প্রভাত। তোমাকেই দরকার—এইখানে এসো।

পশুপতি। কেন মশায় !

প্রভাত। আবশ্যক আছে ; যদি না আসো—আমি জোর ক'রে নিয়ে আসবো।

পশুপতি। মশায় বিরক্ত ক'রবেন না—আপনি ভদ্রতা জানেন না—

প্রভাত। চুপ্ কর ছোক্‌রা—খুব সতর্ক হ'য়ে কথা কও। খুন ক'রে এখন ন্যাকা সাজ্‌লে চ'লবে না ; পাপ ক'রে তার সাজা নিশ্চয়ই হয় এটা জেনো।

পশুপতি। (নিকটে আসিয়া) কি ব'লছেন মশাই আপনি কি উন্মাদ ? একে আমি বাবার জন্যে অস্থির তার উপর আপনি আর শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ ক'রবেন না। আমি খুন ক'রেছি একি কথা ব'লছেন ?

প্রভাত। মৃণালিনী নামে একটী স্ত্রীলোকের হত্যাপরাধে—! কি শিউরে উঠলে যে ? এবার বুঝতে পেরেছ (British Government)

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের রাজ্যে খুনীর নিস্তার নেই—বুঝেছ ছোক্‌রা।

পশুপতি। সত্য বলছি আমি এ বিষয়ে বিন্দু বিসর্গ জানিনা।

প্রভাত। ধরা পড়লে সকলেই ওকথা বলে এ আমি আজ দশবৎসর দেখে আসছি।

পশুপতি। আপনি কি আমায় অবিশ্বাস করেন না।

প্রভাত। [illegible]

পশুপতি। কি ? আমি খুনী।

প্রভাত। [illegible]

পশুপতি। এখন আপনি আমাকে কি করতে চান।

প্রভাত। prosecute প্রসিকিউট করতে চাই।

মুরারী। (জল হইতে) পশুপতি পাওয়া গেছে শীঘ্র এসো।

পশুপতি। কাকা বাবু।

মুরারী। শীগ্‌গীর এসো।

পশুপতি। যাচ্ছি (গমনোদ্যত)

প্রভাত। কোথা যাও স্থীর হ'য়ে দাঁড়াও।

মুরারী। (শ্যামাচরণকে কাঁধে করিয়া জল হইতে উঠিয়া) পাল্লুম না বাঁচাতে পারলুম না [illegible] (মাটিতে বসিয়া) একি প্রভাত ! প্রভাত এসেছিস শেষ হ'য়েছে।

প্রভাত। একি শ্যামাচরণ বাবু নয়।

মুরারী। হ্যাঁ, তোর জন্যে—প্রভাত কেবল তোর জন্যে একটা মানী লোক মান রাখতে প্রাণ দিলে।

প্রভাত। আমার জন্যে।

মুরারী। হ্যাঁ তোর জন্যে।

পশুপতি। বাবা—বাবা!

প্রভাত। একি! একি শ্যামাচরণ বাবুর ছেলে?

পশুপতি। কাকা বাবু আমার কি হবে।

মুরারী। ভয়কি বাবা ভয় কি।

শোভারাম। উঃ—মুরারী বাবু মৃণালীনিকে আমি—গুপ্ত—হ—ত্যা—কো—রে। (মৃত্যু)

মুরারী। [illegible] (পাগলের ন্যায়) বা সব শেষ। (মাথায় হাত দিয়া হতাশ ভাবে উপবেসন)

পশুপতি। বাবা বাবা (শ্যামাচরণের বক্ষে মুখ রাখিয়া ক্রন্দন)

প্রভাত। (পুত্তলীকাবৎ এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

যবনিকা—পতন।

আমার কথা।

অবশ্য কর্ত্তব্যবোধে এই নাটক রচনা ও প্রকাশ সম্বন্ধে যাঁহাদের নিকট যথেষ্ট উৎসাহ, অযাচিত পরামর্শ ও আন্তরিক সহানুভূতি লাভ করিয়াছি—তাঁহাদের নাম সংশ্লিষ্ট না করিলে এই নাটকের শ্রীহীন হ'... ও আমার যথেষ্ট অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। নিম্নে তাঁহাদের ... উল্লেখ করিয়া ধন্য হইলাম।

শ্যামল হলের স্বত্বাধিকারী স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত বনোয়ারী ... বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কুমুদগোপা... ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশে...র চোংদা... শ্রীযুক্ত গৌরমোহন দত্ত, শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী দাস দত্ত, শ্রীযুক্ত যতী... নাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দাস ঘোষ, শ্রীযুক্ত নৃ...েন্দ্র... মজুমদা... শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ দত্ত, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ঘো... শ্রীযুক্ত বনবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত হরিপদ শেঠ, শ্রীযুক্ত চৈতন্যচরণ পাল

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই নাটক রচনা করিয়া আমার যত ন... আনন্দ হইয়াছে—আমার কনিষ্ঠ সহোদর তুল্য শ্রীমান্ সত্যদাস চট্টো... পাধ্যায়, শ্রীফকির চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীদেবপাল কুণ্ডু, শ্রীএককড়ি চর... পাল, শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস, শ্রীহৃষিকেশ ঘোষ, শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সিংহ, শ্রীমনভিলাষ দাস দাস, শ্রীরামচন্দ্র দে ও শ্রীযুগলকিশোর দত্ত ততোধিক আনন্দিত; ইহাদের আনন্দেই এই নাটক প্রকাশিত ও আমিও আনন্দিত। আমার অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র কুণ্ডু ও বাল্যসহচর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ আমায় যে কি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তাহা জানে আমার অন্তরাত্মা, আর জানেন তিনি সকলি জানেন।

রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া।
জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

বিনীত—
জহর